













শ্রীগণেশায় নমঃ

# শ্রীসীতারাম নাম বৈভব

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, উপপুরাণ, সংহিতা, তন্ত্র, যামল, ডামর,  
সাহিত্য, রহস্য, শ্রীরামায়ণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থ সমূহের প্রমাণ  
দ্বারা শ্রীরামনাম মাহাত্ম্য এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

সমগ্র আৰ্য্য শাস্ত্রের সমাবেশ



শ্রীঅযোধ্যাস্তম্ভগত লক্ষ্মণকোট নিবাসী  
শ্রীমদ্ তরণ্ তারণ্ স্বামী ১০৮ শ্রীযুগলানন্দ শরণ মহারাজ  
কর্তৃক সংগৃহীত।

শ্রীমুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এম, এ, বি, এল্।

কর্তৃক অনুলিখিত

সন ১৩৪৩ সাল

# সচিব

	পত্রিক
১। প্রথম প্রপাঠ—	
ঐতি প্রমাণ	... ৩—১০
২। দ্বিতীয় প্রপাঠ—	
পুরাণ প্রমাণ	... ১১—৫৮
৩। তৃতীয় প্রপাঠ	
উপপুরাণ প্রমাণ	... ৫৯—৯১৪
৪। চতুর্থ প্রপাঠ—	
সংহিতা প্রমাণ	... ১১৫—১৫৮
৫। পঞ্চম প্রপাঠ	
নাটক বচন প্রমাণ	... ১৫৯—১৬৫
৬। ষষ্ঠ প্রপাঠ—	
স্বত্বুক্ত বচন প্রমাণ	... ১৬৬—১৭৬
৭। সপ্তম প্রপাঠ—	
রহস্যোক্ত বচন প্রমাণ	... ১৭৭—১৮৫
৮। অষ্টম প্রপাঠ—	
যামলোক্ত বচন প্রমাণ	... ১৮৬—১৯৩
৯। নবম প্রপাঠ—	
তত্ত্বোক্ত ও নানা গ্রন্থোক্ত বচন	... ১৯৩—২০৬
১০। দশম প্রপাঠ—	
রামায়ণোক্ত বচন প্রমাণ	... ২০৬

শ্রীসীতারামভ্যাং নমঃ

## সূচনা

শ্রীমদ্ সদগুরু পরমহংস স্বামী “শ্রীসিয়ারাম বাব্বার” কৃপায় রাম নাম অবলম্বনের প্রেরণা লাভ করিয়া রাম নাম মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শাস্ত্র সমূহের সিদ্ধান্ত জানিতে ইচ্ছা জাগে। শ্রীশ্রীসীতারামের কৃপায় এই বিষয় লইয়া মথাসম্ভব অনুসন্ধান করিতেও ক্রটি করি নাই। গুরুদেবের উপদেশ অনুসারে শ্রীঅযোধ্যা হইতে “শ্রীসীতারাম নাম প্রতাপ-প্রকাশ” গ্রন্থখানি লাভ করিয়াছিলাম। -সন্ত-শ্রেষ্ঠ পরমহংস প্রবর শ্রীযুগলানন্দশরণ মহারাজ ইহার প্রণেতা। তিনি অপার মনীষা ও বিজ্ঞা বলে সমগ্র আৰ্য্য শাস্ত্র মন্বন করিয়া এই অপূৰ্ব সংগ্রহ লিপিবদ্ধ করিয়া যান। কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যা হিন্দি ভাষায়। বাংলা দেশবাসী জন সাধারণ পক্ষে তাহা অবোধ্য। ~~এইক্ৰমে~~ আমি উক্ত গ্রন্থখানি বঙ্গ-ভাষায় অনুবাদ করিলাম। আমার বাল্য বন্ধু উত্তরপাড়া নিবাসী শ্রীবিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এই অনুবাদ কার্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। তাহার নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ। প্রফসীট সংশোধনে অনভিজ্ঞতা হেতু স্থানে স্থানে ছাপার ভুল রহিয়া গেল। সুধী-পাঠক ক্রটি মার্জনা করিবেন। এই গ্রন্থের মুদ্রাক্ষণের জন্ত আমি মণ্ডল প্রেসের সত্বাধিকারী শ্রীমান্ মণিপ্রনাথ রায়ের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীসীতারামার্ণমস্ত

(কৃপাজীবী) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

“কৃপাকুঞ্জ” মন্দির ঘাট, উত্তরপাড়া

গুরুদত্ত নাম—শ্রীজানকী বল্লভ শরণ

সন ১৩৪৩ সাল অগ্রহায়ণ মাস।

## শ্রীরাম সৰ্বস্বস্তোত্ৰম্

রামো মাতা মৎপিতা রামচন্দ্রো ভ্রাতা রামো মৎসখা রামচন্দ্রঃ ।  
 রামঃ স্বামী রাম এবাৰ্হদাতা রামাদত্তং নৈব জানে ন জানে ॥ ১ ॥  
 রামঃ সেব্যো বন্দনীয়োহপি রামো রামো নিত্যং মাদৃশৈশ্চিন্তনীয়ঃ ।  
 রামো জ্ঞানং ধ্যানগম্যোহপি রামো রামাদত্তং নৈব জানে ন জানে ॥ ২ ॥  
 রামো মুক্তি ভক্তি দাতাচ রামো রামেহস্বাকং রাজতে রাজ রাজঃ ।  
 লোকেহস্বাভি দৃশ্যতে রামচন্দ্রো রামাদত্তং নৈব জানেনজানে ॥ ৩ ॥  
 রামো ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম রামো মদীয়ং রামো মহং কৰ্ম্ম সিদ্ধি প্রদাতা ।  
 রামো সাধ্যঃ সাধনং রাম ভক্তো রামাদত্তং নৈব জানে ন জানে ॥ ৪ ॥  
 রামোহস্বাভি পূজনীয়ো নিতাস্তং রামোহস্বাভি প্রত্যহং কীৰ্ত্তনীয়ঃ ।  
 রামোহস্বাভি গোপনীয়ো গুহাস্তে রামাদত্তং নৈব জানেনজানে ॥ ৫ ॥  
 রামোহস্বাকং দুঃখহন্তা ত্রিলোকে রামোহস্বাকং সৌখ্যকৰ্ত্তাসদৈব ।  
 রামো বিষ্ণু বিভমপ্যেব রামো রামাদত্তং নৈব জানে ন জানে ॥ ৬ ॥  
 রামো জ্ঞাতি খ্যাতিরপ্যেব রামো রামো কীৰ্ত্তিঃ পূৰ্ত্তিরপ্যেব রামঃ ।  
 সৰ্বস্বং মে রামচন্দ্রঃ পৃথিব্যাং রামাদত্তং নৈব জানে ন জানে ॥ ৭ ॥  
 গ্রামেহরণ্যে জাগরে স্বপ্নকালে যার্গে দুৰ্গে গচ্ছতস্তিষ্ঠতো মে ।  
 শত্বল্লোকে রক্ষকস্তেব রামো রামাদত্তং নৈব জানে ন জানে ॥ ৮ ॥  
 এবং ত্রিসন্ধ্যাং প্রপঠন্তি নিত্যং শ্রীরাম সৰ্বস্বমন্যতন্ত্যা ।  
 শ্রীরাম রামেন কৃতং কৃতার্থাস্তেপ্যচ্যুতং রাম পদং প্রযান্তি ॥ ৯ ॥  
 ইতি শ্রীহনুমৎ সংহিতায়াং হনুমৎ কথিত শ্রীরাম সৰ্বস্ব স্তোত্ৰং সমাপ্তং ।

বাৎসল্য রস সম্পূর্ণাং মদীয় কুলদেবতাম ।

রাম ভদ্রাঙ্ক সম্পন্নাং বন্দে জনকজামহম্ ।

## প্রহারন্তে মঙ্গলাচরণ :—

কল্যাণানাম্. নিধানম্ কলিমল মথনং পাবনং পাবনাণাম্ ,  
পাথেয়ং যন্মুমুকোঃ সপদি পরপদ প্রাপ্তয়ে প্রস্থিতস্ত ।  
বিজ্ঞাম স্থানমেকং কবির বচসাং জীবনম্ সজ্জনানাম্  
বীজং ধর্মদ্রুমস্ত প্রভবতু ভবতাম্ ভূতয়ে রাম নাম ॥

অর্থ :—মঙ্গলাচরণ তিন প্রকার—১। বস্তু নির্দেশাত্মক  
( বাহা দ্বারা বস্তু নির্দিষ্ট হয় ), ২। নমস্কারাত্মক, ৩।  
আশীর্ব্বাদাত্মক ।

উক্ত শ্লোকে জীহনুমানজী জীব মাত্রকেই রাম নাম দান  
করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, ( শ্লোকের পদ গুলি রাম  
নামেরই বিশেষণ মাত্র ; অতএব বস্তু নির্দেশক )। সমস্ত  
কল্যাণের দিব্য নিবাস, কলিমল-জনিত-পাপতাপ-নাশকারী,  
পাবন তীর্থাদির পবিত্রকারী, মুক্তিরূপ পরধাম স্বাত্মীর পাথেয়,  
মনিষীগণের বিজ্ঞাম স্থান, সজ্জনের জীবন এবং ধর্মবৃক্ষের  
বীজ স্বরূপ জীরাম নাম জীব মাত্রকেই পরমৈশ্বর্য ও পরম  
কল্যাণ প্রদান করুন ।

মুক্তি জীকর্ণপুরৌ মুনি হৃদয়বয়ঃ পক্ষাতীতীর ভূমৌ  
সংসারাপার-সিন্ধোঃ কলিকলুষতমস্তোম সোমার্ক বিশ্বৌ

উন্মীলং পুণ্যপুঞ্জ ক্রম ললিতদলে লোচনে চ শ্রুতীগাম্  
কামংরামেতি বর্ণে শমিহ কলয়তাম্ সন্ততং সজ্জনগাম্ ॥

অর্থ :—এই শ্লোকে ভগবান শিব সজ্জনগণকে আশীর্বাদ করিতেছেন ( ইহা মহাশঙ্কু সংহিতা হইতে উদ্ধৃত ) । 'রাম' নামে 'র' ও 'ম' এই দুইটি বে বর্ণ আছে তাহার স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে । এই দুইটি বর্ণ মুক্তিরূপা দ্বীর সধবাত্ম সূচক দুইটি কর্ণফুল, অর্থাৎ "রাম নাম" সম্বন্ধ ব্যতীরেকে মুক্তি ও বিষবার শ্রায় অশোভনা । আর এই দুই বর্ণ মুনি হৃদয় রূপ বিহঙ্গের দুইটি পক্ষ স্বরূপ অর্থাৎ মুনিগণ হৃদয় রূপ ( অন্তরাকাশে ) এই দুই পক্ষ দ্বারা ব্রহ্ম বস্তু স্পর্শ করেন এবং পরব্রহ্মে লীন হন । অপার সংসার সাগরের দুইটি তীর ভূমি অর্থাৎ ভবসাগর-পারকারী । মহাতমসাক্ষর কলিজীবের তমপুঞ্জকে নাশ করিবার জন্ত এই দুই বর্ণ সূর্য ও চন্দ্রের সমান । আর স্মৃতি পুঞ্জ হইতে উদ্ধৃত পুণ্য বৃক্ষের প্রথম দুইটি ললিত দল । শ্রুতীগণের দুইটি লোচন এই দুই বর্ণ সজ্জনগণের কল্যাণপ্রদ হউক ।

# শ୍ରীসীতারামনাম বৈভବ

প্রথম প্রপাঠ ।

শ্রুতি প্রমাণ ।

সাম বেদ পিন্নলারন শাখা :—

ওঁ অথাহ ভারদ্বাজো যাজ্ঞবল্ক্যম্, সহোবাচ  
শ্রীরামমন্ত্রস্ত্ মহাত্ম্যং নো ক্রুহি ভগবন্ । সহোবাচ  
যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্ব-প্রকাশ পরম্ জ্যোতিঃ স্বানুভূত্যেক  
চিন্ময়ঃ । তদেব রামচন্দ্রস্ত্ মনোরাগ্ধরং স্মৃতং ॥

অথৈগুণ রসানন্দ স্তারকং ব্রহ্মসংজ্ঞকং ।

রামায় ইতি স বিজ্ঞেয় সত্যানন্দ চিদাত্মকঃ ॥

নমঃ পদং স বিজ্ঞেয় পূর্ণানন্দৈক বিগ্রহঃ ।

সদা নবস্তি হৃদয়ে সর্বৈ দেবা যুগ্মকবঃ ॥

য এবং মন্ত্ররাজং শ্রীরামচন্দ্রস্ত্ নিত্য অধীতে  
সোহমিমা পুত্রো ভবন্তি । স বায়ুনা, স আলিতোদন, স  
বোহেন, স ব্রহ্মণা, স বিষ্ণুনা, স কালেন পুত্রো ভবন্তি ॥



স সর্বৈ দেবৈর্জাতো ভবতি । তেনেতিহাস পুরানাণাম্  
 রুদ্রাণাম্ শত সহস্রানি জপ্তানি ভবন্তি । প্রণবং নাম  
 যুতং কোটী জপ্তং ভবতি । দশ পূর্বান্, দশ পুরাণ্  
 পূণাতি । সহি ক্রিয়াবান্ ভবতি স মহান্ ভবতীতি ।

অর্থ :—ভরদ্বাজ মুনি যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,  
 হে ভগবন্, শ্রীরামমন্ত্ৰের মাহাত্ম্য বর্ণিত করুন । যাজ্ঞবল্ক্য  
 বলিলেন, প্রথম অক্ষর “র” স্বয়ং প্রকাশ, পরম জ্যোতিঃ  
 চিন্ময় স্বানুভব বস্তু । “শ্রীরামায়”, অথগু একরস, আনন্দ  
 স্বরূপ ব্রহ্ম । “নমঃ” পদ পূর্ণানন্দ বিগ্রহ স্বরূপ । ইহাই  
 ঋতিতে তারকব্রহ্ম সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে । সমস্ত  
 দেবতা ও মুমুক্শুগণ সর্বদা ইহাকে নমস্কার করেন । যিনি  
 এই মন্ত্ৰরাজ নিত্য অধ্যয়ন করেন তিনি অগ্নি, আদিত্য, চন্দ্র,  
 ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র কর্তৃক পবিত্রীকৃত হন । সমস্ত দেবতার  
 জানিত হন । ইতিহাস পুরাণ রুদ্রাধ্যায় তৎকর্তৃক শত সহস্র বার  
 জপ্ত হয় । এবং প্রণব কোটী জপ্ত হয় । পূর্ব দশ পুরুষ  
 ও পর দশ পুরুষ পবিত্র হয় । তিনি ক্রিয়াবান, তিনি মহান  
 হয়েন ।

যজুর্বেদ বৃহদারণ্যক ঋতি :—

জন্তোঃ প্রাণেষু উৎক্রমমানেষু রুদ্রস্তারকং ব্রহ্ম  
 ব্যাচর্ষে, বেনারসৌ অমৃতী ভূত্বা মোক্ষী ভবতি । অধৈনং  
 ভাস্করাজ প্রপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যং, কি তারকং ? কি তারকং ?

কিং তরতীতি ? সহোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ । তারকং দীর্ঘা-  
নলং বিন্দু পূর্বকং, দীর্ঘানলং পূনর্মায় নম :— ।

তারকহ্যাং তারকো ভবতি । তদেব তারকং ব্রহ্ম স্বয়ং  
বিদ্ধি । তদেব উপাস্য ইতি জ্ঞেয়ং । গর্ভজন্মজরা  
মরণসংসার মহৎ ভয়াৎ সন্তারায়তি ইতি । তস্ম্যাৎ  
উচ্যতে তারকং । য এতৎ তারকং ব্রহ্মণো নিত্যং  
অধীতে স পাপ্যানং তরতি, স ব্রহ্মহত্যাং তরতি,  
স অগ্নহত্যাং তরতি, স বীরহত্যাং তরতি, স সর্বহত্যাং  
তরতি, স সর্বং তরতি বিমুক্তত্বাশ্রিতো ভবতি । স  
মহান ভবতি, সোহমৃতত্বং গচ্ছতীতি ।

অর্থ :—প্রাণ উৎক্রমণকালে যে জীব রূদ্রদত্ত তারকব্রহ্ম  
রাম নাম উচ্চারণ করে সে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষভাগী  
হয় । ভরদ্বাজ যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তারক  
কোন বস্তু ? কে জীবকে ত্রাণ করে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,  
অগ্নি বীজ “র” দীর্ঘ করিলে “রা” শব্দ হয় তাহার সহিত  
বিন্দু “ম্” যুক্ত করিলে যে শব্দ হয় তাহাই তারক । তাহাই  
উপাস্য । গর্ভ, জন্ম, জরা, মরণ সংসারাদি মহৎ ভয় হইতে  
জীবকে ত্রাণ করে বলিয়া “রাম” শব্দকে তারক বলিয়া  
অভিহিত হয় । যে নিত্য এই তারক নাম পাঠ করে সে  
পাপ হইতে ত্রাণ পায় । ব্রহ্মহত্যা, অগ্নহত্যা, বীরহত্যা,  
সর্ব প্রকার হত্যা হইতে ত্রাণ পায়, সে বিমুক্ত হইয়া  
আশঙ্কিত হয় । সে মহৎ হয় এবং অমৃতত্ব লাভ করে ।

শ্রীরাম ভাপনী শ্রুতি :—

সীতা রামো তন্ময়া বদ্র পূজ্যো জাতান্যাম্যাম্ ভুবনামি  
দ্বিসপ্তস্থিতান্যেব, এষ সৰ্বেশ্বর, এষ সৰ্বজ্ঞ, এষ  
অন্তর্যামী, এষ যোনিঃ, সৰ্বস্য প্রভাবাপ্যয়ো ।

অর্থ :—শ্রীসীতারাম উপাস্য ব্রহ্ম বস্তু । ইহা হইতে জগৎ  
সৃষ্ট হইয়া চতুর্দশ ভুবনাকারে স্থিত । ইহারাই সৰ্বেশ্বর,  
অন্তর্যামী, যোনি, এবং জন্ম স্থিতি লয়াদির কারণ ।

শ্রীরাম ভাপনী শ্রুতি :—

রমন্তে যোগীনোহনন্তে সত্যানন্দে চিদান্বনি ।

ইতি রামপদে নাসৌ পরব্রহ্মাভিধীয়তে ॥

অর্থ :—যোগীগণ যে অনন্ত সত্য স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ  
চিৎস্বরূপ আত্মাতে রমণ করেন তাহার নাম রাম । এই “রাম”  
পদের দ্বারা পরমব্রহ্ম অভিহিত হইয়া থাকেন ।

শ্রীরাম ভাপনী উপনিষৎ :—

যথৈব বটবীজস্থং প্রাকৃতল্ল মহাদ্রুমঃ ।

তথৈব রাম বীজস্থং জগদেতৎ চরাচরম ॥

অর্থ :—যেমন বট বীজে বিরাট বৃক্ষ অবস্থিত থাকে  
সেইরূপ রাম “রাম” বীজে সমগ্র চরাচর জগৎ অবস্থিত  
রহিয়াছেন ।

## শ্রীরাধারাম নাম ঐক্য

**শ্রীরাধারাম নাম প্রতিভা :-**

বধা বীজাত্মকো মন্তো মস্ত্রিনোহতিমুখো ভবেৎ ॥  
 ধর্ম মার্গো চরিত্রেণ জ্ঞান মার্গঞ্চ নামতঃ ॥  
 তথা ধ্যানেন বৈরাগ্যং ঐশ্বর্যং তস্য পূজনাং ॥  
 রাম নাম ভূবিখ্যাতং অভিরামেন বা পুনঃ ।  
 অগ্নি সোমাত্মকং কিঞ্চ রামবীজ প্রতিষ্ঠিতং ॥

অস্যার্থ :- বেক্রপ মন্ত্রগণ বীজাত্মক এবং মন্ত্রীর (উপাস্যের) অভিযুক্ত করিয়া দেয়; সেইরূপ রামবীজ জীবকে শ্রীরাম সম্বন্ধ করিয়া দেয়। বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম এবং শুভাচরণাদি, চরিত্রাদি দ্বারায় উপদিষ্ট হয়। কিন্তু জ্ঞানের মার্গ নাম হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে; অর্থাৎ নাম গ্রহণ বিনা জীব আত্ম স্বরূপ বোধ করিতে পারে না। পূজাদ্বারায় ধ্যান বৈরাগ্য ঐশ্বর্যাদি লাভ হয়। পরন্তু ভুবনে শ্রীরাম নাম বিখ্যাত। ইহা স্বাভাবিক অভিরাম ও সুন্দর। এষ্ট বিশ্ব অগ্নিও সোমাত্মক। ইহা রামবীজে অবস্থিত। “র” অগ্নিবীজ “ম” চন্দ্রবীজ।

**শ্রীরামোপনিষদ্ :-**

রাম এব পরং ব্রহ্ম রাম এব পরং তপঃ ।  
 রাম এব পরং তত্ত্বং শ্রীরাম ব্রহ্মতারকং ॥  
 স্বভূর্জ্যোতির্মরোহনস্তরূপী স্যেনৈব ভাসতে ।  
 জীবত্বেনেদমো সৃষ্টি স্থিতি কেতুর্ল'য়স্যচ ॥

অস্যার্থ :- শ্রীরাম পরব্রহ্ম, পরম তপঃ পর ভব তারক ব্রহ্ম। ইনি স্ব ভূ ও জ্যোতির্ময়, ইনি আপনি প্রকাশিত। অনন্ত

শক্তি সম্পন্ন। ইহাই প্রণবের প্রাণস্বরূপ। কারণ ইহা হইতেই  
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হইতেছে।

ঐরাম তাপনী উপনিষৎ :—

রেফা রুঢ়া মূর্তয়ঃস্ব্যঃ শক্তয়ন্তিস্র এবচ।

অর্থ :—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্ৰ, নিজ নিজ শক্তি সহিত কেবল  
‘স্র’ কে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন।

ঐরাম তাপনী উপনিষৎ :—

রামেতি একাক্ষরং যোগিনঃ সমুপাসতে।

অর্থ :—যোগীগণ একাক্ষর মন্ত্ররাজ “রাম” ইতি পদের  
উপাসনা করেন।

মৰ্ত্তামৰ্ত্তস্য তে ভূরি নাম প্রণামহে বিপ্রাসো জাতবেদসঃ।

অর্থ :—যিনি অমর তাঁহার নাম মরণশীল জীব বারম্বার  
স্মরণ করিলে অগ্নি সম তেজস্বী হয়েন।

যজুৰ্বেদ :—

যস্য নাম মহৎযশঃ

অর্থ :—ঐরাম নাম মহাযশস্বী।

অথৰ্ব বেদ—

ঋপাত্তেনৈব দেবতা দর্শনং করোতি, কলৌ নান্যেষাম্।

অর্থ :—শ্রীরাম নাম জপের দ্বারা শ্রীরাম স্বরূপ দর্শনলাভ হয়; কলিযুগে অন্য সাধনে দর্শন লাভ দুর্লভ ।

ষড়্বেদে :—

রামনাম জপাদৌ মুক্তির্ভবতি :—

রামনাম জপেই মুক্তি হয় ।

ভাল্ল্যেয় ঋতি :—

সর্বানি নামানি যমাবিশস্তি ।

সমস্ত নাম যাহাতে প্রবেশ করে তিনি পরমব্রহ্ম ।

ঋগ্বেদে :—

ওঁ পরব্রহ্ম জ্যোতির্ময়ং নাম উপাস্য মুমুকুভি :—

অর্থ :—মুমুকুগণের উপাস্য পরব্রহ্ম জ্যোতির্ময় নাম ।

সামবেদে :—

ওঁ ইত্যেকাক্ষরং যন্মিন প্রতিষ্ঠিতং

তন্মাম ধ্যেয়ং সংসৃতি পারং ইচ্ছে ।

অস্যার্থ :—ওঁ এই এক্ষর যাহাতে প্রতিষ্ঠিত সংসার পারেচ্ছুগণের তাঁহারই নাম ধ্যেয় ।

শ্রীরাম ভাপনৌ ঋতি :—

এবং ভূতম্ জগদাধার ভূতং রামং বন্দে সচ্চিদানন্দ রূপং ।

অর্থ :—এইরূপ সমস্ত জগতের আধার স্বরূপ সচ্চিদানন্দ “রাম” কে বন্দনা করি ।

**শ্রীরামোপনিষৎ :—**

অকারোকারমকারমর্কমাত্রা সহিতং জপিত্বা যো  
রামচন্দ্রমন্ত্রং জপতে, তস্য শুভ করোহং স্যাম্ ।  
স্বর বেদাঘ্নি—তগাদীন্ উচ্চার্য ন্যাসং কৃৎ প্রণব  
মন্ত্রান্ দ্বিগুণং জপ্তা পশ্চাৎ রামচন্দ্রমাদ্যন্ত প্রণবং  
যো জপতে স রামো ভবেৎ ।

অর্থাৎ—রামচন্দ্রের আদি ও অন্ত প্রণব উচ্চারণ করতঃ  
যিনি রামমন্ত্র জপ করেন তিনি রাম স্বরূপই প্রাপ্ত হইবেন ।  
ইহা রাম বলিয়াছেন । প্রণব “রামের” অঙ্গমন্ত্র ।

**শ্রীরামোত্তর তাপনী উপনিষদ :—**

“ওঁ যো হ বৈ শ্রীরামচন্দ্র স ভগবানদ্বৈত পরমানন্দ আত্মা”

অর্থ :—শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং ভগবান, অদ্বৈত পরমানন্দ  
আত্মা ।

ইতি কৃতি প্রমাণ প্রথম প্রপাঠ—

# দ্বিতীয় অধ্যায় ।

## পুরাণ প্রমাণ ।

নাম চিন্তামণিঃ রাম শ্চৈতন্য পরবিগ্রহঃ ।

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্য মুক্তো নভিন্নো নাম নামিনোঃ ॥

অর্থ :—পদ্মপুরাণে ভগবান শিব পার্বর্তীকে বলিতেছেন ;  
শ্রীরাম নাম চিন্তামণি স্বরূপ, সমস্ত পাপ তাপ নাশকারী ।  
চৈতন্য বিগ্রহ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ স্বপ্রকাশ । পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য  
মুক্ত এবং নামী হইতে অভিন্ন । অতএব নাম ও নামীতে কোন  
ভেদ নাই ।

অতঃ শ্রীরামনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহমিন্দ্রিয়ৈঃ ।

ক্ষুরতি স্বয়মেবৈতৎ জিহ্বাদৌশ্রবণে মুখে ॥

অর্থ :—ব্রহ্ম বস্তু হইতে অভিন্ন বলিয়া শ্রীরামনাম ইন্দ্রিয়া-  
দির অগোচর । তবে ভগবানের জীবের প্রতি অহৈতুক কৃপা-  
বলে ইহা শ্রোণ, মুখ, কণ্ঠ ও হৃদয়াদি স্থানে স্বয়ং প্রকাশিত  
হয়েন ।

রাম্য রামোক্তি রামেতি রমে রামে মনোরমে ।

সহস্র নাম তন্তুলাং রাম নাম বরাননে ॥



অর্থ :—কোন সময় মহাদেব প্রসাদ গ্রহণকালে পার্শ্বতীকে তাঁহার সহিত ভোজন করিতে আহ্বান করেন। পার্শ্বতী সেই সময় :শ্রীহরির সহস্র নাম জপ করিতেছিলেন। পার্শ্বতী শিবকে বলেন যে সহস্র নাম শেষ না করিয়া যাইতে পারিতেছি না। তাহা শুনিয়া ভগবান শিব পার্শ্বতীকে বলেন, হে বরাননে, একবার মাত্র রামনাম উচ্চারণ করিলেই শ্রীহরির সহস্র নাম জপ্ত হয়। আমি স্বয়ং সর্বদা শ্রীরামনামে রমণ করি। সহস্র হরি নামের তুল্য একটি রাম নাম শিব মুখে উপদেশ পাইয়া পার্শ্বতী সৰ্ব্ব শ্রীরামনাম উচ্চারণ করিয়া মহাদেবের সহিত সানন্দে ভোজন করেন।

জপতঃ সর্ববেদাংশ্চ সর্বমন্ত্ৰাংশ্চ পার্শ্বতি ।

তস্মাৎ কোটি গুণং পূণ্যং রাম নামৈব লভ্যতে ॥

অর্থ :—সমস্ত বেদ এবং মন্ত্ৰাদি কোটিবার জপ করিলে যে ফল হয়, শ্রীরাম নাম দ্বারায় তাহার কোটি গুণ ফল লাভ করা যায়।

যে যে প্রয়োগান্ত্রেণ তৈ স্তৈ যৎসাধ্যতে ফলং ।

তৎ সর্বং সিদ্ধিতি ক্ষিপ্ৰং রাম নামৈব কীর্তনাৎ ॥

অর্থ :—হে পার্শ্বতী ! তন্ত্রশাস্ত্রাদিতে সাধন সম্বন্ধে যে সকল প্রয়োগ নির্দিষ্ট আছে সে সকলের অপেক্ষা শ্রীরামনাম কীর্তনের দ্বারা ক্ষিপ্ৰ সিদ্ধি লাভ করা যায়।

ভূত প্রেত পিশাচাশ্চ বেতালশ্চৈতকাদয়ঃ ।

কুস্মাণ্ডা রাক্ষসা ঘোরা ভৈরবা ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ।

শ্রীরামনাম গ্রহণাৎ পলায়ন্তে নশো দিশঃ ॥

অর্থ :—ভূত প্রেত পিশাচ, বেতাল, রাক্ষস ভৈরব, কুম্ভাণ্ডাদি ভূতযোনী শ্রীরামনাম উচ্চারণ মাত্রেই দশ দিকে পলায়ণ করে।

প্রাণ প্রয়াণ সময়ে রাম নাম সৰ্ব্ব স্মরেৎ ।

সভিহা মণ্ডলং ভাগোঃ পরমধামাভিগচ্ছতি ॥

অর্থ :—প্রাণত্যাগ সময়ে একবার মাত্র যিনি রাম নাম স্মরণ করেন তিনি সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া পরমধামে গমন করেন।

অৰ্দ্ধমাত্রে স্থিতৌ শ্রীমৎ সীতারামৌ পরাংপরৌ ।

হাকারেষু ত্রয়ো দেবা বিন্দৌ শক্তিরগুত্তমাম্ ॥

অর্থ :—অৰ্দ্ধ মাত্রারূপ অকার রহিত “র” কার অর্থাৎ ( “” রেফে ) পরব্রহ্ম স্বরূপ সীতারাম স্থিত আছেন। আর “র” শব্দের পবে যে “অ” ( কার ) আছে তাহাতে ব্রহ্ম, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিন দেব অধিষ্ঠিত আছেন। তাহার পর যে “ম্” কার আছে তাহা বিন্দু স্বরূপ, তাহাই আদি শক্তি। ( প্রণব অৰ্দ্ধ মাত্রা ও অ, উ, ম, তিন বর্ণের সমষ্টি )।

অসংখ্য মন্ত্রনাম্নাস্তু বীজং শর্মাঙ্গাদং পরং ।

অনাদৃত্য মহামন্দাঃ সংশক্তাশ্চাণ্য সাধনে ॥

অর্থ :—শ্রী“রাম” শব্দ অসংখ্য মন্ত্রের বীজ এবং পরম সুখের আঙ্গাদ। মন্দমতি জীব এইরূপ রাম নামকে অনাদর করিয়া অন্য সাধনে সংশক্ত হয়।

নাম সাধনের নীতি :—

জপ কালে সদা দেবী নামার্থেচ পরাং পরং ।

চিন্তায়েৎ চেতসা সাক্ষাৎ বুদ্ধ্যা শ্রীরামরূপকম্ ॥

অর্থ :—জপকালে রাম নামার্থ মনন করা উচিত এবং চিত্তকে একাগ্র করিয়া সীতারাম স্বরূপের ধ্যান দ্বারা মনোবৃত্তিকে লীন করা উচিত। এই করিলে স্বল্প কালেই পরমানন্দ অমুভূত হয়। ঐ পদ্মপুরাণে রাম নাম বা হরিনাম সাধনের উপদেশ—

অশনং সম্ভাষণম্ শয়নমেকান্তং খেদ বর্জিতং ।

ভোজনাদি ত্রয়ং স্বল্পং তুরায়ে সংস্থিতিস্তদা ॥

অর্থ :—যিনি নাম সাধন করিবেন তাঁহার নিম্ন লিখিত কয়েকটি নিয়ম প্রতিপালন করা কর্তব্য। যথা :—১। অন্ন অশন এবং শুদ্ধ আহার (রজোগুণী ও তমোগুণী অন্ন গ্রহণ করা উচিত নহে।) ২। অন্ন সম্ভাষণ অর্থাৎ বেশী কথা কহা উচিত নহে। মিতভাষিতা বিশেষ ভাবে অভ্যাস করা উচিত। ৩। অন্ন নিদ্রা, কারণ নিদ্রা তমো গুণের কার্য। ৪। একান্তে নির্জন গৃহে অবস্থিতি। খেদ ও বিবেকপাদি বর্জিত স্থানে অবস্থিতি। অর্থাৎ যে সঙ্গে থাকিলে খেদ ও মনের বিক্ষোভ আশ্রিতে পায়ে সেই সঙ্গ ত্যাগ করা কর্তব্য। ৫। গুণাতীত বুদ্ধির অবস্থার অবস্থিতি। এই অবস্থায় নামানন্দ সেরা লাভ হয়।

সংযমং সর্বদা ধার্য্যং নৈব ত্যক্ত্যং কলাচন।

সংযমাং নাম চিন্মাত্রে প্রীতি সজ্জায়তেহধিকা ॥

অর্থ:—(৫) সর্বদা ইন্দ্রিয় সংযম রক্ষা করিতে হইবে।  
কদাচ সংযম ত্যাগ করা কর্তব্য নহে। যিনি যথার্থ সংযম ধারণ  
করিতে পারেন তিনি অচিরে চিন্ময় স্বরূপ শ্রীরাম নামে  
অধিকতর প্রীতি লাভ করেন।

প্রথমাভ্যাস কালেচ গ্রন্থং নামাঙ্ককং হুধীঃ।

দ্বিয়ামং একযামং বা চিস্তনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥

অর্থ:—(৬) প্রথম নাম সাধন অভ্যাস কালে নামপরঙ্ক  
প্রতিপাদক গ্রন্থ সাবধান চিত্তে দ্বিয়াম, অন্ততঃ এক যাম মনন  
ও বিচার করা বিধেয়। (যাম = প্রহর)

যদা নান্নি লয়ং যাতি চিত্তং ক্লেশ বিবর্জিতং।

তদান চিস্তয়েৎ কিঞ্চিৎ লক্সাহানন্দ মন্দিরং ॥

অর্থ:—উক্তরূপে নাম সাধন করিতে করিতে চিত্ত নামে  
লীন হইয়া যাইবে। নামে চিত্ত লয় হইলেই জীব পরমানন্দ  
অন্ধারে প্রবেশ করে এক তাহার আর কোন চিন্তা থাকে না।  
উক্ত রূপে নাম রটন বা সাধনের দ্বিনি অভ্যাস না করিলে  
তিনি নামের প্রতাপ শীঘ্র অবগত হয়েন না।

তত্বেব পশ্য পুরাণে শ্রীবিষ্ণুর্বিবাক্যং নারদং প্রতি

চিস্তামনি সমং কথ্যং লক্সারৈ ভারতেহমলং।

সংসারেন, পাপনাম যোহাৎস পুণ্যেনি একং ॥

অর্থ :—ঐ পদ্মপুরাণে ব্রহ্মা নারদকে উপদেশ দিতেছেন, চিন্তামনি সম মনুষ্য দেহ ভারতখণ্ডে লাভ করিয়া যিনি রাম নাম স্মরণ না করেন তিনি নিশ্চয়ই মোহ প্রাপ্ত হইয়া পতিত হইবেন ।

মানুষ্যং হুলভং প্রাপ্য সুরৈরপি সমচ্চিতং ।

জপ্তব্যং সাবধানেন রাম নামাখিলেক্ষদং ॥

অর্থ :—দেবহুলভ মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া অখিল ইষ্টদাতা শ্রীরাম নাম সাবধানতাপূর্বক জপ করা কৰ্ত্তব্য ।

শ্রদ্ধাশ্রীনাং মাহাত্ম্যং যথার্থং শ্রুতি পূজিতম্ ।

সৰ্ব্বাশাম্ সংবিহায়াশ্চ স্মৰ্ত্তব্যং সৰ্ব্বদাবুধৈঃ ॥

অর্থ :—শ্রুতি পূজিত সত্য শ্রীরাম নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ পূর্বক সৰ্ব্বাশা ত্যাগ করিয়া নাম স্মরণ করাই বুধগণের কৰ্ত্তব্য ।

বিষ্ণু নারায়নাদিনী নামানি চামিতান্যপি ।

তানি সৰ্ব্বানি দেবর্ষে জাতানি রাম নামতঃ ॥

অর্থ :—হে নারদ ভগবানের বিষ্ণু, নারায়ণ, বাসুদেবাদি অনন্ত নাম আছে তাহারা সকলেই রাম নাম হইতে জাত হইয়াছে ।

শৃণু নারদ সত্যস্তুম্ গুহ্যং গুহ্যতমং মতং ।

রাম নাম সঙ্কল্ জপ্তা যাতি রামানন্দং পরম্ ॥

অর্থ :—হে নারদ আমি তোমায় সত্য করিয়া আমার গুহ্য

হইতে গুহ্যতম মত বলিতেছি :—শ্রীরাম নাম একবার মাত্র উচ্চারণ করিলে জীব পরমপদ প্রাপ্ত হয়।

সৰ্ব্বেষাম্ হরিনাম্নাং বৈ বৈভবং রাম নামতঃ ।

জ্ঞাতং যয়া বিশেষণ তস্মাৎ শ্রীনামসংজপ ॥

অর্থ :—হে নারদ হরিরনাম সকলের যে সকল বৈভব আছে তাহা রাম নাম হইতে জাত হইয়াছে। আমি বিশেষ ভাবে জ্ঞাত হইয়া তোমাকে বলিতেছি। তুমি শ্রীরাম নাম জপ কর।

ক্ষণাৰ্দ্ধং জানকী জাগেৰ্নাম বিশ্বিত্য মানবঃ ।

মহাদোষালয়ং যাতি সত্যং বচ্মি মহামুনে ॥

অর্থ :—ক্ষণাৰ্দ্ধ কাল নাম বিশ্বিত হইলে জীবহৃদয় মহা দোষের আলায় হইয়া উঠে। ইহা পরম সত্য বলিয়া জানিবে।

রাম নাম প্রভাবনে সীতারামং পরশ্বেৰম্ ।

সাক্ষাৎ কারং প্রপশুস্তি রাম নামার্থ চিন্তকাঃ ॥

অর্থ :—রাম নামার্থ চিন্তা করিতে করিতে যিনি রামনাম জপ করেন নাম প্রভাবে তাঁহার পরমেশ্বর সীতারামের সাক্ষাৎ কার লাভ হয়।

তত্রৈব পদ্য পুরাণে নারদং প্রতি সনৎকুমার বাক্যং ।

সৰ্ব্বাপরাধ কৃদপি মুচ্যতে হরি সংশ্রয়ঃ ।

হরৈরপ্যাপরাধান্ যঃ কুর্য্যাৎ বিপদ পাংশনঃ ॥

ঐ পদ্ম পুরাণে নারদকে সনৎ কুমার বলিতেছেন শ্রীহরির শরণাগত হইলে জীব নিম্পাপ এবং সৰ্বাপরাধ মুক্ত হয় বাটে কিন্তু যিনি শ্রীহরির প্রতি অপরাধ করেন বা শ্রীহরির প্রতিকূল আচরণ করেন তিনি কৃতার্থতা বা সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না।

নামাশ্রয়ং কদাচিৎ স্রাৎ তরত্যেব স নামতঃ ।

নাম্নোহি সৰ্ব্ব সুহৃদো হুপরাধাৎ পতত্যধঃ ॥

অর্থ :—কিন্তু ঐরূপ অপরাধীও যদি নামের শরণ গ্রহণ করে বা আশ্রয় লাভ করে তাহা হইলে সে কৃতার্থ হইতে পারে। পরন্তু এই রূপ সৰ্ব্ব সুহৃদ নামের প্রতি যিনি অপযস করেন তাহার অধঃ পতন অবশ্যজ্ঞাবি।

শ্রীনারদ উবাচ :—

কে তে হুপরাধা বিপ্রেন্দ্র নাম্নোঃ ভগবতঃ কৃত।

বিনশ্নন্তি নৃণাং কৃত্যং প্রাকৃতং হানয়ন্তি হি ॥

অর্থ :—শ্রীনারদজী সনৎকুমারকে বলিলেন—হে ব্রহ্মর্ষে ! নাম সত্বকে যে অপরাধের কথা বলিলেন তাহা কি প্রকারের। যে সকল অপরাধ করিলে জীবের সুকৃতির নাশ হয় এবং প্রাকৃত গতি প্রাপ্তি হয়।

শ্রীসনৎকুমারোবাচ :—

সতাং নিন্দা নাম্নঃ প্রথমাপরাধং বিতম্বুতে।

যতঃ খ্যাতিং যাতাং কথম্বুৎসহতে তৎ বিগর্হাৎ ।

শিবস্ত্রীবিষ্ণো যইহ গুণাণামাদি সকলং ।

ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলুহরিণামাহিতকরঃ ॥

• গুরোরবজ্জা শ্রুতি শাস্ত্র নিন্দনম্ ।

তথার্থবাদো হরি নান্নি কল্পনং ।

নান্নো বলাৎ যস্তহি পাপ বৃদ্ধ ।

ন বিচ্যতে তস্ত যমৈর্হি শুদ্ধিঃ ॥

ধর্মব্রত ত্যাগ হুতাদি সর্ব

শুভক্রিয়া সাম্যমপি প্রমাদঃ ।

অশ্রদ্ধধানেহপ্য মুখেপ্য শৃংখতি

যশোচাপদেশং সনামাপরাধঃ ॥

অর্থ :—নারদকে সনৎকুমার নামসম্বন্ধিয় যে দশ বিধ  
অপরাধ আছে তাহা বলিলেন যথা :—

১। সজ্জনের নিন্দা, প্রথম নামাপরাধ, সাধু ভক্ত গণ  
ভগবানের নাম প্রচার করিয়া থাকেন তাঁহাদের নিন্দা নাম  
সহ্য করিতে পারেন না ।

২। শ্রীশিব ভগবানের গুণ নামাদিক যিনি শ্রীবিষ্ণুর নাম  
ঐশ্বর্যাদি হইতে ভিন্ন মনে করেন তিনি নামের নিকট  
অপরাধী ।

৩। শ্রীগুরু দেবকে অবজ্ঞা করা নামাপরাধ ।

৪। বেদ পুরানাদি সৎ সাহিত্যের নিন্দা করা ৪র্থ অপরাধ ।

৫। নামের বৈভব ও মহাত্ম্য অনুমিত্তি যিনি বিশ্বাস করেন  
না বা কেবল রুচি আনিবার জন্য প্রশংসা মাত্র করা হইয়াছে



বলিয়া কল্পনা করেন তিনি নামাপরাধী অর্থাৎ নাম মাহাত্ম্য কেবল অর্থবাদ মাত্র মনে করা কদাচ কর্তব্য নহে।

৬। নাম জপের বল লইয়া পাপাচরণে প্রবৃত্ত হওয়া মহা অপরাধ। এ প্রকার নাম জাপক কখনও শুদ্ধ হন না। এমন কি যমলোকে নরক ভোগাদি করিয়াও শুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন কি সন্দেহ।

৭। ধর্ম, ব্রত, দান, ত্যাগ, তপস্যা ও শুভাচরণ আদি ক্রিয়াকলাপকে নামের সমকক্ষ মনে করা নামাপরাধ।

৮। লোভে বশীভূত হইয়া যিনি নাম উপদেশ করেন, তিনি এবং শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির মুখ হইতে যিনি নামোপদেশ শ্রবণ ও গ্রহণ করেন তাঁহারা উভয়েই অপরাধী।

৯। হিংসা প্রমাদাদি ত্যাগ না করিয়া নাম জপ করা নামাপরাধ।

১০। শ্রী নাম মাহাত্ম্য শুনিয়া যিনি নামে প্রীতি রহিত থাকেন এবং আমি ও আমার এই অহঙ্কার বুদ্ধিতে সদাভিনিবিষ্ট থাকেন তিনিও অপরাধী। নাম অপরাধ প্রধানতঃ এই দশ প্রকার জানিবে।

অপরাধ বিনিমুক্তো পলং নান্নি সমাচর।

নামৈব তব দেবর্ষে সর্বমেষ্যতি নান্যতঃ ॥

হে নারদ অপরাধ বিনিমুক্ত হইয়া শ্রীরাম নাম জপ মাঝেই তোমার সমস্ত সিদ্ধি লাভ হইবে, অন্য সাধনে ঐ রূপ হইবে না।

জ্ঞাতে নামাপরাধেতু প্রমাদেন কথঞ্চন ।

সদা সংকীৰ্ত্তয়ন্মাম তদেব শরণো ভবেৎ ॥

অর্থ :—ভুল বশতঃ যদি নামাপরাধ ঘটয়া যায় তাহা হইলে এ নামেরই শরণাপন্ন হইবে এবং সদা নাম কীর্ত্তনের দ্বারা অপরাধ নষ্ট হইয়া যাইবে ।

নামাপরাধ যুক্তাণাং নামাণ্যেব হরন্ত্যঘঃ ।

অবিশ্রাস্ত প্রযুক্তানি তান্যেবার্থ করানি যৎ ॥

অর্থ :—নাম জপে দ্বারাই নামাপরাধ নষ্ট হয় পরন্তু অবিশ্রাস্তভাবে নাম রটনের প্রয়োজন ।

নামৈকং যশ্চ বাচি স্মরণ পথিগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা

শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যং ।

তদে দেহ দ্রবিন জনতা লোভ পাষণ্ড মধ্যে

নিক্শিপ্তং স্যাৎ নফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র ॥

অর্থ :—হে নারদ শ্রীরাম নাম একক' ত্রাণ করিতে সমর্থ ইহা পরম সত্য । নাম যাহার বাক্য স্মরণ, বা শ্রবণ—গত হইয়াছে তাহার ত্রাণ নিশ্চয় । শুদ্ধভাবে বা অশুদ্ধভাবে প্রযুক্ত হইলেও নাম জীবকে ত্রাণ করে । ইহা পরম সত্য । কিন্তু দেহ, ধন, মান, প্রতিষ্ঠা, জনতা, লোভ, দম্ভ, পাষণ্ডবুদ্ধি, সম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে নিক্শিপ্ত হইলে নাম শীঘ্র ফলদায়ক হয় না । অনেকেই এই কারণে নাম অবলম্বন করা সত্ত্বেও শীঘ্র কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন না । যেমন পাথরের উপর

সহজে দাগ পড়ে না সেই রূপ তাঁহাদের হৃদয়ে নাম প্রবেশ করেন না।

তত্রৈব বশিষ্ঠ বাক্যং শ্রীভরদ্বাজং প্রতি :—

অহো মহামুনে ! লোকে রাম নামাভয়প্রদং  
নিগুণং নির্মলং নিত্যং নির্বিকারং সুধাম্পদং ।  
প্রত্যক্ষং পরমং গুহ্যং সৌশীল্যাদি গুণার্ণবং  
ত্যক্ত্বা মন্দাত্মকা জীবা নানা মার্গানুযায়িণঃ ॥

অর্থ :—বশিষ্ঠ বলিলেন হে মহামুনি ভরদ্বাজ রাম নাম প্রত্যক্ষ অভয়দাতা, গুণাতীত, নির্মল নির্বিকার এবং অমৃতের আম্পদ। সৌশীল্যাদি গুণের সাগর, এবং পরম গুহ্য বস্তু। ইহাকে অনাদর করিয়া মন্দবুদ্ধি জীব নানা মার্গগামী হয়।

যত্রতত্র স্থিতোবাপি সংস্মরেৎ নাম মুক্তিদং  
সর্ব পাপ বিমুক্তাত্মা সগচ্ছেৎ পরমাংগতিং ॥  
মোহানুলো লসজ্জ্বালা, জ্বলল্লোকেশ্ব সর্বদা ।  
শ্রীনামান্তোদধরক্ষায়াম্ প্রবিক্টো নৈব দহতে ॥

অর্থ :—যে কোন স্থানে বসিয়া মুক্তিদাতা নামকে স্মরণ করিলে সমস্ত পাপ তাপ নষ্ট হয় এবং পরম গতি লাভ হয়। মোহরূপ অগ্নিতে সমস্ত সংসার জ্বলিতেছে। ভাগ্যবশে যে জীব শ্রীনামের স্নিগ্ধমেঘছায়াতলে আশ্রয় লাভ করেন তিনি দীপ্ত হন। তিনি মোহাদিজনিত দাহ প্রাপ্ত হন না।

তজ্জৈব অশ্রবঃ প্রতি নারদ বাক্যং—

সকৃৎ উচ্চারয়েৎ বস্তু রাম নাম পরাংপরং

স্বদ্বাস্তঃ করণে ভূত্বা নির্বাণং অধিগচ্ছতি ॥

কীর্তয়ন্ শ্রদ্ধয়া যুক্তো রাম নামাখিলেষ্টদং

পরমানন্দং আপ্নোতি হিত্বা সংসার বন্ধনং ॥

পরাং পব রাম নাম এক বার মাত্র উচ্চারণ করিলে জীব শুদ্ধাস্তকরণ হয় এবং নির্বান পদের অধিকারী হয়। শ্রদ্ধার সহিত যিনি নাম কীর্তন করেন তাঁহার সকল মনোরথ পূর্ণ হয়। তিনি পরমানন্দ প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার সংসার বন্ধন ও ছুটিয়া যায়।

অনন্য গতয়ে মর্ত্যা ভোগিনোপি পরন্তপাঃ

জ্ঞান বৈরাগ্য রহিতা ব্রহ্মচর্যাদি বর্জিতা

সর্বোপায় বিনির্মুক্তা নামমাত্রৈক জল্পকাঃ

জানকী বল্লভস্যাপি ধ্যানি গচ্ছন্তি সাদরং ॥

দুর্লভং যোগীনাং নিত্যং শ্রবণং সাক্ষত সংজ্ঞকং

স্বথ পূর্বং লভেত্তত্নু নাম সংরাধনাং প্রিয়ে ॥

অর্থ :—যিনি রাম নামে অনন্ত ভক্তি লাভ করিয়াছেন তিনি ভোগী হইলেও জ্ঞান বৈরাগ্য ব্রহ্মচর্যাদি রহিত হইলেও রাম নাম উচ্চারণ বলে শ্রীজানকী বল্লভের স্বধামে গমন করিবেন। যোগী জনের দুর্লভ সাক্ষত সংজ্ঞক যে প্রসিদ্ধ পরধাম আছে তাহাই জানকী বল্লভের নিত্যধাম। সম্যক নাম

আরাধনার দ্বারা জীব সেই পরমানন্দ ধাম সুখে লাভ করে ।  
(ভগবান শিব পার্শ্বতীকেও এই উপদেশ করিয়া থাকেন )

তত্রৈব শ্রীকৃষ্ণং বাক্যং অর্জুনং প্রতি :—

অর্জুনোবাচঃ—

ভুক্তি মুক্তি প্রদাননাং সর্বকাম ফলপ্রদ ।

সর্ব সিদ্ধি করানন্ত নমস্তভ্যং জনার্দন ॥

যৎ কৃত্বা শ্রীজগন্নাথ মানবা যান্তি সদগতিং

মমোপরি কৃপাং কৃত্বা তত্ত্বং ক্রহি সুখালয়ং ॥

অর্থ :— ঐ পদ্মপুরাণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ  
দিতেছেন :—

অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন হে ভুক্তি মুক্তিদাতা সর্বকাম  
সিদ্ধিদাতা সুখালয় জনার্দন আপনাকে প্রণাম । মনুষ্য দিব্য-  
ধাম কিরূপে প্রাপ্ত হয় কৃপা করিয়া আমাকে বলুন ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচঃ—

যদি পৃচ্ছসি কোন্তেয় ! সত্যং সত্যং বদাম্যহং ।

লোকানান্ত হিতার্থায় ইহলোকে পরত্রৈচ ॥

রাম নাম সদা পুণ্যং নিত্যং পঠতিমো নরঃ ।

অপুত্রো লভতে পুত্রং সর্বকাম ফল প্রদং

মঙ্গলামি গৃহে তস্য সর্ব সৌখ্যানি ভারত ।

অহোরাত্রং চ যে নোক্তং রাম ইত্যেকম্বহুয়ং ॥

গঙ্গা স্বরস্বতী রেবা যমুনা সিদ্ধ পুষ্করে ।  
 কেদারেভূদকং পীতং রাম ইত্যক্ষরদ্বয়ং ॥  
 অতিথেঃ পোষণং চৈব সর্ববীর্থাবগাহনং ।  
 সর্বং পুণ্যং সমাপ্নোতি রাম নাম প্রসাদতঃ ॥  
 নগঙ্গা নগয়া কাশী নন্দাদা চৈব পুষ্করং ।  
 সদৃশং রাম নাম্নাতু নভবন্তি কদাচন ॥  
 তেন দত্তং হৃতং তপ্তং সদা বিষ্ণু সমর্চিতং ।  
 জিহ্বাগ্রে বর্ততে যস্য রাম ইত্যক্ষর দ্বয়ং ॥  
 সর্বং কৃত্যং কৃতং তেন যেনোক্তং রামনামকং ।  
 প্রায়শ্চিত্তং কৃতং তেন মহাপাতক নাশনং ॥  
 তপ স্তপ্তং চ যে নোক্তং রাম ইত্যক্ষরদ্বয়ং ।  
 চত্বারঃ পঠিতাঃ বেদা সর্বৈ যজ্ঞাশ্চ যাজিতাঃ  
 ত্রিলোকি মোচিতা তেন রাম ইত্যক্ষর দ্বয়ং ॥  
 ভুতলে সর্ব তীর্থানি আসমুদ্রে সরাং শিচ ।  
 সেবিতানি চ যেনোক্তং রাম ইত্যক্ষরদ্বয়ং ॥

অর্থ :—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন

হে অর্জুন তুমি যে প্রশ্নটা করিলে তাহা ইহ ও পর উভয়  
 লোকের পরম হিতকর । আমি যাহা বলি সাবধান পূর্বক  
 শ্রবণ কর ।

রাম নাম পরম পবিত্র সত্য । এ নাম যিনি উচ্চারণ  
 করেন তিনি সর্ব প্রকার সুখ লাভ করেন তাঁহার সকল কামনা

পরিপূর্ণ হয়। অপুত্র হইলে পুত্র লাভ করেন এবং অহোরাত্র এই দুই অক্ষর যিনি উচ্চারণ করেন সমস্ত মঙ্গল তাঁহার গৃহে বিরাজ করে এবং সকল প্রকার সুখ তাঁহার গৃহে বাস করে। যিনি রাম এই দুই অক্ষর উচ্চারণ করেন তিনি গঙ্গা যমুনা স্বরস্বতী রেবা সিন্ধু পুষ্কর কেদার আদি সমস্ত তীর্থের উদক পান করার ফল লাভ করেন। অতিথি সৎকার বা সমস্ত তীর্থাবগাহনাদির পুণ্য রাম নাম প্রসাদে লাভ করেন। গঙ্গা গয়া কাশী নন্দদা ও পুষ্করাদি তীর্থ কেহই রাম নামের সদৃশ মহিমাশালী নহে। নিশ্চয় জানিও যিনি “রাম” এই দুই অক্ষর জিহ্বাগ্রে স্থিত করিয়াছেন তিনি সমস্ত দান, যজ্ঞ, তপস্যা, এবং বিষ্ণু সমর্চন সেবার সমস্ত ফল লাভ করেন। সমস্ত সংকৃত্যের ফল প্রাপ্ত হন। মহাপাতক নাশন প্রায়শ্চিত্ত ও তপস্যাদির ফল প্রাপ্ত হন। এই দুই অক্ষর উচ্চারণের দ্বারা চতুর্বেদ পঠিত হয়। সমস্ত যজ্ঞ যাজিত হয় এবং এই দুই অক্ষর ত্রিলোককে ত্রাণ করে।

অর্জুনোবাচ :—

যদা শ্লেচ্ছময়ী পৃথ্বী ভবিষ্যতি কলৌযুগে

কিং করিষ্যতি লোকোহয়ম্ পতিতো রৌরবালয়ে ॥

অর্জুন প্রশ্ন করিলেন :—হে ভগবান যখন কলৌযুগে সমগ্র পৃথিবী শ্লেচ্ছময়ী হইবে এবং জীবগণ রৌরব নরক গামী হইবে তখন তাহাদিগকে ত্রাণ করিবার কি উপায় থাকিবে ?

শ্রীকৃষ্ণউবাচ :—

ন সন্দেহস্তুরা কার্য্যা ন বক্তব্যং পুনঃ পুনঃ  
পাপী ভবতি ধর্মায়া। রাম নাম প্রভাবতঃ ॥  
ন শ্লেচ্ছ স্পর্শনাং তস্য পাপং ভবতি দেহিনঃ  
তস্মাৎ প্রমুচ্যতে জন্তু বস্মরেৎ রামদ্যক্ষরং ॥  
রামস্তবমধীয়ানঃ শ্রদ্ধাভক্তি সমন্বিতঃ  
কুলাবুতং সমুদ্ধৃত্য রামলোকে মহীয়তে ॥  
রাম নামামৃতং স্রোত্রং সায়ং প্রাতঃপঠেন্নর  
গোম্নঃ স্ত্রী বালঘাতীচ সর্ব পাপৈঃপ্রমুচতে ॥

অর্থ :—

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন :—

হে অর্জুন এইকপ সন্দেহ কবিয়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করা  
কর্তব্য নহে। যেকপ পাপীই হউক রাম নাম প্রভাবে ধর্মায়া  
হইবে শ্লেচ্ছ স্পর্শজনিত পাপ তাহাব হইবে না। আর  
শ্রদ্ধাভক্তি সমন্বিত হইয়া যিনি রামস্তবাদি পাঠ করিবেন তিনি  
অমৃত কুল উদ্ধার করিয়া শেষে রামলোক প্রাপ্ত হইবেন।  
যিনি শ্রীরামনামময় অমৃতস্বকপ স্রোত্রাদি সায়ং প্রাতঃ পাঠ  
করিবেন তিনি গো হত্যা স্ত্রীহত্যা বালহত্যা ইত্যাদি নমস্ত  
পাপ হইতে মুক্ত হইবেন।

তত্রৈব অনন্ত্যবাক্যং শ্রীরামচন্দ্রং প্রতি—

বিশ্বরূপস্য তে রাম বিশ্ব শঙ্কাহি বাচকাঃ ।

তথাপি রাম নামেদং প্রভো। মুখ্যতমং স্মৃতং ॥



অর্থ :—

ঐ পদ্মপুরাণে অগস্ত্য মুনি শ্রীরামচন্দ্রকে বলিতেছেন :—

হে বিশ্বরূপ রাম ! বিশ্বের সমস্ত শব্দই আপনার বাচক  
তথাপি আমার মনে হয় শ্রীরাম নাম মুখ্যতম ।

অর্থ :—

তত্রৈব শ্রীব্যাস বাক্যং বিপ্রং প্রতি :—

রাম নামাংশতো জাতা ব্রহ্মাণ্ডা কোটি কোটিশঃ ।

রাম নাম্নি পরে ধাম্নি সংস্থিতা স্বামিভিঃ সহ ॥

বিশ্বাসঃ স্তুতং নাম্নি কর্তব্যো সাধকোত্তমঃ ।

নিশ্চয়ং হি পরাং সিদ্ধিং শীঘ্রং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম ॥

চিন্তাসৌকাগ্রতা বিপ্রা, নাম্নি কার্য্যা প্রযত্নতঃ ।

বৃত্তি রোধং বিনা হার্দং দুর্লভং মুণিমামপি ॥

অহোভাগ্যং অহোভাগ্যং অহোভাগ্যং পুনঃ পুনঃ

যেষাম্ শ্রীমৎ রঘুভূতং নাম্নি সংজায়তে রতিঃ ॥

ঐ পদ্ম পুরাণে ব্যাসদেব বিপ্রগণকে বলিতেছেন :—

শ্রীরাম নামাংশ হইতে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত হইয়াছে ।

পরধাম শ্রীরাম নামে সদা সংস্থিত । অজ্ঞান ধাম স্ব স্ব  
স্বামির সহ রাম নামে সংস্থিত । হে বিপ্রগণ ! রামনামের  
উত্তম সাধন প্রয়োজন । সর্ববিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহার  
করিয়া স্তুত বিশ্বাসপূর্বক রামনামে চিন্তৈকাগ্রতা লাভ করিলে  
অন্যরাসে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় । যাবৎ রজঃ ও

ভ্রমোত্তপ্ত মিবৃত্ত না হয় তারং মুণিগণও পরমানন্দ অঙ্কুর  
করিতে সমর্থ হন না। আহা বাঁহাদের শ্রীরাম নামে যথার্থ  
রতি জন্মিয়াছে তাঁহারা পরম ভাগ্যবান পরম ভাগ্যবান।

শ্রীশিব বাক্যং শিবানিং প্রতি :—

কামাৎ ক্রোধাৎ ভয়াৎ মোহাৎ মৎসরাদপি যঃ স্ময়েৎ

পরং ব্রহ্মাত্মকং নাম রাম ইত্যঙ্করদ্বয়ং

যেষাম শ্রীরাম নাম্নি পরাপ্রীতিরচঞ্চলা

তেষাম্ সর্বার্থ লাভশ্চ সর্বদাস্তি শৃণু প্রিয়ে ॥

গিরিজ্যে হৃদ্রহ্মতে ধন্যা নাস্তি তৎসদৃশী কচিৎ ।

যস্মাৎ তব মহাপ্রীতি বর্ততে রাম নাম্নি বৈ ॥

সর্বৈহবতারা শ্রীরাম নাম শক্তি সমুদ্ভবাঃ

সত্যং বদামি দেবেশি নাম মহাত্ম্যমদ্ভুতম্ ॥

অর্থ :—

স্কন্দ পুরাণে শিবানীকে শিব বলিতেছেন—কাম, ক্রোধ,  
মোহ, হর্ষ, ঈর্ষাদি পরবশ হইয়াও পরব্রহ্ম বাচক রামনাম স্মরণ  
করিলে জীব কৃতার্থ হয়। বিস্তৃত চিন্ময় রাম নামে বাঁহার  
প্রীতি অচলা তাহার সর্বদা সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হয়। হে  
দেবেশী তুমি ধন্যা যেহেতু রামনামে বাঁহার প্রীতি অচলা তাহার  
সর্বদা সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হয়। হে দেবেশী তুমি ধন্যা যেহেতু  
রামনামে তোমার অপার প্রীতি। শ্রীরামনামের বৈভব অধিক  
কি বলিব। ভগবানের সমস্ত অবতার নামশক্তি হইতে উদ্ভূত  
ইহা সত্য জানিও।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ :—

জয়স্বরঘুনন্দন রাম চন্দ্র,  
 প্রপন্ন দানার্তি হরাধিলেশ ।  
 বাঞ্ছামহে নাম নিরাময়ং সদা  
 প্রদেহি ভগবন্ কৃপয়া কৃপালো ॥  
 তন্মাম সংকীৰ্ত্তনতো নিশাচরা ।  
 দেবন্তি ভূতা ন্যপযান্তি চারয় ।  
 নাশং তথা সংপ্রতি যান্তি রাজন ।  
 ততঃপরং ধাম প্রযাতি সাক্ষাৎ ॥  
 সুখপ্রদং রামনাম মনোহরং  
 যুগাক্ষরং ভীতিহরং শিবাকরং  
 বশাক্ষরং ধর্ম্যকরং গুণাকরং  
 বচোবরং মে হৃদয়েহস্ত্র সাদরং ॥

অর্থ :—ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ধর্ম্যরাজ শ্রীরামচন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন । হে রামচন্দ্র! আপনার জয় হউক । আপনি প্রপন্ন, দীনের আর্তিহারি অধিলেশ্বর । আমার সবিনয় প্রার্থনা আপনি আমাদিগকে আপনার নিরাময় রাম নাম দান করুন । আপনার নাম বধায় কীর্ত্তিত হয় তথা হইতে সমস্ত ভূত প্রেত রাক্ষসাদি পলায়ন করে । আপনার শ্রীরাম নাম অতিশয় সুখপ্রদ, মনোহর, সর্বভীতিহারি মঙ্গল-ময়, বশাক্ষর, সর্বগুণাকর । আমার প্রার্থনা এই যে পরম অক্ষর ছয় হৃদয়ে নিবাস করে ।

তত্রৈব :—

রাম নাম প্রভাদিব্যাবেদবেদান্ত পারগাঃ

যেষাং স্বাস্তে সদাভাতিতে পূজ্যা ভুবনত্রয়ে ॥

অর্থ :—শ্রীরাম নামের প্রভাব পরম দিব্য। বেদ বেদ-  
স্তের পারগামী। যাঁহার হৃদয়ে রামনাম প্রকাশিত হয় তিনি  
ত্রিভুবন পূজিত হয়েন।

বিষ্ণুপুরাণ :—

ব্যাস বাক্যং শুকং প্রতি :—

অবশেহপি, যন্মানি কীর্তিতে সর্বপাতকৈ :—

সদ্য পাপাং বিমুচ্যন্তে সিংহস্তস্তা যুগাইব ॥

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞে ত্রেতায়াং দ্বাপরেহর্চয়ন্

যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ শ্রীরাম কীর্তনাং ॥

অর্থ :—বিষ্ণুপুরাণে ব্যাস শুকদেবকে বলিতেছেন :—কলি  
যুগে অবশে অবজায়ও রাম নাম কীর্তন করিলে জীব সর্বপাপ  
মুক্ত হয়। বস্তুতঃ সিংহ ত্রস্ত যুগের ত্রায় পাপ আপনি পলায়ন  
করে।

সত্যযুগে ধ্যানের দ্বারায় জীব কৃতকৃত্যহয়েন, ত্রেতায়াং যজ্ঞ-  
কর্ত্তানের দ্বারা এবং দ্বাপর যুগে ভগবানের অর্চনা দ্বারা কৃত  
কৃত্য হয় পরন্তু কলিযুগে কেবল রাম নাম কীর্তনের দ্বারা জীব  
ঐ কল লাভ করে।

তত্রৈব শ্রীসনৎ কুমার বাক্যং বশিষ্ঠং প্রতি

প্রসঙ্গেনাপি শ্রীরাম নাম নিত্যং বদন্তি যে ।

তে কৃতার্থা মুণিশ্চেষ্ট সর্বদোষোদগতা সদা ॥

দৃষ্টং শ্রুতং ময়া সর্বং যৎকিঞ্চিৎ সারমুত্তমম্ । •

পরন্তু রাম নামৈক বৈভবং তু পরাং পরম ॥

অর্থ :—ঐ বিষ্ণুপুরাণে সনৎ কুমার বশিষ্ঠকে বলিতেছেন ।  
প্রসঙ্গক্রমে রাম নাম উচ্চারণ করিলে জীব কৃতার্থ এবং পাপ  
রহিত হয় । আমি সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া যাহা উত্তম সার বস্তু  
বলিয়া বুঝিয়াছি তাহা শ্রীরাম নাম । ইহার বৈভব সর্বশ্রেষ্ঠ ।

তত্রৈব বিরিঞ্চি বাক্য মরীচিঃ প্রতি :—

কেচিৎ যজ্ঞাদিকং কৰ্ম্ম কেচিৎ জ্ঞানাদিসাধনং ।

কুৰ্ব্বন্তি নাম বিজ্ঞান বিহীনা মানবা ভুবি ॥

তত্র যোগরতা কেচিৎ কেচিৎ ধ্যান বিমোহিতাঃ

জপৈ কেচিত্তু ক্লিশ্যন্তি নৈব জানন্তি তারকং ॥

অহংচ শঙ্করো বিষ্ণু স্তথা সৰ্বেদিবৌকসঃ

রাম নাম প্রভাবেন সংপ্রাপ্তা সিদ্ধিমুত্তমাম্ ॥

নির্ব্বৰ্ণং রাম নামেদং বর্ণানাং কারণং পরং

যে স্মরন্তি সদা ভক্তা তে পূজ্যাস্থবনত্রয়ে ॥

অর্থ :—ঐ বিষ্ণু পুরাণে ব্রহ্মা মরীচিঋষিকে বলিতেছেন  
কেহ যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম কেহ জ্ঞানাদি সাধন লইয়া ব্যস্ত ।  
পরন্তু তাঁহারা রামনাম বিজ্ঞান অবগত নহেন । নামের প্রভাব  
অবগত নহেন বলিয়াই তাঁহারা ঐ সকল সাধনে রত । কেহ

যোগ রত কেহ ধ্যান মোহিত কেহ বা জপ ক্লিষ্ট, কিন্তু কোন্ বস্তু যে তারক তাহা অবগত নহেন। আমি মহাদেব এবং বিষ্ণু ভগবান তথা সমস্ত দেবতাগণ শ্রীরাম নাম প্রভাব দ্বারা সমস্ত উত্তমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি ও হইয়াছেন রাম নাম নির্ব্বর্ন অর্থাৎ কেবল মাত্র অর্দ্ধমাত্রা ( ' ) রেফ ও (ং) বিন্দু রূপ মাত্র। সমস্ত বর্ণের পরম কারণ। ভক্তি পূর্ব্বক এট রাম নাম জপ করিলে জীব ত্রিভুবন পূজিত হয়।

ভবিষ্যন্তর পুরাণ :—

শ্রীনারায়ণ বাক্যং লক্ষ্মাঃ প্রতি :—

ভজস্ব কমলে নিত্যং নাম সর্ব্বেষা পূজিতং  
 রামেতি মধুরং সাক্ষাৎ ময়া সংকীর্ত্যতে হৃদি ।  
 রামা নামাত্মকং গ্রন্থ শ্রবনাং প্রাণবল্লভে  
 শুদ্ধান্তঃকরণে ভূত্বা সগচ্ছেৎ রাম সমিধিঃ ।  
 জীবাঃ কলিযুগে ঘোরা রামপাদ পরান্মুখাঃ  
 ভবিষ্যন্তি প্রিয়ে সত্যং রাম নাম বিনিন্দিকা ।  
 গমিষ্যন্তি ছুরাচারা নিরয়ে নাত্র সংশয়ঃ ।  
 কথং স্মৃথং ভবেদেবী রাম নাম বহির্মুখে ।  
 সর্ব্বোবাং সাধনাং বৈ শ্রীনামোচ্চারণং পরম,  
 বদন্তি বেদ মণ্ডজ্ঞা নিমগ্না জ্ঞান সাগরে ।  
 যৎ প্রভাবাৎ ময়া নিত্যং পরমানন্দ দায়কং  
 রূপং রস ময়ং দিব্যং দৃষ্টং শ্রীজানকী পতেঃ ।

ভবিষ্যোত্তর পুরাণে শ্রীনারায়ণ লক্ষ্মী দেবীকে বলিতেছেন:—  
 হে কমলে শ্রীরাম নাম ভজন কর এই নাম সমস্ত জীবের কর্তৃক  
 পূজিত এবং অতীব মধুর। আমি সর্বদা হৃদয়ে কীর্তন করিয়া  
 থাকি। শ্রীরামাত্মক গ্রন্থ পাঠে হৃদয় শুদ্ধ হয় এবং জীব ভগবৎ  
 সান্নিধ্য লাভ করে। কলির জীব মহামলিন। রাম পাদ  
 পরাঙ্মুখ এবং রাম নাম নিন্দক এই রূপ ছুরাচারী অবশ্যই  
 নরক গামী হইবে। রাম নাম বিমুখ জীব কখনই সুখ লাভ  
 করে না। সাধন সকলের মধ্যে নাম উচ্চারণই শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান  
 নিমগ্ন বেদজ্ঞদিগের ইহাই মত। আমি রাম নাম প্রভাবে সেই  
 নিত্য নিরঞ্জন দিব্য রস স্বরূপ জানকী পতিকে দর্শন কবিয়া  
 থাকি।

তত্রৈব নারদ বাক্যং ভরদ্বাজং প্রতি :—

যোগাদি সাধনে ক্লেশং দুস্তরং সর্বথা যুনে

অথ সৌলভ্য সন্মার্গ সংগচ্ছেৎনাম সংস্মরণ্।

অনায়াসেন সর্বস্বং তুল্লভং যুনিসত্তম।

প্রভাবাৎ রাম নাম্নাস্তু লভতে রূপমদ্রুতং।

ঐ পুরাণে শ্রীনারদ ভরদ্বাজ মুণিকে বলিতেছেন যোগাদি  
 সাধন ক্লেশকর ও দুস্তর। নাম স্মরণ সুলভ সং মার্গ। ইহা  
 দ্বারা অনায়াসে তুল্লভ সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ভগবানের  
 দিব্যরূপ সাক্ষাৎ করা হয়।

শ্রীনারদীয় পুরাণ

সুত বাক্যং শৌনকং প্রতি :—

ভয়ং ভয়ানাং অপহারিণী স্থিতে  
 পরাং পরেনান্নি প্রকাশ সংপ্রদে  
 যুগ্মিণ স্মৃতে জন্ম শতোদৃভবানি  
 ভয়ানি পাপানিচ যাস্তি তাত ॥  
 আয়াসঃ স্মরণে কোহস্তি স্মৃতৌ যচ্ছতি শোভনঃ  
 পাপ ক্ষয়শ্চ ভবতি স্মরতাং তদহর্নিশাং  
 প্রাতঃনিশি তথা সন্ধ্যা মধ্যাহ্নাদিষু সংস্মরণ্  
 ক্রীমৎ রামাং সমাপ্নোতি সত্ত্ব পাপক্ষয়ো নরঃ ॥  
 রাম সংস্মরণাং শীঘ্রং সমস্ত ক্লেশ সংক্ষয়ং  
 মুক্তিং প্রযাতি বিপ্রেন্দ্র তস্য বিদ্বো ন বাধতে ॥

নারদীয় পুৰানে স্মৃত শৌনাককে বলিতেছেন :—

অর্থ :—কীরাম নাম ভয় সমুহের ভয় দায়ক । স্বয়ং  
 প্রকাশ পরাংপর, বস্তু, স্মরণে শত জন্মের পাপ নাশ হয়, স্মরণে  
 কোন বিশেষ শ্রম নাই তথা অনন্ত প্রকার লাভ আছে । অহ-  
 নিশি স্মরণে সমস্ত পাপই ক্ষয় হয় । প্রাতে, রাত্রিতে, মধ্যাহ্নে,  
 সায়াং কালে, যে কোন সময়ে নাম স্মরণে পাপ ক্ষয় ও ক্লেশ  
 ক্ষয় হইয়া থাকে পরে মুক্তলাভ হয় এবং কোন বিষয় বাধিতে  
 পারে না ।

তত্রৈব ক্রীনারদ বাক্যং ব্যাসং প্রতি :—

সৰ্ব্বেষাম্ সাধনানাংচ সংদৃষ্টং বৈভবং ময়া  
 পরন্তু নাম মাহাত্ম্যং কলাং নাইস্তি যোড়শীম্



ভবতাপি পরিজ্ঞাতং সৰ্ব্ব বেদার্থ সংগ্রহম্  
নাম্ন পরং কচিৎ তত্ত্বং দৃষ্টং সত্যং বদন্তবৈ ॥

এই পুরাণে নারদ ব্যাসকে বলিলেন :—

হে ব্যাস আমি সৰ্ব্বপ্রকার সাধনের বৈভব অবগত আছি  
কিন্তু কেহই নামের ষোড়শ ভাগের সমান নহে। আপনিও  
সমস্ত বেদ পবিজ্ঞাত আছেন। নাম হইতে শ্রেষ্ঠ যদি কিছু  
পাইয়া থাকেন বলুন।

বহু ধাপি ময়া পূৰ্ব্বং কৃতং যত্ত্বং মহামুণে  
নৈব প্রাপ্তং পরানন্দ সাগরং জন্ম কোটিভিঃ  
যাবচ্ছী রাম নাম্নস্ত প্রভাবং বৈ পরাং পরং  
নোভ্যস্তং হৃদয়ে ব্রহ্মণ তাবমানার্থ নিশ্চয়ং ॥

নারদ পুনরায় বলিলেন। হে ব্যাস পরানন্দ প্রাপ্তির জন্ম  
আমি বহু প্রযত্ন করিয়াছি। পবন্তু যত দিন না শ্রীরাম নাম  
অভ্যস্ত হইয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে ততদিন পরানন্দ প্রাপ্ত  
হই নাই এবং নানাবিধ সাধন লইয়াছিলাম।

শিব পুরাণ :—

সীতয়া সহিতং রাম নাম জাপ্যং প্রযত্নতঃ  
ইদমেব পরং প্রেম কারণং সংশয়ংবিনা।  
সকৃৎ উচ্চারণাদেব মুক্তিং আয়াতি নিশ্চিতং  
নজানেহহং শতাদীনাং ফলং বেদৈরগোচরং ॥

শিব পুরাণে নারদের প্রতি শিব বাক্য: —

অর্থ :—প্রযত্ন পূর্বক সীতাসহিত রাম নাম জপ করা কৰ্তব্য ! পরাভক্তি ও প্রেমের ইহাট নিশ্চয় কারণ । একবার মাত্র উচ্চারণে মুক্তি লাভ হয় । আর শত সহস্র উচ্চারণে যে ফল হয় তাহা বেদেরও অগোচর ।

যন্মাম সততং ধ্যাত্বা ২ বিনাশিত্বং পরং মুনে

প্রাপ্তং নান্নৈব সত্যং চ সগোপ্যং কথিতং ময়া ।

• অর্থ :—হে নারদ তোমায় গৃহ্য কথা বলিতেছি—  
শ্রীরাম নাম সতত ধ্যান বলে আমি অবিনাশী পদ প্রাপ্ত  
হইয়াছি ।

তত্রৈব :—

শ্রীরাম নাম সকলেশ্বরমাদিদেবং

ধন্য জনা ভূবিতলে সততং স্মরন্তি

তেষাম ভবেৎ পরমং মুক্তি প্রযত্নভঃ তথা

শ্রীরাম নাম ভক্তি রচনা বিমলা প্রসাদদা ॥

অর্থ :—অখিলেশ্বর রাম নাম যিনি জপ করেন তিনি ভূমি-  
তলে ধন্য এবং পরম মুক্তির অধিকারী । তথাচ অবিচলা  
বিমলা প্রসন্নতা দায়িনী পরাভক্তি প্রাপ্ত হয়েন ।

রাম নাম সদা সেব্যং জপরূপেন নারদ

কর্ণাঙ্কং নাম সংহীনং কালং কালান্তি দুঃখদং ॥

অর্থ :—রাম নাম সদা সেব্য জপ রূপে । নাম রহিত  
কর্ণাঙ্ক কালও অতি দুঃখ দায়ক ।

শ্রীমদ্ভাগবত :—

শুকদেব বাক্যং পরিক্ষিতং প্রতি :—

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্মাম বিবশো গৃনন ।

ততো সাদ্যো—বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্ ।

কলিং সভাজয়ত্যাৰ্য্যা গুনজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ

যত্র সংকীৰ্ত্তনেনৈব সৰ্বস্বার্থা-ভিলভ্যতে ॥

শুক দেব পরিক্ষীত্বে বলিতেছেন :—“ঘোর সংসার দুঃখে পতিত হইয়া বিবশ অবস্থায়ও যে রাম নাম উচ্চারণ করে, তাহার শীঘ্র সমস্ত ক্লেশ দূর হয়। এই নামকে স্বয়ং ভয়ও ভয় করে। কলি যুগের এই প্রশংসা যে কেবল নাম উচ্চারণের দ্বারা সমস্ত সুখ ও স্বার্থ লাভ হয়। ইহা মহাত্মা সারগ্রাহী গণ সৰ্ব্বদা বলিয়া থাকেন।

অজ্ঞানাং অথ বা জ্ঞানাং উত্তম শ্লোক নাম যৎ

সংকীৰ্ত্তিতং অঘং পুংসাং দহত্যেধো—যথানলঃ ।

ব্রহ্মহা পিতৃহাগোহ্নো মাতৃহা চার্যহা ঘবান—

শ্বাদঃ পুষ্কসকোবাপি শুদ্ধৈরন্ যশ্চ কীৰ্ত্তনাং ॥

নাতঃ পরং কৰ্ম্ম বিবন্ধ কৃষ্ণনম্

মুমুক্ষতাং তীর্থ পদানুকীৰ্ত্তনাং—

নতং পুনঃ কৰ্ম্মসু সজ্জতমনো

রজন্তুমোভ্যাম্ কলিলং পরম্ যথা ॥

সীতারাম নাম বৈভব

এবং ব্রতঃ সপ্রিয় নাম কীর্ত্যা ।

জাতানুরাগো ব্রত চিত্ত উচ্চেঃ

হস্ত্যথো রোদিতি রৌতি গায়

তুণ্মাদ বৎ নৃত্যতি লোক বাহু ॥

শুকদেব পরীক্ষিতকে বলিতেছেন :—

কলিযুগের বিশেষত্ব এই যে কলিকালে ভগবানের নাম উচ্চারণ দ্বারা সর্বার্থ লাভ হয় । অজ্ঞানে উত্তম শ্লোকঃ রাম-নাম স্মরণ করিলে পাপ সকল প্রনষ্ট হয়, যেমন অগ্নি শুষ্ক পত্রাদিকে জ্বালাইয়া ভস্মসাৎ করে । ব্রহ্মঘাতী, পিতৃঘাতী, মাতৃঘাতী ও গোঘাতী পাপ রহিত হয় । চণ্ডাল পুঙ্কসাদি মহা নীচ জাতিও নামের প্রভাবে শুদ্ধ হয় । কীর্তনের তুল্য কৰ্ম বন্ধন কাটাইবার সামর্থ্য কাহারও নাই । ইহাতে মন নিৰ্ম্মল হয়, রজঃ ও তম গুণ নষ্ট হয় । প্রেম লক্ষণাভক্তি জীব প্রাপ্ত হয় । সেই জাতানুরাগ ব্যক্তির লক্ষণ বলিতেছি শুন । তিনি কখন হাসিতে থাকেন, কখন কাঁদিয়া উঠেন, কখন উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে থাকেন, এবং কখনও উন্মাদের স্থায় নৰ্ভনাদি করেন এবং লোক লোকাচারের বহির্ভূত হয়েন ।

তত্রৈব ৭—

যথাগদং বীৰ্য্যতমং উপযুক্তং বদুচ্ছয়া ।

অজানতো আত্ম গুণং কুর্য্যাৎ মন্ত্রোপ্যদাহতঃ ॥

অর্থঃ—যেমন কোন শক্তিমান ঔষধি (সুরা, বিষাদি) আপনা আপনিই ফল উৎপাদন করে সেইরূপ অজ্ঞাত অবস্থায়

বা জ্ঞান বিনা রাম নাম গ্রহণ করিলে আপনাআপনি সংসার  
হুঃখ মিটিয়া যায় ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ :—

শ্রীব্যাস বাক্যং শিষ্যান্ প্রতি :—

ধৰ্ম্মান শেষ সংশুদ্ধান্ সেবন্তে যে দ্বিজোত্তমাঃ  
তেভ্যোহনন্ত গুণং প্রোক্তং শ্রেষ্ঠং শ্রীনাম কীর্তনম্ ।  
যস্যানুগ্রহতো নিত্যং পরমানন্দ সাগরং  
রূপং শ্রীরাম চন্দ্রস্য স্নলভং ভবতি ক্রবং ॥  
বেদানাং সার সিদ্ধান্তং সৰ্ব্ব-সৌখ্যক কারণম্  
রাম নাম পরম ব্রহ্ম সৰ্ব্বেষাম্ প্রেমদায়কং ॥  
তস্মাৎ সৰ্ব্বাশ্বনা রাম নাম মঙ্গল্য কারণং  
ভজধ্বং সাবধানেন ত্যক্ত্বা সৰ্ব্বদুরাগ্রহান্ ॥  
নিত্যং নৈমিত্তিকং সৰ্ব্বং কৃতং তেন মহাশ্বনা  
যেন ধ্যাতে পরম প্রাপ্যং নাম নির্বান দায়কং ॥  
জিহ্বা স্পৃধাময়ী তস্য যস্য নামায়ুতে রুচিঃ ।  
কৃতকৃত্য স এব স্যাৎ সৰ্ব্ব দৌষৈক দাহকঃ ॥

অর্থ :—ব্যাস শিষ্য দিগকে বলিতেছেন :—

শুদ্ধ ব্রাহ্মণ গণ ধৰ্ম্মাদি সেবা করিয়া যে ফল লাভ করেন,  
তাহা হইতে রামনাম কীর্তন, অনন্ত গুণ ফল দায়ক । শ্রীরাম  
নামের অনুগ্রহে জীবের পরমানন্দ সাগর শ্রীরামরূপ সাক্ষাৎ  
হয় । রাম নাম বেদের সার সিদ্ধান্ত সৰ্ব্ব সুখের কারণ

এবং সহজ প্রেমদায়ক অতএব হে শিশুগণ মঙ্গল ময় রাম নাম সাবধানে ভজন কর। বৃথা বাদবিবাদ ত্যাগ কর। যিনি ঐ রূপ করেন তিনি নৈমিত্ত্যাকাদি শুভাচরণের পুণ্য লাভ করেন। তিনি কৃতকৃত্য ও সর্ব দোষ দাহক। রাম নামায়ুতে যাঁহার কুচি হইয়াছে তাঁহার জিহ্বা সুধাময়ী।

তত্রৈব ব্যাস বাক্যং স্মৃতং প্রতি :—

রাম নাম পরং গূহ্যং সর্ব-বেদান্ত বন্দিতং  
যে রসজ্ঞা মহাত্মনঃ তেজানন্তিপরেশ্বরম।  
নাম স্মরণনিষ্ঠানাম্ নিব্বিকল্পৈক চেতসাং  
কি দুর্লভং ত্রিলোকেষু তেষাং সত্যং বদাম্যহম ॥  
অজ্ঞান প্রভবং সর্বং জগৎ স্বাবর জঙ্গমং  
রাম নাম প্রভাবেন বিনাশং জায়তে ধ্রুবং ॥  
ভজস্ব সততং নাম জিহ্বায়াম্ শ্রদ্ধয়া সহ।  
স্বল্পকেনৈব কালেন মহামোদঃ প্রজায়তে ॥  
ধন্যং কুল বরং তস্য যস্মিন শ্রীরাম তৎপরঃ  
জায়তে সত্য সংকল্প পুত্র শ্রীশেষু বল্লভঃ ॥

অর্থ :—ঐ পুরাণে শ্রীশ্রুতের প্রতি ব্যাস বাক্য :—

রাম নাম শ্রীভগবানের মহাগূহ্য নাম। সর্ব বেদান্ত বর্ণিত, রসজ্ঞ মহাত্মাগণ এই নাম পরেশ্বরের বিজ্ঞান অবগত আছেন। নাম স্মরণ নিষ্ঠ বিকল্পাদি রহিত চিন্তসম্পন্ন মহাত্মার ত্রিলোকের কোন বস্তুই অপ্রাপ্য নাই। স্বাবর জঙ্গমাদি বিচিত্র যে

সৃষ্টি দৃষ্ট হইতেছে তাহা অজ্ঞান প্রসূত । রাম নামের প্রভাবে  
সেই অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, এবং সর্বত্র পরিপূর্ণ  
পরম ব্রহ্মের দৃষ্টি লাভ হয় । যিনি শ্রদ্ধাসহ রাম নাম ভজন  
করেন তিনি অল্প কালের মধ্যেই পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়েন ।  
শ্রীরাম তৎপর পুত্র যে কুলে জন্মগ্রহণ করে সে কুলধন্য কারণ  
সেই পুত্রই সত্য সংকল্প এবং শ্রীভগবানের প্রিয় কৃপা পাত্র ।

গুরুড় পূরণ :—

শ্রীবিষ্ণু বাক্যং বৈনতেয় প্রতি :—

শ্রীরাম রাম রামেতি যে বদন্ত্যপি পাপিনঃ

পাপ কোটী সহস্রেভ্যঃ তেষাং সন্তরণং ধ্রুবং ॥

কলৌ সংকীৰ্ত্তনাদেব সৰ্ব্ব পাপং বিমোহতি ।

তস্মাৎ শ্রীরাম নামস্তু কার্য্যং সংকীৰ্ত্তনং বরং ॥

অর্থ :—যিনি শ্রীরাম রাম রাম ইতি জপ করেন, তিনি  
সহস্র কোটী পাপ হইতে মুক্ত হন । কলিযুগ নামের যুগ ।  
নাম কীর্ত্তনের দ্বারাই সর্ব পাপ ইহ যুগে বিনষ্ট হয় । অতএব  
শ্রীরাম নাম কীর্ত্তন, জীব মাত্রেরই কর্তব্য ।

অগ্নি পূরণ :—

শ্রীমহাদেব বাক্যং দুৰ্ব্বাসসং প্রতি

নভয়ং যম দূতানাং নভয়ং রৌরবা দিকং

নভয়ং প্রেত রাজশ্চ শ্রীমন্নামানু কীর্ত্তনাৎ ।

যশ্চ পরাহ্নে পূৰ্ব্বাহ্নে মধ্যাহ্নে চ তথা নিশি

কায়েন, মনসা বাপি কৃতং পাপং ছুরাত্মনা ॥

পরং ব্রহ্ম পরম ধাম পবিত্রং পরমঞ্চযং  
 রাম নাম জপাৎ শীঘ্রং বিনষ্টং ভবতি ধ্রুবং ॥  
 ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ স্ত্রী শূদ্রাদ্যাঃ স্তথাস্ত্যজাঃ  
 যত্র কুত্রোন্ম কুর্বন্তি রাম নামানু কীর্তনং

অর্থ :—অগ্নি পূরণে মহাদেব ছুর্বাষা ঋষিকে বলিতেছেন  
 রাম নাম কীর্তনে যম ছুতাদি তথা রৌবব নরকাদির ভয়  
 থাকে না। প্রাতে মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে অথবা রাত্রিকালে ছুরায়া  
 জীব যে পাপ সঞ্চয় করে পবিত্র পরম প্রভাবশালী পরম উদার  
 শ্রীরাম নাম স্মরণে সে সকল বিনষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য  
 শূদ্র তথা অস্থায় অস্থ্যজ জাতি, যথা তথা এনাম কীর্তন করিতে  
 পারেন।

তত্রৈব প্রহ্লাদ বাক্যং বালানু প্রতি :—

যং প্রভাবাৎ অহং সাক্ষাৎ তিত্ত্বা ঘোর ভয়ার্গবং ।  
 অনায়াসেন বাল্যোপি তস্মাৎ শ্রীনাম কীর্তনং ॥  
 কর্তব্যং সাবধানেন ত্যক্তা সর্ব্ব ছুরাগ্রহং ।  
 সাধনান্যং বিহায়াশ্চ বদ্ধা বৈরসামান্ননি ॥  
 যদুজন্যং শয়ন্ তিষ্ঠন্ গচ্ছন বৈজাগ্রতি স্থিতো ।  
 কৃতবানু পাপ মদ্যাহং কায়েন মনসা গিরা ॥  
 যং স্বপ্নং অপিয়ং স্মুলং কুযোনি নরাকাবহং ।  
 তং যাত প্রশমং সর্ব্বং রাম নামানু কীর্তনাৎ ॥



ক্রিয়া কলাপহীনোবা সংযুতোবা বিশেষতঃ

রাম নামানিশং কুর্ব্বন কীর্ত্তনংমুচ্যতে ভয়াৎ ॥

যদীচ্ছৎ পরমা শ্রীতং পরমানন্দদায়িনীং

তদা শ্রীরাম ভদ্রস্য কার্য্যং নামানুকীৰ্ত্তনং ॥

অর্থ :—ঐ পুরাণে প্রহ্লাদ বালকদিগকে বলিতেছেন :—

হে দৈত্য বালকগণ আমি অতি বাল্য বয়সে রাম নামের প্রভাবে পিতার কোপ এবং ভয়ানক ভয় সমুদ্র হইতে উদ্ধীর্ণ হইয়াছি তোমরা অত্ৰ সমস্ত দুরাগ্রহ সাধনাদি ত্যাগ করিয়া শ্রীরাম নাম তৎপর হও। ভোজন করিতে বসিতে উঠিতে, চলিতে চলিতে জাগ্রত শয়ন কালে মন কায় ও বাক্য দ্বারা যে সকল পাপ অমুষ্ঠিত হয় রাম নামের প্রতাপে তাহা নষ্ট হয়। অল্প বা অধিক যে সকল পাপ কুযোনি সঞ্জাত বলিয়া মহা ঘেরি নরকে জীবকে নিপাতিত করে রাম নাম কীর্ত্তনের দ্বারা তাহারা সমস্ত উপশম প্রাপ্ত হয়। বেদোক্ত আচার শীল ব্যক্তিই হউন অথবা সদাচার বর্জিত হউন, রাম নাম কীর্ত্তন করিলে জন্ম মরণাদির ভয় হইতে রক্ষা পাইবেন। যদি পরমানন্দ দায়িনী, পর প্রীতি লাভের ইচ্ছা থাকে তবে শ্রীরাম ভদ্রের নাম কীর্ত্তন কর।

ব্রহ্ম বৈবৰ্ত্ত্য পুরাণ :—

শিব বাক্যং নারদং প্রতি :—

স্বস্তং ব্রাহ্মণং অত্যন্তং কামতো বা সুরাং পিবন্ ।

রাম রামেত্যহো রাত্রং সংকীৰ্ত্ত্য শুচিতামিষ্যাৎ ॥

অপি বিশ্বাস ঘাতীচ তথা ব্রাহ্মণ নিন্দকঃ ।

কীর্ত্তয়েৎ রাম নামানি পাপৈব পরিভূয়তে ॥

অর্থঃ—ব্রহ্ম বৈবর্ত্য পুরাণে শিব নারদকে বলিতেছেন, অতি নীচ ছুরাশয় ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বধ ও সুরা পানাদি জনিত পাপ অহোরাত্র রাম রামেতি উচ্চারণ দ্বারা নষ্ট করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারে । বিশ্বাসঘাতী ব্রাহ্মণ নিন্দুক অধম ব্যক্তিও রাম নাম কীর্ত্তন দ্বারা পাপ সাগর পার হইয়া যায় ।

তত্রৈব শ্রীনারদ বাক্যং অম্বরীষং প্রতি :—

ব্রজন তিষ্ঠন্ শয়ন যত্র শঙ্খংবাক্য প্রপূর্ণকে ।

শ্রীরাম নাম সংকীৰ্ত্ত্য ভক্তিব্যুক্তঃ পরং ব্রজেৎ ॥

কথঞ্চিৎ নাম সংকীৰ্ত্ত্য ভক্ত্যা বা ভক্তি বর্জিতঃ ।

দহতে পৰ্ব্ব পাপানি যুগান্তাগ্নিরিবোধিতঃ ॥

জন্মান্তর সহশ্ৰৈশ্চ কোটী জন্মান্তরেষু যৎ ।

রাম নাম প্রভাবেন পাপং নির্ঘাতি তৎক্ষণাৎ ॥

অভক্ষ্য ভক্ষণাৎ পাপমগম্যাগমনাঞ্চ যৎ ।

নশ্বতে নাত্রসন্দেহো রাম নাম জপাম্ প ॥

অম্বরীষ মহাভাগ পুণু মদ্বচনং পরং ।

সর্বোপদ্রব নাশায় কুরু শ্রীরাম কীর্ত্তন ॥

তাবৎ তিষ্ঠতি দেহেহস্মিন কাল কল্মষ সম্ভবং ।

শ্রীরাম কীর্ত্তণং যাবৎ কুরুতে মানবো নহি ॥

যস্য স্মৃত্য চ নামোক্তা তপো যজ্ঞ ক্রিয়াদিষু ।  
 নুনং সম্পূর্ণতাং যাতি সদ্যে বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥  
 আধয়ো ব্যাধয়ো যস্য স্মরণাৎ নাম কীর্তনাৎ ।  
 শীত্ৰং বৈ নাশমাযান্তি তন্ম বন্দে পুরুষোত্তমং ॥  
 শ্রীরামেভ্যুক্ত মাত্রেণ হেলয়া কুল বর্দ্ধনং ।  
 পাপৌঘং বিলয়ং দত্তমশ্রোত্রিয়ে যথা ॥  
 গবামযুতকোটীনাং কন্যানামযুতায়ুতৈঃ ।  
 তীর্থকোটি সহস্রাণাং ফলং শ্রীনাম কীর্তনং ॥  
 রাম নামেতি সদ্ভক্ত্যা যেন গীতং মহাত্মনা ।  
 তেনৈব চ কৃতং সর্বং কৃত্যং দ্বৈসংশয়ং বিনা ॥  
 বসন্তি যানি তীর্থানি পাবনানি মহীতলে ।  
 তানি সর্বানো নাম্নোক্ত কলাং নাইন্তি ষোড়শীং ॥  
 রাম নাম সমং চান্যৎ সাধনং প্রবদন্তিযে ।  
 তে চণ্ডাল সমাঃ সর্বৈ সদা রৌরব বাসিনঃ ॥  
 রাম নাম স্বয়ং দিব্যং যে জানন্তি সমদরাৎ ।  
 তে কৃতার্থাঃ কলৌ রাজন সত্যসত্যং বদাম্যহং ॥  
 দৃষ্টং নামাত্মকং বিশ্বং মমা বিজ্ঞান চক্ষুষা ।  
 আত্মনো গোচরাতীতং নির্বিকল্পং প্রমোদকং ॥

নারদ মহারাজ অম্বরীষকে বলিতেছেন :—“চলিতে,  
 বসিতে, বলিতে, খাইতে পান করিতে, শুইতে যে স্নেহ সহিত  
 রাম নাম উচ্চারণ করে সে পরম ধামে গমন করে । স্নেহ-

রহিত বা স্নেহ সহিত যে কোন প্রকারে উচ্চারিত হইলে যুগান্তরাগ্নির জ্বায়ে জন্ম জন্মান্তরের পাপ রাম নাম নাশ করে। কোটী জন্মের পাপ হউক বা অসংখ্য জন্মের পাপ হউক শ্রীরাম নাম প্রত্যাপে নিঃসংশয়ে নাশ প্রাপ্ত হয়। রাম নাম একবার মাত্র উচ্চারণ করিয়া যদি জীব পুনরায় পাপ না করে তাহা হইলে মোক্ষ লাভ করিতে পারে। অভক্ষ্য ভক্ষণ, অগম্যা গমন জনিত পাপ সকল রাম নাম উচ্চারণে নিঃসন্দেহে নষ্ট হয়। হে মহাভাগ অমরীষ আমার শ্রেষ্ঠ বচন শুন। শ্রীরাম নাম অবলম্বন কর। কলি জনিত পাপ তাপ ততক্ষণ থাকে যতক্ষণ না জীব শ্রীরাম নাম না অবলম্বন করে। যজ্ঞ, দান, তপস্তাদিতে যে ন্যূনতা বা অঙ্গহানি থাকে, তাহা শ্রীরাম নাম উচ্চারণ দ্বারা সম্পূর্ণ নয়। মানসিক পীড়া বা শারীরিক পীড়া সকল শীঘ্র বিনষ্ট হয়। আমি সেই পুরুষোত্তমকে বন্দনা করি। যিনি অবহেলা করিয়াও রাম নাম অবলম্বন করেন তিনিও সর্ব পাপ মুক্ত হয়েন। অনন্তকোটি গোদান কন্যাদান তীর্থ স্নান এবং অগ্ন্যাগ্নি স্মৃতি সকল নাম উচ্চারণের সমান নহে। ভাব ভক্তি সহিত যিনি নাম গ্রহণ করেন তিনি সমস্ত শুভাচরণের ফল লাভ করেন। তাহার সমস্ত কৃত্য সম্পন্ন হইয়াছে। রাম নামের সমান অগ্ন্যাগ্নি সাধনকে যাহারা বর্ণনা করেন তাহারা চণ্ডাল সম, রৌরব নরক-বাসী। যাহারা সাদরে গ্রহণ করেন এবং ইহার অভিপ্রায় ও প্রত্যাপ জ্ঞাত হন তাহারাই কলিযুগে কৃতার্থ। ইহা পরম সত্য বলিয়া জানিবে। আমি বিজ্ঞান

নেত্রের দ্বারা এই সমগ্র বিশ্ব, রামনামময় দেখিতেছি ।  
 ইহা বুদ্ধি বাক্য গোচর নহে । এই রাম নাম সর্বদা  
 নিৰ্বিকল্প এবং মহা প্রমোদদায়ক ।

ব্রহ্ম পুরাণ :—

ব্রহ্মা বাক্যং নারদং প্রতি :—

ইদং এবহি মাঙ্গল্যং এতদেবং ধনাগমঃ ।  
 জীবিতস্য ফলং চৈব রাম নামানু কৌতুহলং ॥  
 প্রমাদাৎ অপি সংস্পৃষ্টা যথা নল কণোদহেৎ  
 তথোষ্ঠ পুট সংস্পৃষ্টং রাম নাম দহেদঘং ॥  
 হত্যা যুতং পান সহস্র মুগ্ধং  
 গুৰ্বঙ্গণা কোটী নিষেবগঞ্চ  
 স্তেনান্য সংখ্যানি চপাত কানি  
 শ্রীরাম নাম্না নিহতানি সদ্য  
 বিক্ৰিকারঃ নিরালম্ব্যং নিৰ্বেষরঞ্চ নিরঞ্জনং  
 ভজশ্রীরাম নামেদং সৰ্বৈশ্বর্য প্রকাশকং ।  
 শ্রদ্ধা যো শ্রীরাম নাম্নোস্তু প্রভাবং বৈপরাংপরং  
 সত্যং যো নাভিজানাতি দ্রষ্টব্য তন্মুখং নহি ।  
 বিজ্ঞানং পরমং গুহ্যং ইদমেব মহামুনে  
 বাহুংবাভ্যন্তরং নাম সততং চিন্তনং বরং

ব্রহ্ম পুরাণে ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন :—

অর্থ :—শ্রীরাম নাম উচ্চারণই পরম মঙ্গল, পরম ধনাগম এবং জীবনের পরম ফল। যেমন ভুলক্রমে অগ্নিকণিকা যাহাকে স্পর্শ করে তাহাকে দগ্ধ করিতে ছাড়ে না সেইরূপ শ্রীরাম নাম রসনা স্পর্শ করিলে পাপ নাশ না করিয়া ছাড়ে না। অযুত হত্যা, মদ্যপান, গুরুপত্নী গমনাদি চৌর্যাদি প্রভৃতি অসংখ্য পাপ শ্রীরাম নাম উচ্চারণ হইতে নষ্ট হয়। এই রামনাম সদা নির্বিকার, শুদ্ধ, মায়াতীত, অজাতশত্রু এবং নির্মল সর্বেশ্বর প্রকাশক। অতএব ইহাকে ভজন করা কর্তব্য। শ্রীরাম নামের পরাৎপর প্রভাব শ্রবণ করিয়াও যিনি অন্তরের সহিত ইহাকে ভজিতে চাহেন না সেইরূপ নীচ অপরাধীর মুখ দেখাও কর্তব্য নহে। হে মুনীশ্বর! অন্তরে এবং বাহিরে সতত রাম নাম চিন্তন ও উচ্চারণই পরম গুহ্য নিজ্ঞান বলিয়া জানিবে।

কুর্শ্ম পুরাণঃ :—

শ্রীশঙ্কর বাক্যং শিবাং প্রতিঃ :—

গোপ্যং গোপ্যতমং ভদ্রে সর্বস্বং জীবনং মম

শ্রীরাম নাম সর্বেশং অদ্বুতং ভুক্তি মুক্তিদং।

জপস্ব সততং রাম নাম সর্বেশ্বর প্রিয়ং

নিয়ামকানাম্ সর্বেষাম্, কারণং প্রেরকং পরম্।

রাম নামৈব সন্ধিষ্ঠে সত্যং বচ্মি বরাননে

সমাহিতেন মনসা কীর্ত্তনীয়ং সদা বুধৈঃ।

রাম নামত্মকং তত্ত্বং সতাং জীবান্তরং মহৎ

নিন্দিতঃ সর্বলোকেষু রাম নাম বহিঃস্মৃথঃ ।

লৌকিকী বৈদিকী পাপা ক্রিয়া সর্বার্থ সাধিকা

তাভ্যঃ কোট্যৰ্ব্বদ গুণং শ্রেষ্ঠং শ্রীরাম কীর্তনং ।

ধিক্ কৃতং ত্বম্ অহং মন্যে সততং প্রাণবল্লভে

যজ্জিহ্বায়েন শ্রীরাম নাম সংরাজতে সদা ।

কৃষ্ণ পুরাণে মহাদেব পার্বতীকে বলিতেছেন :—

রাম নাম গোপ্য হইতে গোপ্যতম । আমার সর্বস্ব এবং জীবন স্বরূপ । জীবের ভক্তি মুক্তি দাতা । হে প্রিয়ে ! সকল ঈশ্বরের পরম প্রিয় সেই রাম নাম জপ কর । ইনি সকল কারণের পরম কারণ এবং প্রেরক । সমাহিত হইয়া সকল বিবেকী ব্যক্তিরই শ্রীরাম নাম উচ্চারণ করা কর্তব্য । সাধু সন্তের জীবন । শ্রীরাম বিমুখ সকল লোকই নিন্দিত । লোক লোকাচার অথবা বেদ আদি শাস্ত্রে যে সকল ক্রিয়া ও ফল সিদ্ধির কথা আছে তাহা হইতে রাম নামের প্রভাব কোটী অৰ্ব্বদ গুণ অধিক । হে প্রাণবল্লভে ! যে পাপ জিহ্বাতে রাম নাম বিরাজমান নাই তাহাকে সকলই ধিকার দেয় ।

বামন পুরাণঃ :—

শ্রীবামন বাক্যং মুনীন্ প্রতিঃ :—

অর্ঘোষা বজ্রপাতাঘা হন্যে দুর্নীতি সন্তবাঃ

স্মরণাৎ রামভদ্রস্য সত্ত্বো যাতি ক্লয়ং ক্লণাৎ

শৃগ্যান্তি যে ভক্তিপরা মনুষ্যাঃ ।

সংকীৰ্ত্যমানং ভগবন্তং উগ্রং ।

তে মুক্তাঃ পাপা স্তথিনো ভবন্তি ।

যথামৃত প্রাশনঃ তর্পিতাস্ত ॥

পরদাররতো বাপী পরাপকৃত কারকঃ ।

সংশুদ্ধো মুক্তিমায়াতি রাম নামনু কীর্তনাৎ ॥

অপবিত্রো পবিত্রোবা সর্বাবস্থায় গতোপিবা

য স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যভ্যন্তরং শুচিঃ

শ্রীবামন মহামুনিদের বলিতেছেন :—

অর্থ :—পাপ সমূহ তথা বজ্রপাত, দ্বঃভিক্ষাদি পীড়া রাম নাম স্মরণে শীঘ্র নষ্ট হয় । যিনি স্বীয় মুখে রাম নাম উচ্চারণ ও কীর্তন করেন অথবা অন্য কাহারও মুখে শ্রবণ করেন, তিনি অমৃতপানে যেরূপ প্রাণ তৃপ্ত হয় সেইরূপ সব পাপ রহিত হইয়া সুখী হয়েন । পরনারী ভোগরত ও পরাপ-কারক মহানীচ জীবও শ্রীরাম নাম কীর্তনের দ্বারা সংশুদ্ধ হইয়া মুক্তি লাভ করিতে পারে । অপবিত্র হউক বা পবিত্র হউক অথবা সর্ব অবস্থায় পতিত হউক রাজীবলোচন ভগবানের নাম স্মরণের দ্বারা ভিতর ও বাহির শুদ্ধ হইয়া যায় ।

গৎস্তু পূরাণঃ :—

সর্বেষাম্ রাম মন্ত্রনাম্ শ্রেষ্ঠং শ্রীতারকং পরং ।

ষড়ক্ষরং মনুং সাক্ষাৎ তথা যুগ্মাক্ষরং বরং ॥



যেন ধ্যাতং শ্রুতং গীতং রাম নামেষ্টদং মহৎ ॥

কৃতং তেনৈব সৎকৃত্যং বেদোহিতমথশ্রুতং ॥

ধ্যয়ং জ্ঞেয়ং পরম পেয়ং রামানামাক্ষরং মুনৈ ।

সর্বসিদ্ধান্ত সারেদং সৌখ্য সৌভাগ্য কারণং ॥

নামৈব পরমং জ্ঞানং ধ্যানং যোগং তথা রতিং ।

বিজ্ঞানং পরমং গুহ্যং রাম নামৈব কেবলং ॥

রামস্মরণ নিষ্ঠনাম্ নাম স্মৃত্য মহাঘবান ।

মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যঃ বাঞ্ছিতার্থঞ্চ বিন্দতি ॥

অর্থ :—রাম মন্ত্ৰের মধ্যে পরম শ্রেষ্ঠ শ্রীরাম তারক ষড়ঙ্কর মন্ত্ৰ । ইনি সর্বাভিষ্ঠ প্রদ । যিনি রাম নাম ধ্যান, শ্রবণ, গান করেন তাঁহার সমস্ত কামনা সফল হয় তথা সমস্ত সৎকৃত্য অনুষ্ঠিত হয় । ইহাই ধ্যেয় জ্ঞেয় এবং পরম পেয় । সর্বসিদ্ধান্তের সার সকল সৌখ্য ও সৌভাগ্য দায়ক । শ্রীরাম নামই পরম জ্ঞান, পরম যোগ, পরম ধ্যান, পরম রতি এবং পরম বিজ্ঞান ও পরম গুহ্যবস্তু । রাম নামে বাঁহার দৃঢ় প্রতীতি তাঁহাকে স্মরণ করিলে মহাপাপী ও পুণ্যাত্মা হয় এবং বাঞ্ছিত ফল লাভ করে ।

বরাহ পুরাণঃ :—

শ্রীশিব বাক্যং শিবাং প্রতি :—

দৈবাৎ শূকর শাবকেণ নিহতো

গ্লেছে জরা জর্জরো—

হারামেন হতোস্মি ভূমি পতিতো  
 জল্ল্যং স্তনুং তক্তবান্ ॥  
 তীর্ণো গোম্পাদবৎ ভবান্নব মহো  
 নাম্ন প্রভাবৎ অহো  
 কিং চিত্রং যদি রাম নাম রসিকাঃ  
 তে যাস্তি রামম্পদং ।  
 ধ্যেয়ং নিত্যং অনন্য প্রেম রসিকৈং পেয়ং সদা সাদরং  
 জ্ঞেয়ং জ্ঞান রতাত্মভিষ্চ সৃজনৈ সম্যক ক্রিয়া শান্তয়ে  
 শ্রীমৎ রাম পরেশ নাম স্তভগং সৰ্ব্বাধিপং শশ্বদং  
 সৰ্ব্বেষাম স্তহদং সুরা সুরনুতং হানন্দকন্দং পরম্  
 নিরপেক্ষং সদা স্বচ্ছং সৰ্ব্বসম্পত্তি সাধকং  
 ভজঙ্কং রাম নামেদং মহামাঙ্গলিকং পরং  
 করুণা বারিধিং নাম ছপরাধ নিরারকং  
 তস্মিন্ প্রীতির্নঃ যেযাম্ বৈ তে মহাপাপীনঃ নরাঃ ॥

মহাদেব মহাদেবীকে বলিতেছেন :—

অর্থ :—রাম নামের প্রভাব শ্রবণ কর—এক মহাপাপী  
 স্নেহ কোন অরণ্যে যায়। প্রারন্ধ যোগে এক বহু  
 বরাহ শাবক তাহাকে আক্রমণ করে সে পতিত হইবার  
 সময় আমাকে “হারাম মারিল” বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ  
 করিল তাহাতে সে ভবসাগর হইতে ত্রাণ প্রায়। শ্রীরাম  
 নামের এমনই প্রবল প্রতাপ জানিবে। যিনি অনুরাগ

সহিত এই নাম গ্রহণ করেন তিনি যে রাম ধামে যাইবেন তাহার কি আশ্চর্য্য আছে। রাম নাম অনন্ত অমুরাগের সহিত ধ্যেয়, পেয়, এবং জ্ঞান রত সৃজনের জ্যেয়। রাম নাম ভজনে সমস্ত সংসৃতিপ্রদ কৰ্ম্ম নাশ হয়। রাম নাম পরেশ্বর, পরম সুন্দর, সকলের স্বামী, সকলের সুখদায়ক সুস্থ্য, সুরাসুর বন্দিত পরম আনন্দকন্দ স্বরূপ। এই মহামঙ্গলরূপ সৰ্ব্ব সম্পতি সাধক নিরপেক্ষ সদাস্বচ্ছ রাম নামকে ভজন কর। ইনি করুণার বারিধি, সমস্ত অপরাধ নিবারক। ইহাতে যাহার প্রীতি নাই তাহাকে মহাপাপী জানিবে।

লিঙ্গ পূরণঃ :—

সুত বাক্যং শৌনকং প্রতিঃ :—

রাম নামানিশং ভক্ত্যা প্রজপ্তব্যং প্রযত্নতঃ

নাতঃ পরতরোপায়ো দৃশ্যতে শ্রুতে মুনে ।

অর্থ :—সর্বদা ভক্তি পূর্ব্বক প্রযত্ন সহকারে রাম নাম জপ করা কর্তব্য হে মুনি ইহা ভিন্ন অন্য কোন ও উপায় দৃষ্ট বা শ্রুত হয় না ।

তত্রৈব—

শ্রীমহাদেব বাক্যং পার্শ্বতীং প্রতি :—

বৃথানাং বদনং ব্রীড়াং যেষাম্ নায়াতি সত্ত্বরং

হিত্বা শ্রীরাম নামেদং তে নরা পশবঃ স্মৃতাঃ ।

ন জানে কিং ফলং ব্রহ্মনু জায়তে নাম কীর্তনাৎ  
জানাতি তৎ শিব সাক্ষাৎ রামানুগ্রহতো মুনে ।  
অহো নামামৃতালাপী জনা সর্বার্থ সাধকঃ  
ধন্যাৎ ধন্যোতমো নিত্যং সত্যং সত্যং বদাম্যহং ।  
রাম নাম্না জগৎ সর্বং ভাষিতং সর্বদা দ্বিজ  
প্রভাবং পরতরং তস্য বচনাগোচরং মুনে ।  
অলং যোগাদি সংক্লেশৈর্জ্ঞান বিজ্ঞানসাধনৈঃ ।  
বর্তমানে দয়া সিন্ধৌ রাম নামেশ্বরে মুনে ॥  
রামাৎ পরতরং নাস্তি সর্বৈশ্বর মনাময়ং ,  
তস্মাৎ তৎনাম সংলাপে যত্নং কুরুমম প্রিয়ে ॥

চণ্ডালাদি জন্তু নাম অধিকারোস্তিবল্লভে ।  
শ্রীরাম নাম মন্ত্রেহগ্নিনু সত্যং সত্যং সদা শিবে ॥  
যত প্রভাব লবকাং গতঃ শিবো ।  
শিবপদ স্তভগং যদ বাপ্তং যদ বাপ্তং ॥  
তৎ রতিং বিরহিতা কিল জীবা ।  
যান্তি কষ্টং অতুলং যম সাদরং ॥  
সাকারাৎ অগুণাৎ চাপি রাম নাম পরং প্রিয়ে ।  
গোপ্যাৎ গোপ্যতরং বস্তু রূপয়া সৎ প্রকাশিতং ॥  
স্মৰ্তব্যং তৎ সদা রাম নাম নির্বাপন দায়কং ।  
কর্ণাঙ্কং অপি বিস্মৃত্য যাতি দুঃখালয়ং জনঃ ॥

মহাদেব পার্শ্বতীকে বলিতেছেন :—

অর্থ :—বৃথা আলাপ করিয়া যে মনুষ্য দিন অতিবাহিত করে সে অতি অধম পশু। শ্রীরাম নাম ত্যাগ করিয়া একরূপ বৃথা আলাপে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। রাম নাম উচ্চারণে যে কি ফল হয় তাহা শ্রীরাম অমুগ্রহে শ্রীমহাদেবই অগত আছেন। নামামৃত জাপক সর্বার্থসাধক এবং ধন্য হইতে ধন্য। শ্রীরাম নাম হইতে সমস্ত বিশ্ব প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রভাব বচনের অগোচর। যোগ জ্ঞান বিজ্ঞানাদি সাধন উত্তম বটে : কিন্তু করুণাসাগর রাম নাম বর্তমান থাকিতে তাহাদের কাহারও প্রয়োজনীয়তা থাকে না। রাম নাম স্বয়ং পরমেশ্বর। অতএব হে প্রিয়ে রাম নাম জপে যত্ন কর। শ্রীরাম নাম রূপ ও মন্ত্রে চণ্ডালাদির ও অধিকার আছে। হে পার্শ্বতী আমি যে অমর শিবহু লাভ করিয়াছি তাহা শ্রীরামনামশক্তি লেশ হইতেই জানিবে। এইরূপ প্রভাবশালী রাম নামে বাহার রতি নাই তিনি অতুল কষ্ট এবং নরকাদি ভোগ করিবেন। হে প্রিয়ে সাকার নিরাকার দ্বিবিধ ঈশ্বর স্বরূপেরই প্রকাশক কিন্তু তাহা হইতে ও পর শ্রীরাম নাম। ইহা গুপ্ত হইতেও গুপ্তকথা আমি তোমার নিকট কৃপা করিয়া প্রকাশ করিলাম। এই নির্বাক দায়ক রাম নাম সর্বদা স্মরণ যোগ্য। ঋণার্ক বিশ্বরণে জীব দুঃখালয়ে পতিত হয়।

বিষ্ণু পুরাণ :—

ব্যাস বাক্যং :—

বিষ্ণু রেকৈ ক নামানি সর্ব্ব বেদাধিকং মতং  
 ত্বাদৃক নাম সহস্রৈশ্চ রাম নাম সতাং মতং ।  
 শ্রীরামেতি পরং নাম রামস্যেব সনাতনং ।  
 সহস্র নাম সদৃশং বিষ্ণো নারায়ণস্ত চ ॥  
 রামনাম্নঃ পরং কিঞ্চিৎতদ্বৎ বেদে স্মৃতিষ্বপি ।  
 সংহিতাষু পুরাণেষু নৈব তন্ত্রেষু বিদ্যতে ॥  
 নাম্নঃ রামস্য যে তদ্বৎ পরং প্রাহ কুবুদ্ধয়ঃ ।  
 রাক্ষসা স্তান্ বিজানিয়াৎ ব্রজেয়ুর্নরকংক্রবম ॥  
 যৎজিহ্বা রঘুনাথস্য নাম কীর্তনং আদরাৎ ।  
 করোতি বিপরীতায়া কসীনো রসনা সমা ॥  
 রামেতি নাম যচ্ছ্রুত্রে বিশ্রান্তাজ্জপিতোযদি ।  
 করোতি পাপ সংদাহং তুলবহ্নি কণো যথা ॥  
 তাবৎ গর্জ্জতি পাপানি ব্রহ্মহত্যা শতানী চ ।  
 যাবৎ রামং রসনয়া ন গৃহ্নাতিতী দুর্মতিঃ ॥

ব্যাস বাক্যং :—

অর্থ :—বিষ্ণু পুরাণে বলা হইয়াছে শ্রীবিষ্ণুর প্রত্যেক নাম  
 বেদ হইতেও শ্রেষ্ঠ সেই বিষ্ণুনামের সহস্রগুণ ফল দায়ক শ্রীরাম  
 নাম । ইহাই বিষ্ণুর সর্ব্বোপরিস্থিত নাম । ইহা বিষ্ণু নারায়ণার  
 অনন্ত নামের সমান । শ্রীরাম নাম বেদ, স্মৃতি, পুরাণের তত্ত্ব

বলিয়াই জানিবে এবং ইহার পর বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, সংহিতা, তন্ত্রে আর কোন তত্ত্বই নাই। রাম নামের পর আর কিছু আছে যাঁহারা বলেন তাঁহারা নিশ্চয়ই কুবুদ্ধি সম্পন্ন, তাহাদের রাক্ষস বলিয়া জানিবে এবং তাহারা নরকবাসী হইবে। যে রসনায় রাম নাম উচ্চারণ করে তাহাই অমৃতময়ী এবং রাম নাম রহিত জিহ্বা বিষধারী বলিয়াই জানিবে। অনিচ্ছিত ভাবেও কর্ণে রাম নাম প্রবেশ করিলে সমস্ত পাপ তুলাকে বহ্নিকণা দন্ধ করিবার ন্যায় দন্ধ করে। ব্রহ্ম হত্যা ইত্যাদি শত শত পাপ ততক্ষণ গর্জন করে যতক্ষণ না মুঢ়মতি জীব রাম নাম গ্রহণ করে।

( ইতি পুরাণ ভাগ সমাপ্ত )

---

# তৃতীয় প্রপাঠ

উপ পুরাণ

বায়ু পুরাণ :—

বায়ু পুরাণে শ্রীশিব বাক্যং নারদং প্রতি ।

মহতস্তপসোমূলং প্রসবং পুণ্যসমুত্তমং ।

জীবিতস্য ফলং স্বাহু সদা শ্রীরাম কীর্তনং ॥

শ্রীরাম নাম সামর্থ্যং বৈভবং সৌর্য্যবিক্রমং ।

ন বক্তুং কোহপি শক্নোতি সত্যং সত্যং চ নারদ ॥

সততং রাম রামেতি যন্তু কীর্তয়তে সদা।

গুরুতল্লগতেনাপি সদ্য এব প্রমুচ্যতে ॥

যাতন। যমলোকেষু তাবদেব ভবেন্ গাম্ ।

যাবন্ন ভজতে প্রীত্যা রামনাম পরাৎপরং ॥

সর্ব্বেষাং অবতারাণাং কারণং পরমাদ্বিতম্ ।

শ্রীমদ রামেতি নামৈব কথাতে সন্তিরন্বহম্ ॥

যত্রযত্র সমুদ্বারো দৃশ্যতে শ্রয়তেহথবা ।

তৎসর্ব্বং রামনাম্নৈব সত্যংসত্যং বচো মম ॥

রামনামাত্মিকা বাণী শ্রোতব্য্য সর্ব্বদা বুধৈঃ ।

তত্ত্বদ। নানার্থ বচ্ছদান্ বাদবিভ্রান্তি মণ্ডিতান্ ॥

অস্ত্যর্থ। বায়ু পুরাণে নারদের প্রতি শ্রীশিব বাক্য :—



শ্রীরাম নাম মহাতপস্কার মূল এবং সমস্ত স্মৃতিসমুত্তির জন্মদাতা ও জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ফল। শ্রীরাম নামের সামর্থ্য শৌর্য্য বিক্রম কেহই বলিতে পারে না। যিনি সতত শ্রীরাম নাম কীর্ত্তন করেন তিনি শতবার গুরুপত্নি গমন জনিত পাপ হইতে মুক্ত হইবেন। ততক্ষণ জীবকে যমলোক যাতনা দেয় যতক্ষণ না স্নেহসহিত শ্রীরাম নাম স্মরণ ও কীর্ত্তন করে। সমস্ত অবতারের কারণ শ্রীরাম নাম; ইহা শিষ্ট মুখ্যের সিদ্ধান্ত। যথা যথা জীবের উদ্ধার শুনিতে বা দেখিতে পাওয়া যায় তথা তথা দেখিবে শ্রীরাম নামই উদ্ধারের কারণ। শ্রীরাম নামময়ী স্বামী বৃদ্ধগণের সর্বদা শ্রোতব্য। নানা বাদ-বিবাদ বিভ্রান্তি মণ্ডিত কথায় সময় অতিবাহিত করা কর্তব্য নহে।

নৃসিংহ পুরাণ :—

নৃসিংহ পুরাণে :—

রাম রামেতি রামেতি সততং সংস্মরন্তি যে ।

ত এব ব্রহ্মভাস্মাকং ঈশ্বরীণাং চ নারদ ॥

নির্বিকারং নিরালম্বং নিবৈরং চ নিরঞ্জনম্ ।

ভজশ্রীরাম নামেদং সর্বৈশ্বর প্রকাশকম্ ॥

শ্রদ্ধা শ্রীরাম নামস্ত প্রভাবং বৈপরাং পরম ।

সত্যং যো নাভি জানাতি দ্রষ্টব্যং তন্মুখ নহি ॥

বিজ্ঞানং পরমং গুহ্যং ইদমেব মহা মুণে ।

বাছাভ্যন্তর নাম সততং চিন্তনং বরং ॥

সর্বসাং চিত্তবৃত্তীণাং নিরোধং জায়তে ধ্রুব ।

রাম নাম প্রভাবেন জপব্যং সাবধানতঃ ॥

মরকাযে নরানাচা জীবন্তোপি মৃতোপমাঃ ।

তেষামপি ভবেন্মুক্তি রামনামানুকীৰ্তনাৎ ॥

অস্যার্থ । হে নারদ :—

শ্রীরাম নাম যিনি সতত স্মরণ করেন তিনি আমাদের এবং ঈশ্বরগণের পরম প্রিয়পাত্র । শ্রীরাম নাম নির্বিবকার স্বতন্ত্র নিরঞ্জন এবং বৈররহিত । শ্রীরাম নাম সর্বৈশ্বরের প্রকাশক । যিনি শ্রবণ করিয়া ও শ্রীরাম নাম মহাত্ম্য স্বীকার করেন না তাহার মুখ দর্শন করা উচিত নহে । শ্রীরাম নাম পরম গোপ্য এবং বিজ্ঞানের সার । সতত অন্তরে এবং বাহিরে স্মরণ করাই উৎকৃষ্ট পরমার্থ ! শ্রীরাম নাম জপের প্রভাবে সমস্ত চিত্ত বৃত্তি (প্রমান, বিপর্যায় বিকল্পন নিদ্রা স্মৃতি) নিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ শ্রীরাম নাম জপের দ্বারা মন সমাধি প্রাপ্ত হয় । যে সকল নারকী নীচ জীব জীবিত থাকিয়াও মৃতের ন্যায় গন্ত, শ্রীরাম নাম কীর্তনের প্রভাবে তাহাদের ও মুক্তি হয় ।

তত্রৈব শ্রীপ্রহ্লাদ বাক্যং পিতরং প্রতি :—

রাম নাম জপতাং কুতোভয়ং

সর্বতাপ শমনৈক ভেষজং ।

পশ্যতাত মম গাত্র সঙ্গতঃ

পাবকোহপি সলিলায়তেহধুনা ॥

রাম নাম প্রভাবেন মুচ্যতে সর্ববন্ধনাং ।

তস্মাৎ ত্বমপি দৈত্যেশ তস্মৈব শরণং ব্রজ ॥

অর্থ্য। ঐ নৃসিংহ পুরাণে হিরণ্যকশিপুকে প্রহ্লাদ বলিতেছেন :—

হে পিতা শ্রীরাম নাম জাপকের ভয় কোথা হইতে আসিবে ? আপনি প্রত্যক্ষ দেখুন, আমার গাত্র সঙ্গত মহাঅগ্নি শ্রীরাম নাম জপের প্রভাবে শীতল সলিলের স্থায় হইয়াছে । শ্রীরাম নাম জপের প্রভাবে সমস্ত দুঃখ বন্ধন ছুটিয়া যায় । হে দৈত্যশ শ্রীরাম নামের শরণ গ্রহণ করুন ।

তত্রৈব শ্রীনারদ বাক্যং যাজ্ঞবল্ক্যং প্রতি—

শ্রীরামেতি জপনৃজন্তুঃ প্রত্যহং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ।

সর্বপাপ বিনিমুক্তঃ সুরবৎ ভাসতে নরঃ ॥

সৌভাগ্যং সর্বদা স্বচ্ছং সরসানন্দমদ্রুতং ।

অবশ্যং লভতে ভক্ত্যা শ্রীরামনামানুকীৰ্ত্তনাং ॥

রাম নাম রতা নারী স্তুতং সৌভাগ্যমীপ্সিতং ।

ভৰ্ত্তৃপ্রিয়ত্বং লভতে ন বৈধব্যং কদাচন ॥

পতিরতানাং সর্বদাং রামনামানুকীৰ্ত্তনং ।

ঐহিকামুশ্লিকং সৌখ্যং দায়কং সর্বশোগমুনে ॥

সীতয়া সহিতং রাম নাম যেষাং সদা প্রিয়ং ।

ত এব কৃত কৃত্যাশ্চ পূজ্যঃ সর্বৈশ্বরেখরৈঃ ॥

রাম নামার্থ মধ্যোত্তু সাক্ষাৎ সীতা পদং প্রিয়ং ।  
 বিজ্ঞানা গোচরং নিত্যং মুনেশ্রীনাম বৈভবং ॥  
 অদৌ সীতা পদং পুণ্যং পরমানন্দদায়কং ।  
 পশ্চাৎ শ্রীরামনাম্নস্ত কথনং সংপ্রশস্যতে ॥  
 যুগ্মং বর্ণং জপেৎ যর্হি তদা সীতেতি কীর্তয়েৎ ।  
 সাবকাশে সদা ভক্ত্যা মধ্য মধ্যং সমাদরাৎ ॥  
 এবং রোত্যা স্মরেন্নাম রাম ভদ্রস্য সন্ততম্ ।  
 যশ্মাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নোতি কলৌ বিন্যাসপূর্বকং ॥  
 সূর্য্যোদয়ে যথা নাশ মুপৈতি ধ্রুমান্তমন্তবৈ ।  
 তথৈব রামস্মরণাৎ বিনাশং যাস্ত্যপদ্রবাঃ ।  
 ছুরাচারী মহাছুফ্টো মহাঘোষনিকেতনাঃ ।  
 রামনামস্মরণং ভক্ত্যা বিশুদ্ধো ভবতি ধ্রুবাং ॥  
 রাম নাম প্রভাবেণ যৎ যৎ চিন্তয়তে জনঃ ॥  
 সর্ব্বাভীষ্ট প্রদেনান্নি প্রীতিনৈবাভিজায়তে ।  
 মুনেস্তস্যাপরাধানাং নিয়মোনৈব বিদ্যতে ॥  
 রামনাম্নি রতিনাস্তি কুরুতে ধর্ম্মসম্বৎসরং ।  
 তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং প্রোক্তং পথি বাজাঙ্কুরাইব ॥  
 বহু জন্মোগ্রপুণ্যানাং ফলং নামানুকীৰ্ত্তনং ।  
 সর্ব্বেষাং ঋষি মুখ্যানাং সন্মতং সংশয়ং বিনা ॥

অন্ত্যর্থ। ঐ নৃসিংহ পুরাণে যাজ্ঞবল্ক্য মুনিকে নারদ ঋষি বলিতেছেন :—

প্রত্যহ নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া জন্তু রাম নাম জপ করিলে সর্ব-  
পাপ বির্নিমুক্ত হইয়া দেবতার ন্যায় দিব্যভাব লাভ করে। স্নেহ  
সহিত শ্রীরাম নাম উচ্চারণ কীর্তন করিলে সুভগতা স্বচ্ছতা  
সহজানন্দতা সমস্ত দিব্যগুণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।\* যে নারীর  
রাম নামের রতি আছে তাহার স্তপুজ উৎপত্তি এবং ইঙ্গিত  
সৌভাগ্য লাভ হয়। ভর্তার প্রিয়ত্ব লাভ করে এবং বৈধব্য  
ঘটে না। পতিব্রতা নারীদিগের রাম নামানুকীৰ্তন অতিশয়  
ফলদায়ী ; ঐহিক, আমুখিক সর্বপ্রকার সুখ লাভ হয়।

শ্রীসীতার সহিত রাম নাম যাহার প্রিয়, তাহার কৃতকৃত্য এবং  
সুরেশ্বরগণের পূজিত শ্রীরাম নামের মধ্যে সাক্ষাৎ শ্রীসীতা স্বরূপ  
বিবাজমান আছে। শ্রীরাম নাম বৈভব বিজ্ঞানের অগোচর।  
প্রথমে শ্রীসীতা নাম উচ্চারণপূর্বক রাম নাম উচ্চারণ করাই বিধি  
সীতা নাম পরম পুণ্যপ্রদ এবং পরমানন্দ দায়ক সীতা উচ্চারণ  
পশ্চাৎ রাম নাম পরম প্রশংসনীয়। যুগল বর্ণ (অর্থাৎ রাম)  
যখন উচ্চারণ করিবে তখন মধ্যে মধ্যে স্নেহ সহিত শ্রীসীতা  
নাম জপ করা কর্তব্য। এইরূপ রীতিতে বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক  
সতত রাম নাম স্মরণ করিলে ছয় মাসের মধ্যে কলিযুগে  
সিদ্ধিলাভ করা যায়। সূর্য্যোদয়ে যেরূপ মহান্নকার নাশ হয়  
রাম নাম উচ্চারণে সেইরূপ কামাদি সমস্ত উপদ্রব নষ্ট হয়।  
ছুরাচারী মহা ছুষ্ট মহাপাপী শ্রীরামনাম উচ্চারণ জপের দ্বারা  
নিশ্চয় বিমুক্ত হয়। শ্রীরাম নামের প্রভাবে সমস্ত মনোরথ

পূর্ণ হয় এবং চূর্ণভ অভীষ্ট শীঘ্র লাভ হয়। সৰ্ব্বাভীষ্ট দাতা  
শ্রীরাম নামে বাহার প্রীতি উৎপাদিত হয় না তাহার অপরাধের  
সংখ্যা নাই। রাম নামে অমুরাগ বিহীন ব্যক্তির স্মৃতিসঞ্চয়  
পথের মধ্যে বীজাকুরের জ্বায় নিষ্ফল। বহু জন্মের উত্তম  
পুণ্যের সঞ্চয়ের ফলে রাম নামে প্রতীতি প্রীতি উৎপন্ন হয়  
ইহা মুখ্য ঋষিগণের সিদ্ধান্ত।

### বৃহদ্বিশ্ব পুরাণ

বৃহদ্বিশ্ব পুরাণে শ্রীপরশর বাক্যং শিষ্যং প্রতি—

কনাক পৃষ্ঠ গমনং পুনরাবৃত্তি লক্ষণং ।

কজপো রামনামস্ত মুক্তির্বির্জং অনুভবং ॥

সর্বরোগোপশমনং সর্বোপদ্রবনাশনং ।

সর্বারিষ্ট হরং ক্ষিপ্রং রামনামানুকীৰ্ত্তনং ॥

নাস্তি শ্রীরামনামস্ত পরত্বং দৃশ্যতে কচিৎ ।

সদৃশং ত্রিঘুলোকেষু সর্বতন্ত্ৰেষু কুত্রচিৎ ॥

রাম রামেতি যো নিত্যং মধুরং জপতি ক্রণং ।

স সর্ব সিদ্ধিমাপ্নোতি রাম নামানুভাবতঃ ॥

পরানন্দ স্রুধা সিন্ধৌ নিমগ্নো জায়তে জনঃ ।

যদা শ্রীরাম সন্মাম সংস্মরেৎ ভাবনা যুতঃ ॥

প্রায়ো বিবেকিনঃ সৌম্য বেদান্তার্থৈর্ক নিষ্ঠিতাঃ ।

শ্রীমদ্ রামেশ ভদ্রস্য নাম সংরাধনে রতাঃ ।

তাবদেব মদন্তেষাং মহাপাতক দন্তিনাং ।  
 যাবন্ন শ্রুয়তে রাম নাম পঞ্চানন ধ্বনিঃ ॥  
 অবিকারী বিকারী বা সর্ব্ব দোষৈক ভাজনঃ ।  
 পরমেশ পদং যাতি সীতারামানুকীৰ্ত্তনাৎ ॥  
 হেজিহ্বে রস সারঞ্জে সততং মধুরপ্রিয়ে ।  
 শ্রীরাম নাম পীযুষং পিব শ্রীত্যানিরন্তরং ॥  
 নাতঃ পরতরো পাপো দৃশ্যতে সম্মতো শ্রুতো ।  
 সারাৎসারতমং শুদ্ধং সর্ব্বেষাং মুক্তিদং পরং ।  
 স্বাভাবিকী তথা জ্ঞান ক্রিয়াদ্যাঃ শক্তয়ঃ শুভাঃ ।  
 রামনামাং শতো জাতা সর্ব্বলোকেষু পূজিতাঃ ॥

অস্তার্থ :—

বৃহদ্বিষ্ণু পুরাণে পরাশর মুনি শিষ্য মৈত্রেয়কে বলিতেছেন ।  
 কোথায় পুনরাবৃত্তি লক্ষণযুক্ত স্বর্গগমন আর কোথায়  
 অনুত্তম মুক্তি বীজ রাম নাম জপ । সর্ব্ব রোগ তাপ উপদ্রব  
 কষ্ট ও অরিষ্টাদি রাম নাম কীর্ত্তনের দ্বারা নাশ প্রাপ্ত হয় ।  
 শ্রীরাম নামের হ্রায় শ্রেষ্ঠ আর কিছুই দৃষ্ট হয় না, কি পুরাণে  
 কি তন্ত্রে, কি তিন লোকে । যিনি রাম নাম মধুরধ্বনি স্নেহ  
 সহিত জপ করেন, তিনি সর্ব্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন । সেই সজ্জন  
 পরমানন্দ সুখা সমুদ্রে নিমগ্ন হয়েন । হে সৌম্য ! বেদান্তার্থ  
 নৈষ্ঠিক বিবেকীগণ ভাবনায়ুক্ত হইয়া শ্রীমদ্ রামভক্তের নাম  
 সংরাধনে রত থাকেন । মহাপাতক রূপ হস্তিগণ ততক্ষণ

বলপ্রকাশ করে ষড়ঙ্গ না এই দেহরূপ বনে রামনাম রূপ  
সিংহের ধ্বনি উচ্চারিত হয়। অবিকারী অথবা বিকারী বা  
সর্ব দোষ পাত্র ব্যক্তি নাম উচ্চারণের দ্বারা পরমধাম গমন  
করেন। হে মধুরপ্রিয়ে রস সারঙ্গে জিহ্বে! নিরন্তর রাম  
নাম সুধা পান কর। শ্রীরাম নাম ভিন্ন অপর উপায় ক্রটিতে  
দেখা যায় না। স্বাভাবিকী জীব-শক্তি সচ্চিদানন্দরূপিণী, তথা  
জ্ঞান শক্তি এবং ক্রিয়াদি সৃষ্টি করণাদি সমস্ত শক্তি রাম  
নামাংশ হইতে সম্ভূত হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীরাম নামানুরাগী সমস্ত  
শক্তি নাম রূপা হইতে লাভ করিতে পারেন।

লঘু ভাগবতে।

জ্ঞানং বৈরাগ্যমেবাথ তথা শ্রীতিঃ পরাত্মনি।

সংলভেন্নাম সংকীৰ্ত্ত্য হ্যভিরামাখ্যমদ্বুতং ॥

অর্থ।

লঘু ভাগবতে বলা হইয়াছে, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং পরমাত্মায়  
শ্রীতি অভিরাম রাম নাম উচ্চারণের দ্বারা লাভ হয়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

তে কৃতার্থাঃ সদা শুদ্ধাঃ সর্বোপাধি বিবর্জিতাঃ।

নাম্নঃ প্রভাবমাসাদ্য গমিষ্যন্তি পরং পদং ॥

রাম নাম পরা যে চ নাম কীৰ্ত্তন তৎপরঃ।

নাম্নঃ পূজা পরা যে বৈ তে কৃতার্থা, ন সংশয় ॥



তস্মাৎ সমস্ত লোকানাং হিতমৈব ময়োচ্যতে ।  
 রাম নাম পরাম্বর্ত্যান্ ন কলির্বাধতে কচিৎ ॥  
 শ্রীমদ্ রামেশ নাম্নস্ত সততং শরণং ব্রজেৎ ।  
 অস্মাকংসংসমাজেষু পাপান্তরমনর্থকং ॥  
 সকছুচ্চারয়েদেতৎ রাম নাম কলৌ যুগে ।  
 তে কৃতার্থা মহাত্মন স্তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ ॥  
 ন্যূন্যাতিরিক্ততা সিদ্ধি কলৌ বেদোক্ত কৰ্ম্মণাম্ ।  
 নাম সংকীৰ্ত্তনাদেব সম্পূর্ণ ফল দায়কং ।  
 সীতা রামাত্মকং নাম সূধা ধাম নিরন্তরং ।  
 যে জপন্তি সদা ভক্ত্যা তেষাং কিঞ্চিন্নদুর্লভং ॥  
 নমঃ শ্রীরামচন্দ্রায় পরমানন্দ রূপিণে ।  
 নিবসদ্যশ্চজিহ্বায়াং তস্মাৎ নশ্চতি ক্ৰণাৎ ॥  
 শয়ন্, ভুঞ্জন্ ব্রজন্ তিজন্ উত্তিষ্ঠংশ্চ বদন্তথা  
 যেষাম্ সংকীৰ্ত্তণং নাম তেভ্যোনিত্যং নমোনমঃ ॥  
 নাম সংকীৰ্ত্তণং নিত্যং ক্ষুভৃট্ স্থলনাদিযু  
 কৰোতি প্রেম সংহীনঃ সোপি শ্রীরাম কিঙ্করঃ ॥  
 অহো চিত্রং অহো চিত্রং অহো চিত্রং ইদং পরম্  
 রাম নাম্নি স্থিতে লোকে সংসারম্ বৰ্ত্ততে পুনঃ ॥

অস্ত্যর্থ :—

বৃহৎ নারদীয় পুরাণে নারদ বলিতেছেন :—রাম নাম  
 চ্চারণে জীব সদা শুদ্ধ ও সৰ্ব্ব উপাধি বর্জিত হয় এবং

শ্রীরাম প্রভারে পরম পদ প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা রাম নাম পর রাম নাম কীর্তন পর এবং পূজন পর তাঁহারাই কৃতার্থ। ইহাতে সন্দেহ নাই। আমি সমস্ত লোকের হিতার্থে বলিতেছি যে, রাম নাম জাপককে কলিকাল কোন রূপ বাধা বিপত্তি দিতে পারে না। অতএব ইনি কলিকালের পরমেশ্বর। ইঁহার শরণ গ্রহণ কর। ইনি আপনাদের রক্ষা করিবেন। বিশেষতঃ আমাদের সমাজে উপায়ান্তর নাই। অধিক কি বলিব এই করাল কলিযুগে যিনি একবার মাত্র রাম নাম উচ্চারণ করেন তিনি কৃতার্থ তাঁহাকে নমস্কার করি। বৈদিক কর্ম সকল কলিযুগে নৃত্যাধিকতা প্রাপ্ত হয়। এবং সেই কারণে ফলদায়ক হয় না। পরন্তু নাম সংকীর্তনের দ্বারা সেই কর্ম সকল সম্পূর্ণ ফলদায়ক হয়। শ্রীসীতারাম নাম সুধা ধাম সদা ক্লেশ সহিত যাঁহারা জপ করেন তাঁহাদের কিছুই হ্রলভ থাকে না। পরমানন্দ স্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রকে নমস্কার। যাহার জিহ্বাতে এই রাম নাম বিদ্যমান তাহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। শয়ন, ভোজন, চলন উত্থান, উপবেশনাদি সমস্ত সময়ে যাঁহাদের রাম নাম উচ্চারণ হয় তাঁহাদের শ্রায় মহাত্মা অতি বিরল। তাহাদের আমি বারম্বার নমস্কার করি। আর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অথবা পতন অবস্থায় ও স্নেহহীন ভাবেও শ্রীরাম নাম উচ্চারণ করিলে জীব শ্রীরাম কিঙ্করত্ব প্রাপ্ত হয়। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে রাম নাম এরূপ প্রভাবশালী হওয়া সত্ত্বেও জীব ইহাতে স্নেহ করে না। পুনঃ পুনঃ সংসারে আবর্তিত হয়।

ତତ୍ତ୍ୱେବ :—

ମିତ୍ରୋଦ୍ରୋହୀ କୃତସ୍ତ୍ରଚ ସ୍ତେୟୀ ବିଶ୍ୱାସ ଘାତକଃ ।  
 ଦୁହିତା ସମ୍ପତ୍ତୀ ଦୁଷ୍ଟୋ ଭ୍ରାତୃପତ୍ନୀରତସ୍ତଥା ॥  
 ବିପ୍ରଦାରରତୋ ଯସ୍ତୁ ବିପ୍ର ବିଦ୍ଧାପହାରକଃ ।  
 ପରାପବାଦକାରୀ ଚ ବାଳ ଘାତୀ ଚ ବୃଦ୍ଧହା ॥  
 ଶ୍ରୀ ଜନାନାମ୍ ସଂଘାତୀ ହିଂସକଃ ସର୍ବଦେହିନାମ୍ ।  
 ମାତୃଗାମୀ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋହୀ ରାମନାମ୍ନା ବିଶୁଦ୍ଧ୍ୟତି ॥  
 ମହାଚିନ୍ତାତୁରୋ ଯସ୍ତୁ ମହାଧିବ୍ୟାଧି ବ୍ୟାକୁଳଃ ।  
 ଜରାପନ୍ୟାର କୁର୍ଥାଦି ମହା ରୋଗେଃ ପ୍ରୀତିଃ ॥  
 ମହୋଂପାତ ମହାରିଷ୍ଟ ମହାତ୍ମୁର ଶ୍ରଦ୍ଧାଦିତଃ ।  
 ମହା ଶୋକାଗ୍ନି ସନ୍ତପ୍ତଃ ସର୍ବଲୋକେଃ ତିରସ୍କୃତଃ ॥  
 ମହା ନିନ୍ଦୋ ନିରାଲକ୍ଷୋ ମହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୁଃଖିତଃ ।  
 ମହା ଦରିଦ୍ରୀ ସନ୍ତାପୀ ଅସ୍ଥିଆଂ ରାମକୀର୍ତ୍ତନାଂ ॥  
 କାମ କ୍ରୋଧାତୁରଃ ପାପୀ ଲୋଭ ମୋହ ମଦୋଦ୍ଧତଃ ।  
 ରାଗ ଦ୍ୱେଷାଦିଭିର୍ଦନ୍ତୋ ମହା ଦୁର୍ବିଶ୍ୱାସନାବୃତଃ ॥  
 ଷଡ୍ଭିରୁଷ୍ମିଭିଃ ଆକ୍ରାନ୍ତଃ ଷଡ୍ ବିକାରୈଃ ବିଧିତଃ ।  
 ମନୋରାଜ କଷାୟାତ୍ତଃ ବ୍ୟାକୁଳଃ ସମୁପଦ୍ରବୈଃ ॥  
 ଅନ୍ୟେଷ୍ଚ ବିବିଧୋଂ ପାତେଃ ଦାରୁଣେଃ ଅତି ଦୁଃଖିତଃ ।  
 ରାମ ନାମାତୁ ଭାବେନ ପରା ନନ୍ଦଂ ଅବାମ୍ନ ଯାଂ ॥  
 କିଂ ତୀର୍ଥେଃ କିଂ ବ୍ରତେଃ ହୋମେଃ କିତପୋଭିଃ

କିମକ୍ଷରୈଃ ॥

দানৈধ্যানৈশ্চ কিং জ্ঞানৈর্বিজ্ঞানৈ কিং সমাধিভিঃ ॥

কিং যোগৈঃ কিং বিরাগৈশ্চ জপৈরনৈঃ কিমর্চনৈঃ ।

যজ্ঞৈঃ মন্ত্ৰৈঃ তথা তন্ত্রৈঃ কিম্ অনৈঃ উগ্রকশ্মভিঃ ॥

স্মরণাৎ কীর্তন্যচৈব শ্রবণাৎ লেখানদপি ।

দর্শনাৎ ধারণাদেব রাম নামাখিলেক্ষদং ॥

অন্তার্থ :—

ঐ পুরাণে নারদ বলিতেছেন :—মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, তস্কর  
বিশ্বাসঘাতী, হুহিতাগামী, ভ্রাতৃপত্নী রত বিপ্রদার রত, বিপ্র  
বিস্তাপহারী, পরনিন্দক বাল ও বৃদ্ধঘাতী, স্ত্রীঘাতী, এবং  
সর্ব দেহীর হিংসাকারী, মাতৃগামী, গুরুদ্রোহী, রাম নামের  
দ্বারা বিমুক্ত হয়। মহাচিন্তায় ব্যাকুল, আধিব্যাধি পীড়িত,  
জ্বর, মুচ্ছা কুষ্ঠাদি মহারোগাদিগ্রস্ত মহাউৎপাত মহারোগ  
অরিষ্ট, নীচ গ্রহাদি দ্বারা পীড়িত এবং মহাশোকান্নি সন্তপ্ত,  
সর্বলোক তিরস্কৃত, মহা নিন্দাপাত্র, মহা দরিদ্র হুঃখী, মহা  
হতভাগ্য এবং সর্বপ্রকার ক্লেশ পীড়িত জীব ও শ্রীরাম নাম  
উচ্চারণের দ্বারা শুদ্ধ হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ মোহাদিতে  
আসক্ত মহাপাপী, রাগ, দ্বেষ, রূপ অগ্নিতে দগ্ধ, মহা  
কুবাসনাবৃত, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জ্বর, মরণ, রূপ  
ছয় উন্নি বা তরঙ্গে পতিত, ও সমস্ত বিকারখিন এবং  
কামাদি কষায় এবং উপদ্রবে ব্যাকুল, এবং অশ্রু বিবিধ  
প্রকার উৎপাতে দারুণ হুঃখিত জীব ও রাম নাম জপের দ্বারা  
পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়। তীর্থ, ব্রত, হোম, জপ, তপ, দান, ধ্যান,

জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সমাধির কিবা প্রয়োজন, যোগ, বিরাগ, জপ, পূজা, যন্ত্র, মন্ত্র, তন্ত্র ও অছাত্ত উগ্রকর্মেই বা কি প্রয়োজন। শ্রীরাম নাম স্মরণ কীর্তন শ্রবণ লেখন দর্শন ধারণের দ্বারা জীবের সমস্ত মনোরথ সম্পন্ন হয়।

### আদিত্য পুরাণ

শ্রীমহাদেব বাক্যং মহাদেবীং প্রতি :—

অহং জপামি দেবেশি রাম নামাক্ষর দ্বয়ং ।

শ্রীসীতায়ঃ স্বরূপস্ত ধ্যানং কৃত্বা হৃদিস্থিতে ॥

রাম নাম্নি স্থিতাঃ সর্বৈ ভ্রাতরঃ পরিকরাস্তথা ।

গুণানাং নিলয়ং দেবি তথা শ্রীধাম মঙ্গলং ॥

মহাদেব বলিতেছেন—হে দেবী আমি রা, ম, হুই অক্ষর সর্বদা জপ করি পরন্তু পূর্বে হৃদয়ে শ্রীসীতা স্বরূপ ধ্যান করিয়া লই। শ্রীরাম নামে ভ্রাতা পরিকর এবং সমস্ত দিব্যগুণ বিরাজমান এবং শ্রীধাম মঙ্গলময় ইহাতে অবস্থিত।

তত্রৈব্য :—আদিত্য বাক্যং ঋষিঃ প্রতি :—

রামনাম জপাদেব ভাসকোহং বিশেষতঃ

তথৈব সর্ব লোকাণাং ক্রমণে শক্তিবানহং ॥

নাম বিশ্রদ্ধ হীনানাং সাধনাস্তুর কল্পনা

কৃত্বা মহর্ষিভিঃ সর্বৈঃ পরমানন্দ নৈষ্ঠিকৈঃ ॥

ঐ পুরাণে আদিত্য দেব ঋষিগণকে বলিতেছেন।

শ্রীরাম নামের জপের প্রভাবে আমি সর্বলোক প্রকাশক  
হইয়াছি এবং বিশেষতঃ সমস্ত লোক পরিক্রমণে সমর্থ হইয়াছি।  
নাম বিশ্বাসহীনতা হইতেই অশ্রান্ত সাধনের কল্লনা আসে।  
মহর্ষিগণ এবং পরমানন্দ নৈষ্ঠিকগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন।

### আঙ্গীরস পুরাণ

রাম সংকীৰ্তনাং সৰ্বং মঙ্গলং শাস্ত্রতং স্মৃধীঃ ।  
সামীপ্যং রামচন্দ্রস্য তথা সৰ্বার্থ সঞ্চয়ঃ ॥  
শ্রীরামেতি মনুষ্যো যঃ সমুচ্চরতি সৰ্বদা ।  
জীবন্মুক্তো ভবেৎ সোহি সাক্ষাৎ রামাত্মকং স্মৃধীঃ ॥  
স্বরত্নমচয়ং ত্যক্তা হেরণ্ডং সমুপাসতে ।  
যস্যান্যসাধনে প্রীতিঃ ত্যক্তা শ্রীনাম মঙ্গলং ॥  
আভ্যন্তরং তথা বাহ্যং যন্ত শ্রীরামমুচ্চরেৎ ।  
স্বপ্নায়াসেন সংক্কাশং জায়তে হৃদি পঙ্কজে ॥

অঙ্গীরস পুরাণে :—সমস্ত শাস্ত্রত মঙ্গল, রাম, নাম কীর্তনের  
দ্বারা লাভ হয় তথা শ্রীরাম চন্দ্রের সামীপ্য এবং সমস্ত স্মৃথ  
সঞ্চয় লাভ হয়। যিনি স্নেহ সহিত শ্রীরাম নাম উচ্চারণ  
করেন সেই স্মৃধী জীবন্মুক্ত এবং রামময় হন। যেমন মৃত  
ব্যক্তি কল্প বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া অপাবন এরণ্ড বৃক্ষের সেবা করে  
সেইরূপ মঙ্গলময় রাম নাম ত্যাগ করিয়া জীবের অশ্রুসাধনে  
প্রীতি আইসে। সর্বদা সাবধান হইয়া অভ্যন্তরে ও

বাহিরে যিনি শ্রীনাম স্মরণ উচ্চারণ করেন তিনি অল্প আয়াসেই  
হৃদয় কমলে আত্মার মহাপ্রকাশ উপলব্ধি করেন ।

### শুক পুরাণ

শ্রীঅগস্ত্য বাক্যং স্মৃতীক্লং প্রতি :—

শ্রীমৎ রামেতি নামৈব জীবনানাম্ চ জীবনং ।

কীর্তনাৎ সৰ্ব্ব রোগেভ্যো মুচ্যতে নাত্রসংশয়ঃ ॥

ব্রহ্মাণ্ড শত দানস্য যৎ ফলং সমুদাহতং ।

তৎ ফলাৎ অধিকং বিদ্যাৎ সৰ্ব্বং শ্রীরামং উচ্চরণ্ ॥

অর্থার্থ :—শুক পুরাণে অগস্ত্য মুনি স্মৃতীক্ল শিষ্যকে  
বলিতেছে :—শ্রীরাম নাম সমস্ত জীবনের জীবনদাতা শ্রীরাম  
নাম কীর্তন ও স্মরণ করিলে সব রোগ নষ্ট হয়, শত ব্রহ্মাণ্ড  
দানে :যে ফল হয় একবার শ্রীরাম নাম উচ্চারণে তদধিক  
ফল হয় ।

তত্রৈব শ্রীশিব বাক্যং শিবাং প্রতি :—

যথৈব পাবকো দেবি রজসাক্ষমতাং ব্রজেৎ ।

তথা বিশ্বাস হীননাং নাস্তি নামার্থ বৈভবঃ ॥

অহো ভাগ্যবরা সৰ্ব্ব নাম সংলগ্ন মানসাঃ ।

পাবয়ন্তি জগৎ সৰ্ব্বং রাম নামার্থ চিন্তনাৎ ॥

যৎ প্রভাবং সমাসাচ্চ শুকো ব্রহ্মর্ষি সত্তমঃ

জপস্ব তন্মহামন্ত্রং রামনাম রসায়নম্ ॥

ঐ পুরাণে শ্রীশিব পার্বতীদেবীকে বলিতেছেন :—

হে দেবী যেমন অগ্নি ধূলি দ্বারায় আচ্ছন্ন থাকে তেমনি বিশ্বাসহীন ব্যক্তি শ্রীরাম নামের ঐশ্বর্য দেখিতে ও বুঝিতে পারে না। বাহার মন সেই রাম নামে সংলগ্ন হইয়াছে তিনি ভাগ্যবানের শিরোমনি এবং সমস্ত লোক পাবন। এই শ্রীরাম নাম প্রভাবে শুকদেব ব্রহ্মর্ষিগণের শ্রেষ্ঠতম পদবী লাভ করিয়াছিলেন। আমার আদেশ এই মহামন্ত্রসার নাম রসায়ন তুমি সদা স্নেহের সহিত স্মরণ কর অর্থাৎ আশ্বাদন কর।

### পুরাণ সংগ্রহে

শ্রীমৃত বাক্যং শৌনকং প্রতি :—

ইদানীং রাম নাম্নস্তু রহস্যং প্রবদামিতে  
যং শ্রুত্বা চ পঠিত্বাচ নরো যাতি পরাং গতিম্ ।  
সর্বেষাম্ মন্ত্র বর্গানাম্ রাম নাম পরম্ স্মৃতম্  
গোপ্যং শ্রীপার্বতীশস্য জীবনম্ চিত্ত শোধকম্ ।  
মূলভং সর্ব জীবানাম্ অনায়াসেন সিদ্ধিদম্  
সর্বোপায়ং বিহায়াশু জপ্তবাম্ প্রেমতঃ পরৈঃ ।  
যেন কেন প্রকারেণ জপন্ মোক্ষপ্রদং নৃণাম্  
এবং রীত্যা জপেৎ যন্তু রামনামনুভবম্ ।  
তস্য পাণিতলে সিদ্ধিরনায়াসেন সত্ত্বরং ।  
সত্যং বদামি সিদ্ধান্তং সর্বেষাম্ কলিমলাপহম্ ।



পৃষ্ঠা রীতি যথা তথ্যং গুরো সান্নিধ্যতো মুণে  
 তৎ পশ্চাৎ অভ্যাসেং নাম সর্বৈশ্বরং অতদ্ভিতঃ ।  
 স্বপ্নাহারং তথা নিদ্রাং স্বপ্ন বাক্যং নিরন্তরং  
 মিথ্যা সন্তাষণং ত্রুত্বং তথাচ গমনাদিকং ।  
 ইহৈব লভতে নিত্যং পরিকরাণাম সমাগমম্  
 তথা নানা রহস্যানাম জ্ঞানং সজ্জায়তে ধ্রুবম্ ।  
 নাম্নঃ পরাং পরৈশ্বর্য্যং কথং বাচা বদামিতে  
 স্মরণাৎ লক্ষ্যতে বিশ্বং রাম রূপেন ভাস্বরং ।

অর্থঃ—পুরণে সংগ্রহে শ্রীশুক শৌনককে বলিতেছেন—

এক্ৰণে আমি শ্রীরাম নামের গুণ রহস্য কিছু বলিব যাহা  
 শুনিয়া জীবের পরাগতি প্রাপ্তি হয়। অনন্ত মন্ত্রবর্গের মধ্যে  
 রাম নাম মহাগোপ্য ও শ্রেষ্ঠ মন্ত্র এবং মহাদেবের জীবন  
 এবং সমস্ত জীবের চিত্ত শোধক, সহজে সিদ্ধিপ্রদ এবং  
 সুলভ। অতএব সর্ব উপায় ত্যাগ করিয়া প্রেমতৎপর হইয়া  
 শ্রীরাম নাম জপ করা কর্তব্য। যে কোন উপায়ে হউক না  
 শ্রীরাম নাম যে ভাবেই হউক না, উচ্চারণ করিলে মোক্ষ  
 অবশ্যই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবং যিনি যথারীতি শ্রীরাম নাম  
 জপ করেন সমস্ত সিদ্ধি বিনা পরিশ্রমে তাঁহার সত্ত্বর করতল  
 গত হয়। রীতি যথা :—শ্রীসদগুরু সমীপে আসিয়া বিধিপূর্বক  
 সেবা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া গুরুর নিকট হইতে জপের রীতি  
 বিশেষ করিয়া অবগত হইয়া পশ্চাৎ আলস্য ত্যাগ করিয়া

শ্রীরাম নাম জপ অভ্যাস করা কর্তব্য। ভোজনাদি স্বল্প আহার নিত্যাশ্রয় এবং বাক্য সংযত করিতে হইবে। অর্থাৎ শুদ্ধ অন্ন অল্প মাত্র ভোজন করিয়া মিতভাবী হইয়া থাকিতে হইবে। অসত্য বচনাদি সর্বদা ত্যাগ করিবে এবং সর্বপ্রকার ক্রীড়া দ্বী সংসর্গাদি বিশেষভাবে ত্যাগ করিবে। এই রীতিতে যিনি শ্রীরাম নাম নিরন্তর জপ করেন তাঁহাকে শ্রীসীতারাম জীর নিত্য পরিকরণ সাক্ষাৎ করেন ও রক্ষা করেন তথা তিনি নানা প্রকার রহস্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অমুভব সক্ষমতা দি লাভ করেন। শ্রীরাম নামের পরাৎপর ঐশ্বর্য্য শক্তি বচনের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। শ্রীরাম নাম স্মরণ কীর্তনের দ্বারা সমস্ত বিশ্ব মহাপ্রকাশমান রামস্বরূপ রূপে স্পষ্ট দৃশ্য হয়।

### ভারত বিভাগে

সর্ব সদ্গুণ হীনোপি যুক্তো বা সর্ব পাতকৈঃ  
 সর্বং তরতি তৎ পাপং ভাবয়ন্মাম মঙ্গলং  
 প্রাণ প্রয়াণ পাথেয়ং সংসার ব্যাধি ভেষজম্  
 হুঃখ শোক পরিত্রাণাম্ শ্রীরামেত্যক্ষরদ্বয়ং ॥  
 মাতৃহা, পিতৃহা, গোহ্মো, ব্রহ্মহাচার্য্যহামুণে  
 স্বাদঃ পুৰুষোকো বাহপি শুদ্ধেরণ্ রামনামতঃ ॥  
 সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যং সর্বসিদ্ধান্ত পারগং  
 সর্ব দেবাধিপং ভদ্রং সর্ব সম্পত্তি কারকং ॥

মহানাদস্য জনকং মহা মোক্ষস্য হেতুকম্  
 মহা প্রেম রসেশানং মহা মোদময়ং পরং ॥  
 আহ্লাদকাণাং সর্বেষাম্ রামনাম পরাৎপরং  
 পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পরম কারণ কারণং ॥

ভারত বিভাগে :—

সমস্ত লক্ষণহীন সমস্ত পাতকযুক্ত জীব এই মহামঙ্গল রূপ শ্রীরাম নাম ভাবনা করিলে মহাঘোর পাপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়। প্রাণ প্রয়াণ সময়ের পাথেয় রাম নাম। সংসার রূপ ব্যাধির একমাত্র ভেষজ, এবং এই দুই অক্ষর সমস্ত দুঃখ শোক নাশকারী, মাতা পিতা গো, ব্রাহ্মণ, গুরু হত্যা আদি যে সকল শ্রেষ্ঠ পাপ আছে তাহা হইতেও রাম নামে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। মহা নৌচ চণ্ডাল, পুষ্কব ও শুদ্ধ হয়। সকল মঙ্গলেব মঙ্গল, সর্ব সিদ্ধান্তের সিদ্ধান্ত, সর্ব দেবের অধিপতি, সর্ব সম্পত্তি দাতা, দশ প্রকার যে নাদ আছে সেই নাদ সকলের জনক রূপ মহানাদ, এবং কৈবল্য রূপ মহা মোক্ষের হেতু শ্রীরাম নাম এবং মহারস রূপ প্রেমের এবং মহামোদ রূপ আনন্দের আকর। সমস্ত আহ্লাদক বস্তুর কারণ এবং স্বয়ং ব্রহ্ম, পরম ধাম এবং সমস্ত কারনের কারণ শ্রীরাম নাম।

গণেশ পূরণ

শ্রীগণেশ বাক্যং ঋষিঃ প্রতি :—

রামনাম পরং ধ্যেয়ং জ্ঞেয়ং পেয়মহর্নিশম্ ।

সর্বদা সন্তিরিত্যন্তম্ পূর্বং মাং জগদীশ্বরৈঃ ॥

অহং পূজ্যোৰ্ধবল্লোকে শ্রীমন্মামনু কীর্তনাং ।

অতঃ শ্রীরাম নামস্ত কীর্তনং সৰ্বদোচিতং ॥

বিদ্বান্ সন্নিক্তারং দাতারং সৰ্বসম্পদাম্

সুধাসারং সদা স্বচ্ছং নিৰ্বিকারং নিরাশ্রয়ম্ ॥

গণেশ পুরাণে শ্রীগণেশ ঋষিদিগের বলিতেছেন :—

শ্রীরাম নাম অহর্নিশঃ সকলের পরম ধ্যেয় এবং পেয় ।  
জগতের ঈশ্বর ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি আমাকে পূর্বে এই উপদেশ  
দিয়াছিলেন । আমি স্বয়ং শ্রীরাম নাম কীর্তন করিয়া সমস্ত  
জগতের পূজনীয় হইয়াছি । অতএব রাম নামানুকীর্তন  
সর্বদাই কর্তব্য । শ্রীরাম নামই সমস্ত বিঘ্ন নাশ করে এবং  
সর্ব সম্পদ দান করে । ইনি সুধামায়, সর্ব বিকার রহিত  
এবং নিরাশ্রয় ।

### নন্দী পুরাণ

নন্দীশ্বর বাক্যং গণাং প্রতি :—

সর্বদা সর্বকালেষু যে যে কুর্বন্তি পাতকং

রাম নাম জপং কৃত্বা যাতি ধাম সনাতনং ॥

হরন্ ব্রাহ্মণ সর্বস্বং প্রযতন্মং সুরাং পিবন্

অপি ভ্রূণম্ হনন্ পূতো জায়তে নাম কীর্তনাং ॥

শৃণুধ্বং ভো গণাঃ সর্বৈ রাম নাম পরং বলং ।

যৎ প্রসাদাৎ মহাদেবো হলাহল ময়ীং পিবেৎ ॥

জানাতি রাম নামস্ত পরত্বং গিরিজাপতি ।

ততোহন্যো ন বিজানাতি সত্যং সত্যং বচো মম ॥

নন্দী পুরাণে গণদিগের প্রতি নন্দীশ্বরের বাক্যঃ—

আমি সর্বদা যে পাপ করি রাম নাম জপ দ্বারা তাহা নষ্ট হয় এবং সনাতন ধাম লাভ হয় । ব্রহ্মস্বহারী শরণাগত ঘাতী সুরাপায়ী, ভ্রূণ হত্যাকারী মহাপাপী সমূহ ও শ্রীরাম নাম উচ্চারণের দ্বারা পাপ মুক্ত ও পবিত্র হয় । হে প্রমথগণ তোমরা রাম নামের পরম বল আশ্রয় কর । শ্রীরাম নাম প্রভাবেই আমার স্বামী মহাদেব হলাহল সুধাসম পান করিয়া ছিলেন এবং শ্রীরাম নামের পরত্ব ও মহত্ব শ্রীগিরিজাপতি ঠিক জানেন । আর কেহ সেরূপ জানে না । ইহা সত্য বলিয়া জানিবে ।

ইতিহাসোত্তমে

শ্রীরাম কীর্ত্তণে নিত্যং যস্য পুংসো ন জায়তে

সলোম পুলকং গাত্রং সভবেৎ কুলিশোপমঃ ।

রাম নাম জপে যেষাম্ অশ্রু পাতো ভবেন্নহি

তএব খরতুল্যাস্ত হ্যপূজ্যা পাতকালয়াঃ ।

ঋত্বা শ্রীরামনামস্ত বৈভবং পরমার্থিকং

শ্রবণে ন জনং নেত্রে তন্মৈত্রেবৈ রজোক্ষিপেৎ ।

অহং বৈ পূত নামানি কীর্ত্তয়ামি জগৎপতেঃ

তানিব শ্রেয়সে নিত্যং ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ।

অহো সতাং মঙ্গলদ্রুতং ফলং  
পরং পবিত্রং নরকাদিনাশনং ।  
কর্তব্যং এতদ্ধি সদৈব লজ্জনৈঃ  
শ্রীরাম নাম্নি প্রভবে পরারতিঃ ॥

অর্থ :—ইতিহাস উত্তমে লিখিত আছে :—

যাহার শ্রীরাম নাম সংকীর্ণনে লোমাবলী পুলকাদি জাত না হয়, তাহার হৃদয় বজ্রসম । শ্রীরাম নাম জপে যাহাদের অশ্রুপাত না হয় তাহারা গর্দভ সদৃশ, এবং অপূজ্য পাতকাদির আলয় । বাস্তবিক শ্রীরাম নামের পরম বৈভব ঐশ্বর্যাদি শ্রবণ করিয়াও যাহার নেত্রে জল আসে না তাহার নেত্রে ধূলি দেওয়া উচিত ।

ঐ পুরাণেই পুঙ্কল মুনি নরক বাসীদের বলিতেছেন :—

জগৎপতি শ্রীরামের নাম কীর্তনের দ্বারা আমি পবিত্র হইয়াছি । সতের সঙ্গ পরম কল্যাণদাতা । তোমাদেরই (নরক বাসীদের) উদ্ধারের নিমিত্ত সন্তুগণ শ্রীরাম নাম জপ করেন । সতের সঙ্গ অদ্রুত ফলপ্রদ, নরকাদি নাশকারী । শ্রীরাম নামে যাহাতে রতি হয় তাহাই সন্তুদিগের কার্য্য ।

তত্রৈব নরকান প্রতি : —

সকৃৎ সংকীৰ্ত্তিতো দেব স্মৃতোবা মুক্তিদো নৃণাং  
স্মরতাম্ অহর্নিশং নাম নজানে কিং ফলং ভবেৎ ।

কৃতজ্ঞানাং শিরো রত্নং রাম নাম পরাৎপরং  
 কথং ন দ্রবতে শ্রদ্ধা সনামাহ্বানু যুতমং ।  
 কিমত্র হাহাকারেণ যুগ্মাকমধুনা ধ্রুবম্  
 স্মরদ্ধম্ রাম নামাখ্যং মন্ত্রং দুঃখাপহারকম্ ।  
 কালং করালমত্যন্তং দৃষ্ট্বা স্বপ্নমিদং জগৎ ।  
 রাম নাম জপাৎ ক্ষিপ্ৰং জাগ্রতিং যাতি নিশ্চিতং ।  
 রাম নাম্নি সূধা ধাম্নি কুতর্কং নিরয়াবহম্  
 সমাশ্রয়ন্তি যে পাপান্তে মহা রাক্ষসাধমাঃ ॥  
 প্রভাকরস্য সঙ্কশং সর্ব্ব লোকৈকগোচরং  
 উলুকা নেত্রহানাশ্চ নৈব পশ্যন্তি দুর্ভগাঃ ॥

এ গ্রন্থেই নারকীগণের প্রতি পুঙ্কলের উপদেশ :—

একবার মাত্র শ্রীরাম নাম সংকীৰ্ত্তনের দ্বারা জীব মুক্তিলাভ  
 করিতে পারে। যাহারা অহর্নিশ জপ করেন তাহারা যে  
 কি ফল লাভ করেন তাহা কেহ বলিতে পারে না। শ্রীরাম  
 নাম কৃতজ্ঞজনগণের শিরোমণি। তিনি একবার তোমাদের  
 আহ্বান শুনিলে অবশ্য প্রীত হইবেন। তোমরা নানা  
 প্রকার হাহাকার আর কেন করিতেছ। সর্ব্বদুঃখহারী  
 শ্রীরামনাম মহামন্ত্র স্মরণ কর। কালকে অত্যন্ত করাল  
 বিচার করিয়া এবং জগতকে স্বপ্নতুল্য জ্ঞান করিয়া শ্রীরাম নাম  
 জপ করিলে শীঘ্রই মোহ নিজার অবসান হইবে এবং জাগ্রত  
 অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। এই সুধাধাম রাম নামের বিরুদ্ধে

ষাহারা মলিন তর্ক উপস্থিত করেন তাহারা নীচ রাক্ষস তুল্য ।  
সূর্য্য সকল লোকেকেই প্রকাশ করে কিন্তু পেচক ও নেত্রহীন  
তাঁহা দেখে না ।

তত্রৈব শ্রীভৃগু-বাক্যং :--

শ্রদ্ধা নামানি তত্রস্থা স্তেনোভানি তদা দ্বিজঃ  
নারকা নরকাং মুক্তাঃ সদ্য এব মহামুণে ।  
শ্বাদোপি নহি শক্নোতি কর্ত্তুং পাপানি যত্নতঃ  
তাবন্তি যাবতী শক্তি রাম নাম্নোহশুভক্ৰয়ে ।  
শ্বপ্নেহপি নাম স্মৃতিরাদি পুংসঃ  
ক্ষয়ং করোত্যাহিত পাপ রাশিঃ ।  
প্রযত্নতঃ কিং পুনরাদি পুংসঃ  
সংকীৰ্ত্তিতে নাম ( রঘুভ্রমস্য ।  
ইদমেব পরং ভাগ্যং প্রশস্যং সন্তিরুত্তমৈঃ  
শ্রীসীতারাম নাম্নস্ত সততন্ কীৰ্ত্তণং মুণে ।  
চাতুর্য্যং সৰ্ব্বথা বিপ্র হৃদিমেব বিনিশ্চিতং  
নাম ব্যাহরণন্ নিত্যং তত্ত্বং দূৰ্ব্বাসনাদিকং !  
পুরা মহর্ষয়ঃ সৰ্ব্বে রাম নামানুকীৰ্ত্তনাং  
সিদ্ধা ব্রহ্মহুথে যথা যাতা শ্রীরাম সন্ধানি ।  
শ্রুতং সংকীৰ্ত্তিতং বাপি রাম নামা শিলেষ্টদং  
দহত্যেনাংসি সৰ্ব্বানি প্রসঙ্গাং কিমুভক্তিতঃ ।



অশ্রুার্থ :—

ঐ গ্রন্থেই ভৃগুমুণি বলিতেছেন :—

হে দ্বিজ নরক বাসীগণ শ্রীরাম নাম মাহাত্ম্য শুনিয়া নরক  
দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া সত্ত্ব কৃতার্থ হইল। মহা নীচ চণ্ডালও  
এত পাপ করিতে পারে না যাহা রাম নাম উচ্চারণে নাশ না  
হয়। আদি পুরুষের রাম নাম যিনি স্বপ্নেও উচ্চারণ করেন  
তাঁহার পাপ শাস্তি হয় আর যিনি স্নেহ সহিত করেন তাঁহার  
কথা অকথ্য। পরম ভাগ্য এবং প্রশংসনীয় শ্রীসীতারাম নাম  
সংকীৰ্ত্তণ। সব দুর্বাসনা ত্যাগ করিয়া নিরন্তর নাম উচ্চারণ  
করাই পরম চতুরতা। পূর্বকালে শ্রীরামনাম জপের প্রতাপে  
মহর্ষিগণ সিদ্ধপদ পাইয়াছিলেন এবং ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হইয়া  
শ্রীরাম সদনে বাস করিতেন। শ্রবণ স্মরণ বা কীৰ্ত্তণ যে  
ভাবেই হউক শ্রীরাম নাম সম্বন্ধ লাভ করিলে জীবের সমস্ত  
পাপ নষ্ট হয়। ভক্তির সহিত যাহারা করেন তাঁহাদের কথা  
আর কি বলিব।

তত্রৈব পরম পুরুষ বাক্যং বৈষ্ণবান্ প্রতি :—

মন্তুক্তাঃ সত্য মেতত্ত্ব বাক্যং মে শৃণুতধুনা ।

সকৃৎ উচ্চার্য্য মম্মাম মন্তুল্যো জায়তে নরঃ ।

রাম নাম সমং নাম ন ভূতং ন ভবিষ্যতি

তস্মাৎ তদেব সংকীৰ্ত্ত্য মুচ্যতে কৰ্ম্মবন্ধনাৎ ।

ঐ গ্রন্থে স্থানান্তরে বৈষ্ণবদের প্রতি পরম পুরুষের বাক্য—

‘হে মন্ত্তগণ এক্ষণে আমার বচন শ্রবণ কর :—আমার নাম একবার মাত্র উচ্চারণের দ্বারা মনুষ্য মন্তূল্য হয়। শ্রীরাম নামের সমান আর কোন নাম নাই। কি অতীতকালে কি বর্তমানে এবং ভবিষ্যৎকালেও এ নামের সমান নাম হয় নাই এবং হইবেও না। শ্রীরাম নাম উচ্চারণের দ্বারা সমস্ত কৰ্ম বন্ধন ছুটিয়া যায়।

শ্রীব্যাস বাক্যং

গোবধঃ স্ত্রীবধঃ স্তেয়ং পাপং ব্রহ্ম বধাদিকম্

শ্রীরাম কীর্তনাদেব শতধা যাতি সত্ত্বরং ॥

কিংতাত বেদাগম শাস্ত্রবিস্তরৈঃ

তীর্থাদিকৈঃ অন্যকৃতেঃ প্রয়োজনম্ ।

যদ্বাত্মনো বাঞ্ছসি মুক্তি কারণং

শ্রীরাম নামেতি নিরন্তরং রট ॥

বর্তমানং চ যৎ পাপং যদ্বুতং যদ্ববিষ্যতি

তৎ সৰ্ব্বং নির্দেহন্ত্যাশু রাম নামানু কীর্তনাৎ ।

তে কৃতার্থা মনুষ্যে নু স্তভাগ্যা নৃপ নিশ্চিতং

রাম নাম সদা ভক্ত্যা স্মরন্তি স্মারয়ন্তিযে ।

অভক্ষ্য ভক্ষণাৎ পাপং অগম্যা গমনাচ্চ যৎ

তৎ সৰ্ব্বং বিলয়ং যাতি সৰ্ব্বং রামেতি কীর্তনাৎ ।

সদা দ্রোহ পরো যস্ত সৰ্জ্জনানাং মহীতলে

জায়তে পাবনো ধন্যো রাম নামা বদনু সদা ।

শ্রীরামেতি মুদায়ুক্তঃ কীর্তয়েৎ যন্তনন্যধীঃ  
পাবনেন চ ধন্যেন তেনেয়ং পৃথিবী ধ্বতা ॥

অর্থ :—লঘু ভাগবতে শ্রীব্যাসের বচন :—

গোবধ, দ্রীবধ, চৌর্য্য, এবং ব্রহ্মবধাদি মহাপাপ শ্রীরাম নাম জপ করিলে শীঘ্র নষ্ট হয়। বিস্তর বেদাগম শাস্ত্রপঠন তীর্থাদি পর্য্যটনের কি প্রয়োজন যদি আপন আত্মার মঙ্গল চাও এবং মুক্তি ইচ্ছাকর নিরন্তর শ্রীরাম নাম রট। ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যতকালে কৃত সমস্ত পাপ রাম নাম কীর্তন প্রতাপে শীঘ্র নষ্ট হয়। যিনি শ্রীরাম নাম স্মরণ করেন এবং অপরকে স্মরণ করাইয়া দেন তাঁহারাই কৃতার্থ ও সৌভাগ্য-শালী। অভক্ষ্য ভক্ষণ অগম্য গমনাদি পাপ সকল সঙ্কট রাম নাম উচ্চারণ করিলে বিলয় প্রাপ্ত হয়। মহীতলে সজ্জন লোকের দ্রোহী ব্যক্তিও শ্রীরাম নাম স্মরণের দ্বারা পবিত্র হয় এবং যিনি অনন্ত বুদ্ধিযুক্ত হইয়া স্নেহযুক্ত হইয়া শ্রীরাম নাম জপ করেন তিনি পাবনের পাবন মহাত্মা। সেই মহাত্মাকে পৃথিবী ধারণ করিয়া পবিত্রা হন। এবং সেই মহাত্মাগণই পৃথিবীকে ধরিয়া রাখিয়াছেন।

প্রভাস পুরাণ

মধুরালয়ং মুখ্যং নাম সর্ব্বেশ্বরেশ্বরং

রসনায়াম্ স্মরত্যাপ্ত মহারাস রসালয়ং

নান্নাং মুখ্যতমং নাম শ্রীরামাখ্যং পরম্পর  
 প্রায়শ্চিত্তমশেষাণাং পাপাণাং মোচকং পরং ॥  
 শ্রীরাম নাম পরমং প্রাণাং প্রিয়তরং মম ।  
 নহিতস্ম্যাং প্রিয়ঃ কশ্চিৎ সত্যং জানীহি নারদ ।  
 নরাণাম্ ক্লীণ পাপাণাং সর্বেষাম্ স্কৃতাঙ্গাণাং  
 ইদং এব পরং ধ্যেয়ং নান্যৎ স্বপ্নেপি নারদ ॥

প্রভাস পুরাণে মুনীশ্বরের বচন :—

শ্রীরাম নাম মধুরতার মুখ্যধাম । ঈশ্বরের ঈশ্বর, মহারাস,  
 রসালয় রসনায় সুরিত হয় । ঐ গ্রন্থেই ভগবান নারদকে  
 বলিতেছেন, হে পরম্পর শ্রীরাম নাম, নাম সমূহের মধ্যে  
 মুখ্যতম । অশেষ পাপ মোচক, ও প্রায়শ্চিত্ত । আমার প্রাণ  
 অপেক্ষাও প্রিয়তম এবং নিশ্চয় জানিও ইহার অপেক্ষা প্রিয়  
 বস্তু আর আমার কিছুই নাই । সমস্ত ক্লীণ পাপ স্কৃতিশালী  
 নরের ইহাই পরম ধ্যেয়, স্বপ্নেও অগ্র বস্তু নহে ।

কালিকা পুরাণ

রামেত্যভিহিতে দেবে পরাত্মানি নিরাময়ে  
 অসংখ্যমথ তীর্থাণাং ফলং তেষাম্ভবেদ্ধুবম্  
 রাম নাম প্রভাদিব্যা সর্বং বেদান্ত পারগা  
 বদন্তি নিয়তং রাজন্ জ্ঞাত্বা সর্বোত্তমোত্তমাঃ ॥

সর্বাসামেব শক্তীগাম্ কারণম্ তমসঃপরম্  
 শ্রীরামনাম সর্বেশং সৌখ্যদং শরণার্থীগাম্  
 প্রাণানাম প্রাণ মিত্যাঙ্ জীবানাম্ জীবনম্ পরম্  
 মন্ত্রাগাম্ পরমং মন্ত্রং রাম নাম সদা প্রিয়ং ॥

কালিকা পুরাণে কালিকার বচন :—

শ্রীরাম নাম নিরাময় এবং পরমাত্ম প্রকাশক, যিনি উচ্চারণ করেন তাঁহার অসংখ্য যজ্ঞ তীর্থ তপাদি সুকৃতি লাভ হয়। শ্রীরাম নামের প্রভা দিব্য অপ্রাকৃত। সমস্ত বেদান্তের পারগামী। 'শ্রেষ্ঠ মহাত্মাগণ এই নিশ্চয় করিয়াছেন। সমস্ত শক্তির কারণ তমোরাজ্যের পরে স্থিত শ্রীরাম নাম সকল শরণাগতের সুখদায়ক। ইহা প্রাণের প্রাণ, জীবের জীবন, সর্ব মন্ত্রের শিরোমণি, সদা প্রিয়।

দেবী ভাগবত।

ব্যাস বাক্যং শুকং প্রতি :—

জীবানাম্ দুষ্ক ভাবানাং কৃতঘ্নানাম্ তথা শুক  
 চরিতং শৃণু ভো তাত সদা পাপরতাত্মনাং ।  
 শ্রীমৎ রামেতি নাম্নস্তু প্রভাবং বৈ পরাৎ পরম্ ।  
 জ্ঞান বৈরাগ্যহীনানাং দৃশ্যং নৈব ভবেৎ কদা ॥  
 গর্ভ মধ্যেতু যৎ প্রোক্তং করুণানিধিময়তঃ  
 সততং কীর্ত্তনং রাম নাম কুর্বে সমাদরাৎ ।

তত্ত্ব। ছুরাগ্রহং সর্বং কুটুম্বাদিক সংগ্রহং ।  
করিস্যামি সদা ভক্ত্যা তব নামানুকীৰ্ত্তনম্ ॥  
তৎ সর্বং বিস্মৃতং তাত অধমেনাত্মাপহারিণা ।  
তস্মাৎ কষ্টতরং দুঃখং সংপ্রাপ্নোতি পুনঃ পুনঃ ॥

দেবীভাগবতে শ্রীব্যাস বাক্যং শুক দেবের প্রতি :—

জীব অতি দুষ্ট স্বভাবী, কৃতঘ্নী, সদা পাপরত, সে শ্রীরাম নামের বথার্থ প্রভাব একেবারেই অবগত নহে । ইনি সর্বোপরি ও সর্বোশ বন্দিত, হই তাহারা জানে না । কারণ তাহারা জ্ঞান বৈরাগ্য ও সংসঙ্গ বিহীন । গর্ভ বাস কালে যখন সে মহাকষ্টে পতিত হইয়াছিল তখন করুণানিধির নিকট এই কড়ার করে যে এই গর্ভ মহা নরক হইতে নির্গত হইয়া সর্ব কাজ ত্যাগ করিয়া সর্বদা রাম নাম স্মরণ করিব । সমস্ত ছুরাগ্রহ কুটুম্বাদি সংগ্রহ ত্যাগ করিয়া সদাভক্তি পূর্বক আপনার নামানু কীৰ্ত্তন করিব, কিন্তু সেই আত্মঘাতী অধম জীব সেই সমস্ত কড়ার বিস্মৃত হইয়া স্বীয় সুখে মগ্ন হইয়া বারংবার নানাপ্রকার কষ্টও দুঃখ প্রাপ্ত হয় ।

ক্রিয়া যোগ সার

স্মরণে রাম নামস্ত নকাল নিয়মঃ স্মৃতঃ  
ভ্রমাদুচ্চার্যমাণোপি সর্বদুঃখ বিনাশনঃ ।  
নান্নঃ প্রভাবাৎ ব্রহ্মর্ষে রামচন্দ্রস্য শাস্ত্বতং  
ব্রবীম্যহং সমাসেন সেতি হাসং নিশাময় ।

রামেতি সততং নাম পঠ্যাতে সুন্দরাক্ষরং  
 রামনাম পরম ব্রহ্ম সর্ববেদাধিকং মহৎ ।  
 সমস্ত পাতকধ্বংসি সমস্তকল্লভদা পাঠেৎ  
 নামোচ্চারণ মাত্রেণ তয়োশ্চ'শুকবক্ষয়োঃ ।  
 বিনষ্টমভবৎ পাপং সর্বমেব সুদারুণং  
 রাম নাম প্রভাবেণ তৌ গতো ধুম্মিস্ত্বরং ।  
 ঐদৃশং রাম নামেদং জপস্য দ্বিজ সত্তম  
 অনয়াসেন তেহভীষটম্ সর্বং সেৎস্যাতি নাগ্যতঃ ।  
 বিষ্ণেৰ্গামাণি বিপ্রেন্দ্র সর্ববেদাধিক মতং  
 তেবাম মধ্যোতুতত্তজ্জ রাম নাম পরং স্মৃতং ।  
 রামেত্যক্ষরং বুধ্যং হি সর্বমন্ত্রাধিকং দ্বিজ  
 যদুচ্চারণ মাত্রেণ পাপী যাতি পরাং গতিম্ ।  
 রামনাম প্রভাবোহয়ম সর্ব বেদৈঃ প্রপূজিতং  
 মহেশ এব জানাতি নানৌ জানাতি বৈ মুনে ।  
 বিষ্ণেৰ্গামি সহস্রানি পঠনাং বল্লভতে ফলং  
 তৎফলং লভতে মর্তে। রামনাম স্মরণং সৰ্ব্বং ।

অস্ত্যর্থ :—শ্রীরাম স্মরণের কোন কাল বা নিয়ম নাই ।  
 ভ্রম পূর্বক উচ্চারণ করিলেও সর্বদুঃখ নষ্ট হয় । হে মুনে এই  
 শাস্ত্রত রাম নামের প্রভাব আমি কিছু বলিতেছি সাবধান  
 হইয়া শ্রবণ কর :—

এক গণিকার ইতিহাস আছে । যথা :—রঘু নামক এক

বৈশ্য ছিল। তাহার একটি সুন্দরী কন্যা ছিল। বিবাহের  
অল্পদিন মধ্যেই সে বিধবা হয়। এবং তাহার পর ব্যভিচার  
আরম্ভ করে। তারপর তাহার পিতামাতা আপন গৃহে তাহাকে  
লইয়া আইসে। তথায় আসিয়াও সে গণিকা বৃত্তি করিতে  
থাকে। পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া তিরস্কার করিলে সে একটি সহরে  
যাইয়া ব্যভিচার করিতে থাকে। একদিন হঠাৎ রাম নাম  
বোলা একটি শুক পক্ষী সে কোন বিক্রেতার নিকট ক্রয় করে  
এবং তাহাকে আপন ঘরে রাখিয়া সেবা করিতে থাকে।  
সেই শুক পক্ষীর মুখে উচ্চারিত রাম নাম প্রভাবে উভয়েই  
বিগত পাপ হয় এবং শরীর ত্যাগের পর পরম ধাম প্রাপ্ত হয়।  
হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ রাম নাম ঈদৃশ প্রভাবশালী যে অনায়াসে  
তোমার সর্ব মনোরথ সিদ্ধি করিবে, তুমি রাম নাম জপ কর।  
ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নাম সমস্ত বেদাদি হইতেও অধিক শ্রেষ্ঠ  
তাহার মধ্যে তত্ত্বজ্ঞগণ বলেন রাম নাম পরম মুখ্যতম এই  
হুই বর্ণ সমস্ত মন্ত্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কারণ উচ্চারণ মাত্রেই  
পাপী পরম গতি প্রাপ্ত হয়। শ্রীরাম রাম প্রভাব সকল  
ঋতি পূজিত কিন্তু সকলে এ প্রভাব জ্ঞাত নহে। কেবল  
মাত্র শ্রীমহাদেব শিব জ্ঞাত আছেন। বিষ্ণুর সহস্র নাম লইলে  
যে ফল হয় একবার মাত্র শ্রীরাম নাম লইলে সেই ফল হয়।

তত্রৈব—ধন্বরাজ বাক্যং দূতান প্রতি :—

দূতা স্মরততচ্চাপি রাম নামাকর দ্বয়ং

তদা ন মে দণ্ড নীয়ো তয়োঃ সীতাপতি প্রভুঃ ।



সংসারে নাস্তিতং পাপং যৎরাম স্মরণে রতিঃ  
 নাযাতি সংক্ষয়ম্ সত্তো দূঢ়ং শৃণুত কিঙ্করাঃ ।  
 যে মানবাঃ প্রতি দিনং রঘুনন্দনস্য  
 নামানি ঘোর ছুরিতৌঘ বিনাশকানি ।  
 ভক্ত্যোচ্চরন্তি বিবুধ প্রবরার্চিতস্য  
 তে পাপী নোপিহিভটা মম নৈব দণ্ড্যাঃ ॥  
 তস্যাঙ্কি সৰ্ব্ব পৃণ্যাট্যো গণিকা সশুকৌ ভটা  
 পূজনীয়ো চ তৌ নিত্যং অস্মাভিনাত্র সংশয় ।  
 তাবৎ তিষ্ঠন্তি পাপাণি দেহেষু দেহিনাং বর  
 রাম রামেতি যাবৎবৈ নস্মরন্তি সুখপ্রদং ॥  
 শ্রাদ্ধে চ তর্পণে চৈব বলি পূজা তথোৎসবে  
 যজ্ঞে দানে ব্রতে চৈব দেবতারাধনেহপি চ ।  
 অন্যেষ্বপি চ কার্যেষু বৈদিকেষু বিচক্ষণৈঃ  
 সংস্মরেৎ যৎ ফলং প্রেপ্সু রাম নামেতি ভক্তিতঃ ॥  
 মৃত্যুকালে হিঞ্জ শ্রেষ্ঠ রাম রামেতি যঃস্মরেৎ  
 স পাপাত্মাপি পরমং মোক্ষমাপ্নোতি মানবঃ ।  
 রামেতি নাম যাত্রায়াং যে স্মরন্তি মণাষিণঃ  
 সৰ্ব্ব সিদ্ধি র্ভবেৎ তেষাম্ যাত্রায়াংনাত্র সংশয়ঃ ॥  
 রাজদ্বারে তথা দুর্গে বিপাকে চৌর সম্মুখে  
 ছঃস্বপ্নং দর্শনে চৈব গ্রহ পীড়াষু বৈ যুনে ।  
 অরণ্যে প্রান্তরে বাপি শ্মশানে চ ভয়ানকে

রাম নাম স্মরেৎ তস্য ন ভয়ং বিঘ্নতে দ্বিজ ॥  
 উৎপাতিকে মহা ঘোরে রাজ রোগাদিকে ভয়ে ।  
 রাম নাম স্মরণ মর্ত্যে লভতে নাশুভং কচিৎ ॥  
 রামনাম দ্বিজ শ্রেষ্ঠ সর্বশুভ নিবারণং ।  
 কামদং মোক্ষদং চৈব স্মৰ্তব্যং সততং বুধৈঃ ॥  
 রাম নামেতি বিপ্রর্ষে যস্মিন আর্ধ্যতে ক্ষণে ।  
 ক্ষণং স এব ব্যর্থশ্চাৎ সত্য মেব ময়োচ্চতে ॥  
 স্মরন্তি রাম নামাণি নাব সীদন্তি মানবাঃ ।  
 সত্যং বদামি তে নিত্যং মহামঙ্গল কারণং ॥  
 জন্মকোটি ছরিত ক্ষয় মিচ্ছুঃ  
 সম্পদং চ লভতে ভুবি মর্ত্যঃ ।  
 রাম নাম সততং যদি ভক্ত্যা  
 মোক্ষদায়ী মধুরং স্মরতুস্ম ॥  
 অহো চরিত্রং জীবানাম্ দুষ্কীনাং পাপকর্ষণাম্  
 রামেতি মুক্তিদং নাম ন স্মরন্তি নরাধমাঃ ।  
 অহর্নিশং নাম পরাৎ পরেশ্বরং  
 জপন্তি যেতে স্তুত্বা সদা শিবাঃ ।  
 তেষাং পদ স্পর্শ রজোভিষেকাৎ  
 সর্দৈব পূতাঃ কিল পাপিনো দ্বিজা ॥  
 সহস্রাস্যেন শোষোপি রাম নাম স্মরত্যলম্ ।  
 তৎপ্রভাবেন ব্রহ্মাণ্ডং ধ্বজা ক্লেশং বিনা দ্বিজ ॥

বক্তৃং শ্রমো ন চাল্যোপি শ্রোতুমত্যন্ত মোদদম্ ।  
তথাপি রাম নামেদং ন স্মরন্তি দুরাশয়াঃ ॥

ঐ গ্রন্থে ধর্মরাজের দ্ব্যাক্য—

যখন যমদূতগণ যমরাজকে বলেন যে, গণিকা শুক সমেত পরম ধাম গিয়াছে তখন ধর্মরাজ বলেন হে দূতগণ তাহারা শ্রীরাম নাম উচ্চারণ ও শ্রবণ করিত, সেই কারণে আমার দণ্ডনীয় নহে। শ্রীসীতাপতি স্বয়ং তাহাদের প্রভু। সংসারে এমন কোন পাপ নাই যাহা শ্রীরাম নাম জপের দ্বারা নাশ না হয়, যিনি সকল পাপ তাপহারী শ্রীরঘু নন্দনের রাম নাম প্রতিদিন উচ্চারণ করেন তিনি হাজার পাপ করিলে ও আমার দণ্ডনীয় নহেন। এই কারণে শুক সমেত গণিকা পরম ধাম যাইবারই যোগ্য। ততক্ষণ আমরা পাপ সঞ্চয় করি এবং দেহে ততক্ষণ পাপ থাকে যতক্ষণ না আমরা শ্রীরাম স্মরণ করি। শ্রাদ্ধ, তর্পন, দান, পূজা, যজ্ঞ, দেব আরাধন, তথা সমস্ত বৈদিক শুভ কার্য্যকে যদি যথার্থ বিশ্বরহিতভাবে ফলদায়ক করিতে ইচ্ছা হয় তাহা হইলে মহামঙ্গল ধাম শ্রীরাম নাম স্মরণ করিবে। মৃত্যুকালে যিনি রাম নাম উচ্চারণ করেন বা শ্রবণ করেন তিনি মহাপাপী হইলেও শ্রীরাম নাম প্রভাবে পরম মোক্ষ প্রাপ্ত হন। যে মতিমান ব্যক্তি যাত্রাকালে, শ্রীরাম নাম উচ্চারণ করেন তিনি সর্ব সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। রাজদ্বারে, দুর্গে, বিদেশে, চৌর সমুখে, কুস্থলে গ্রহ পীড়ায়, জঙ্গলে, ভয়ানক শ্মশানে যিনি রাম নাম উচ্চারণ করেন

তাঁহার কিঞ্চিৎ মাত্র ভয় থাকে না। মহা উৎপাতে, রক্ত রোগাদিতে শ্রীরাম নাম উচ্চারণ করিলে অমঙ্গল স্পর্শ করিতে পারে না। শ্রীরাম নাম সকল অশুভকে হরণ করে। সমস্ত কামনাকে পূরণ করে তথা পরম মোক্ষকে দান করে। অতএব বুধগণের ইহা সর্বদা স্মরণ করা কর্তব্য। যেক্ষণে শ্রীরাম নাম জীব স্মরণ না করে সেইক্ষণ অতি দুষ্টক্ষণ, অত্যন্ত অনর্থের কারণ। শ্রীরাম নাম স্মরণকারী কখন অবসন্ন বা দুঃখ প্রাপ্ত হয় না হয় না। কারণ শ্রীরাম নাম মহা মঙ্গলময়। যদি কেহ কোটী জন্মের পাপ ক্ষয় করিতে চাহে এবং পরম সুখ প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহা শ্রীরাম নাম মধুর ধ্বনি উচ্চারণ করা চাই। সতত রাম নাম ভক্তিপূর্বক জপ করিলে মোক্ষলাভ হয়। রোগগ্রস্ত, দুষ্টচরিত্র, পাপকন্মা, নরাধমগণ রাম নাম স্মরণ করে না। আর যিনি সদা মঙ্গলময়, সুখদ, রাম নাম অহর্নিশ জপ করেন তাহাদের পদরজস্পর্শে পাপীগণ পবিত্র হয়। শ্রীঅনন্ত দেব শেষ জী সহস্র রসনা দ্বারা সর্বদা শ্রীরাম নাম উচ্চারণ করিতেছেন এবং সেই নাম বলে বিনাশ্রমে এই পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন। শ্রীরাম নাম উচ্চারণে কোন শ্রম নাই শ্রবণ করিতে মধুর এবং আনন্দ প্রদ তথাপি মন্দমতিগণ স্মরণ করে না।

তত্রৈব :—

অত্যন্ত দুঃখলভ্যাপি সুমুক্তির্জন্ম কৌটিভিঃ

লভ্যতে রামনামৈব কন্মাস্তি কিম্ অতঃপরং ।

রামনামামৃতং সাধু কথং বাচ্য বদামিতে  
 স্বরগাদেব জ্ঞাতব্যং সর্বদা বুধ সত্তমৈঃ ।  
 সর্বকৃত্যং কৃত্যং তেন যেনোক্ত নামমুক্তিদম্  
 নাতঃপরতম্ স্বস্ত কচিৎ সংদৃশ্যতে দ্বিজ ।  
 যাবচ্ছ্রী নাম নান্নস্ত স্প্রতাপং হৃদিস্থলে  
 নায়াতি সন্ত্রমন্তীহ বিমুখাঃ সর্ব যোনিবু ।  
 রাম নাম জপতৎপরোজনো  
 যৎ ফলং লভতি তন্নিরূপণে  
 যাতি নৈব শ্রমতোপি কদাচিৎ  
 শিবশিবা শ্রুতি শেষ গণেশঃ ।  
 মানুষ্য জন্ম সম্প্রাপ্য যেনোক্তং অক্ষর দ্বয়ং  
 তে পিশাচাস্ত চাণ্ডাল সর্ব প্রেতপ্রপূজিতা ।

অর্থ :—অত্যন্ত দুঃখ সহ করিয়া কোটী কোটী জন্মের  
 পর জীব মুক্তিলাভ করে। সেই মুক্তি শ্রীরাম নাম উচ্চারণের  
 দ্বারা অল্প শ্রমেই লাভ হয়। রামনামামৃত যে কত স্বাদু  
 তাহা কথায় বলা যায় না। রসিক বুধগণ স্বরগের দ্বারা তাহা  
 সর্বদাই উপলব্ধি করেন। যিনি এই মুক্তিদ রাম নাম উচ্চারণ  
 করেন তিনি সকল কৃত্য বা শুভকরণ করিয়াছেন। শ্রীরাম  
 নামের আর কোন তত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত নাই। ততক্ষণ জীব নানা  
 যোনী ভ্রমন করেন যতক্ষণ না রাম নামের প্রতাপ হৃদয়ে  
 সুপ্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীরাম নাম যিনি সতত তৎপর হইয়া ইহার

জপ করেন তিনি যে কি ফল লাভ করেন তাহা শিব, বিষ্ণুশেষ  
গণেশাদিও বর্ণনা করিতে পারেন না। মনুষ্য জন্ম লাভ  
করিয়া যিনি শ্রীরাম নাম উচ্চারণ না করেন তিনি পিশাচ  
চণ্ডাল এবং প্রেতাতির ন্যায় নীচাশয়।

আদি পুরাণ

শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং অর্জুনং প্রতি :—

রাম নাম সদা গ্রাহী রাম নাম প্রিয়ঃসদা  
ভক্তিং তস্মৈ প্রদাতব্যং নচ মুক্তিঃ কদাচন।  
গায়ন্তি রাম নামানি বৈষ্ণবাশ্চ যুগে যুগে  
তদ্ভূতং চ সর্বং কৰ্ম্মানি ধৰ্ম্মানি চ কপিধ্বজ।  
রাম নামৈব নামৈব রাম নামৈব কেবলং  
গতিস্তুবাং গতিস্তুবাম্ গতিস্তুবাম্ স্থনিশ্চিতঃ।  
শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম বদন্তি মনুজা ভুবি  
তেষাম্ নাস্তি ভয়ং পার্থ রামনাম প্রসাদতঃ।  
রাম নাম রতা যত্র গচ্ছন্তি প্রেম সংপ্লুতাঃ  
ভক্তানামনুগচ্ছন্তি মুক্তয়ঃ স্তুতিভিঃ সহ।  
মানবা যে স্থধা সারং রাম নাম জপন্তি হি  
তে ধন্যা যত্ন্য সন্ত্রাস রহিতা রাম বল্লভাঃ।  
নামৈব পরমা মুক্তিঃ নামৈব পরমা গতিঃ।  
নামৈব পরমা শান্তিঃ নামৈব পরমা গতিঃ।  
নামৈব পরমা ভক্তিঃ নামৈব পরমা ধৃতিঃ

নাইমৈব পরমা শ্রীতি নাইমৈব পরমা স্মৃতিঃ ।  
 নাইমৈব পরমং পূণ্যং নাইমৈব পরমং তপঃ ।  
 নাইমৈব পরমো ধর্মো । নাইমৈব পরমো গুরুঃ ।  
 নাইমৈব পরমং জ্ঞানং নাইমৈব চাখিলং জগৎ  
 নাইমৈব জীবনং জন্তোঃ নাইমৈব বিপুলং ধনং ।  
 নাইমৈব জগতাং সত্যং নাইমৈব জগতাং প্রিয়ং  
 নাইমৈব জগতাং ধ্যানং নাইমৈব জগতাং পরম্  
 নাইমৈব শরণং জন্তোঃ নাইমৈব জগতাং গুরু  
 নাইমৈব জগতাং বীজং নাইমৈব পাবনং পরম্ ।  
 রামনাম রতা যে চ তে বৈ শ্রীরাম ভাবুকা ।  
 তেষাম্ সন্দর্শনাদেব ভবেদুত্তি রসাত্মিকা ।  
 কামাদি গুণ সংযুক্তা নাম মাত্রৈক জল্পকাঃ  
 শ্রীতিং কুর্বন্তি তে পার্থ ন তথাজিত ষড়্গুণাঃ !  
 তং দেশং পতিতং মন্যে যত্র নাস্তি স্তবৈষ্ণবঃ  
 রাম নাম পরো নিত্যং পরানন্দ বিবর্দ্ধনঃ ।  
 রাম নাম রতা জীবা ন পতন্তি কদাচন ।  
 ইন্দ্র্যাঢ্য্য সম্পতন্ত্যেতে তথা চান্যেহধিকারিণঃ ॥  
 রামস্মরণ মাত্রেন প্রাণাণ্ মুঞ্চন্তি যে নরাঃ ।  
 কলং তেষাম্ ন পশ্যামি ভজামি তাংস্চ পার্থিব ॥  
 নাম স্মরণ মাত্রেন নরো যাতি নিরাপদং ।  
 যে স্মরন্তি সদা রামং তেষাম জ্ঞানেন কিংফলং ॥

নামেব জগতাং বন্ধু নামেব জগতাং প্রভুঃ ।  
 নামেব ধার্যতে বিশ্বং নামেব পাল্যতে জগৎ ।  
 নামেব নীয়তে নাম নামেব ভুঞ্জতে ফলং ॥  
 নামেব গৃহ্যতে নাম পরং গোপ্যং পরাৎপরম্ ।  
 নামেব কার্যতে কৰ্ম্ম নামেব নীয়তে ফলং ॥  
 নামেব চাংস্ শাস্ত্রাণাং তাৎপর্যার্থ বরং মতং ।  
 নামেব বেদ সারাংশং সিদ্ধান্তং সৰ্ব্বদা শিবং ॥  
 নামেব নীয়তে মেধা পরে ব্রহ্মনি নিশ্চলা ।  
 নামেব চঞ্চলং চিত্তং মনস্তস্মিন্ প্রলীয়তে ॥  
 শ্রীরাম স্মরনেনৈব নরোযাতি পরাং পতিং ।  
 সত্যং সত্যং সদা সত্যং ন জানেনামজম্ ফলং ॥  
 রাম নাম প্রভা-বোয়ং সৰ্ব্বোত্তম উদাহতঃ ।  
 সমাসেন তথা পার্থ বন্ধেহহং তব হেতবঃ ॥  
 ন নাম সদৃশং ধ্যানং ন নামো সদৃশো জপঃ ।  
 ন নাম সদৃশ স্তাগো ন নামো সদৃশী গতিঃ ॥  
 ন নাম সদৃশং তীর্থং ন নামো সদৃশং তপঃ ।  
 ন নাম সদৃশং কৰ্ম্ম ন নামো সদৃশঃ সমঃ ॥  
 ন নাম সদৃশী মুক্তির্নাম সদৃশঃ প্রভুঃ ।  
 যে গৃহ্ণন্তি সদা নাম ত এব জিত যড়গুণাঃ ॥  
 কুৰ্ব্বন বা কারয়ন্ বাপি রাম নাম রূপং তথা ।  
 নীত্বা ফল সহস্রানি পরং ধামা ভিগচ্ছতি ॥



নান্নৈব নীয়তে পুণ্যং নান্নৈব নীয়তে তপঃ ।  
 নান্নৈব নীয়তে ধর্মো জগদেতৎ চরাচরম্ ॥  
 রাম নাম প্রভাবেন সর্বসিদ্ধিশ্বরো ভবেৎ ।  
 বিশ্বাসেনৈব শ্রীরাম নাম জাপ্যং সদা বুধৈঃ ॥  
 শান্তো দান্তঃ ক্ষমাশীলো রাম নাম পরায়ণঃ ।  
 অসংখ্য কুলজ্ঞানাম্ বৈ তারণে সর্বদা ক্ষমঃ ॥

যে নাম যুক্তা বিচরন্তি ভূমৌ  
 ত্র্যস্তদ্ব্যর্থ কশ্চিন্ বিঘ্নাংচ ভোগান ।  
 তেষাম্ চ ভক্তিঃ পরমাচ নিষ্ঠা  
 সদৈব শুদ্ধাঃ স্তভগা ভবন্তি ॥

স্মরন্তি রাম নামানি ত্র্যস্ত্বা কৰ্ম্মানি চাখিলং ।  
 স পুতঃ সর্ব পাপেভ্যঃ পদ্ম পত্রমিবাস্তসা ॥  
 ত্র্যস্ত্বা শ্রীরাম নামানি কৰ্ম্মং কুৰ্ব্বন্তি যেহধমাঃ  
 তেষাম্ কৰ্ম্মানি বন্ধায় ন স্তথায় কদাচন ॥  
 যস্য চেতসি শ্রীরাম নাম মাজ্জলিকং পরম্ ।  
 সজিহ্বা সকলান্ লোকান পরংধামং পরিত্রজেৎ ॥  
 নাম যুক্তা জনাঃ পার্থ জাত্যন্তর সমম্বিতাঃ ।  
 শ্রীতিং কুৰ্ব্বন্তি শ্রীরাম ন তথান্য ষড়্গুণাঃ ॥  
 গায়ন্তি রাম নামানি সততং যে জনা ভুবি ।  
 নমস্তেভ্যো নমস্তেভ্যো নমস্তেভ্যো পুনঃ পুনঃ ॥  
 রাম নাম শ্রয়াযেবৈ ভাবুকাপ্রেম সংপ্লুতাঃ ।

কৃতার্থান্তে সদাতাতঃ সত্যংসত্যং ন চান্যথা ॥  
 ইতি বিজ্ঞাপিতং তাত স্বয়া বুদ্ধ্যাবিধারয় ।  
 রাম নাম প্রসাদেন সর্ববিশুখং অবাপ্ স্মি ॥  
 তাং নামগাথা বিচরন্তিভূমৌ, গীত্বা সদাতে পুরুষাঃ  
 শুধন্যাঃ, যেনাম গাথা পরতত্ত্ব নিষ্ঠান্তে ধন্য ধন্যা  
 ভুবিকৃত্যপুন্যাঃ ।

রাম নাম জনো ভক্তো রাম নাম জনপ্রিয়ঃ ।  
 সপুতে! নির্বিকল্পশ্চ সর্ব পাপ বহিস্মু'খঃ ॥  
 রাম নাম প্রসঙ্গেন যে জপন্তীহার্জুন ।  
 তেপি ধ্বস্তাখিলাঘোষা যান্তি রামাস্পদংপরম্ ॥  
 ঘোষয়ন্মাম নির্বাণং কারণং বস্ত্রনন্যাধী  
 তস্য পূণ্য ফলং পার্থং ব্যক্তুং কৈঃ শক্যতে ভুবি ॥  
 তস্মাৎ নামানি কৌন্তেয় ভজস্ব দৃঢ় চেতসা ।  
 রাম নাম সদা যুক্তা স্তেমে প্রিয়তমাঃ সদা ॥  
 সততং নাম গায়ন্তি বিনির্বিন্যেন চেতসা।  
 তেষাম্ মধ্যে সদা বাস শ্রীরামশ্চ বিশেষতঃ ॥  
 শ্রদ্ধায়া হেলয়া বাপি গায়ন্তি নাম মঙ্গলম্ ।  
 তেষাম্ মধ্যে পরং নাম বসেন্নিত্যং নসংশয়ঃ ॥  
 ন তত্র বিশ্বয়ঃ কার্য্য ভবত! রাম নাশ্চিৎ ।  
 সত্যং বদামি তে পার্থ প্রিয়ায় মমচাত্মনে ॥  
 যন্মাম স্মরতো নিত্যং মহাশুভ্জান বন্ধনম্ ।

ছিদ্রতেচাশ্রমে নৈব তমহং রাঘবং ভজে ॥  
 শ্রদ্ধয়া পরমা যুক্তো রাম নাম পরায়ণঃ ।  
 করোতি জানকীজানিস্তস্য চিন্তা পুনঃ পুনঃ ॥  
 অশেষৈঃ পাতকৈ যুক্তঃ সৰ্ব্ব দোষ পরিপ্লুতঃ ।  
 সপ্লুতঃ সৰ্ব্ব পাপেভ্যঃ यस্য নাম পরন্তপঃ ॥  
 রাম নাম সদা প্রেমা সংস্মরামি জগদ গুরুম্ ।  
 ক্রণং ন বিস্মৃতিং যাতি সত্যং সত্যং বচোমম ॥  
 পরনিন্দা সমায়ুক্তঃ পরদার পরায়ণঃ ।  
 সপ্লুতঃ সৰ্ব্ব পাপেভ্যঃ যস্য নাম পরন্তপ ॥  
 পরহিংসা সমায়ুক্তো লোভমোহসমাকুলঃ ।  
 সপ্লুতঃ সৰ্ব্বপাপেভ্যঃ यस্য নান্নি সদাচারঃ ॥  
 অশেষৈঃ পাতকৈ ব্যাপ্তা স্বধৰ্ম্ম পরিবর্জিতাঃ ।  
 এতে তরন্তি পাপিষ্ঠা রাম নাম প্রসাদতঃ ॥  
 নিষ্ঠন্তি রাম নামানি তিষ্ঠন্তি বদনানিচ ।  
 তথাপি নরকে মূঢ়া পতন্তীত্যদ্বুতং মহৎ ॥  
 গায়ন্তি রাম নামানি কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্তি চাখিলং ।  
 স যাতি পরমংস্থানং রাগেন সহ মোদতে ॥  
 বিসৃজ্য রাম নামানি কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্তি চাখিলং ।  
 কিমাশ্চর্য্যং কিমাশ্চর্য্যং কিমাশ্চর্য্যং ধনঞ্জয় ॥  
 শাস্তোদাস্ত ক্রমাশীলঃ রাম নামার্থ চিন্তকঃ ।  
 তস্য সদগুণ সংখ্যানং বক্তুম্ নৈব ক্রমোপ্যহমং ॥

বিন্ধ্যজ্য রাম নামনি কৰ্ম কুৰ্ব্বন্তি যে নরা ।  
 অপ্রাপ্য সদগতিং পার্থ ভ্রমিতা কৰ্ম বন্ধুশ্চ ॥  
 সৰ্ব্বযোনিষ্ কোন্তেয় ভ্রমন্তিতে নরাধম ।  
 বিন্ধ্যজ্য রাম নামানি মায়া মোহিত চেতসঃ ॥  
 যদৃচ্ছয়া শ্রীরাম নাম গৃহ্ণন্তি সাদরং ।  
 স পূতঃ সৰ্ব্ব পাপেভ্যঃ রাম নাম প্রসাদতঃ ॥  
 যেন কেন প্রকারেন নাম মাত্রৈক জল্পকাঃ ।  
 ভ্রমং বিনৈবগচ্ছন্তি পরে ধাম্নি সমাদরাৎ ॥  
 নাম যুক্তান জনান দৃষ্ট্বা য পশ্যেৎ সাদরং সখে ।  
 স যাতি পরমং স্থানং রামেন সহ মোদতে ॥  
 নাম যুক্তান্ জনান্ দৃষ্ট্বা প্রণমিস্তে যে নরাঃ ।  
 তেপূতা সৰ্ব্বপাপেভ্যঃ কৰ্ম্মনা তেন হেতুনা ॥  
 নাম যুক্তান জনান দৃষ্ট্বা স্নিকো ভবতি যো নরঃ ।  
 স যাতি পরমং স্থানং পরমানন্দ সাগরং ॥  
 গীত্বা চ রাম নামানি বিচরেৎ রাম সন্নিধৌ ;  
 ইদং ব্রবীমি তে সত্যং তস্মা বশ্যো জগৎপতিঃ ॥  
 গীত্বা চ রাম নামানি যে রুদন্তি নরোত্তমং ।  
 তেষাম্ হরিঃ পরিক্রীতৌপরমেশেন সংযুতঃ ॥  
 গীত্বা চ রাম নামেতি পতন্তি ভুবি যে নরাঃ ।  
 তেবৈ ধন্যানি ধন্যাশ্চ বৈষ্ণবানাং বরা মতাঃ ॥  
 যদৃচ্ছয়া ন গৃহ্ণন্তি রাম নামেতি মঙ্গলম ।  
 অদৃশ্যাঃ তেজনাঃ পার্থ দৃষ্টি মাত্রেণ বৰ্জিতাঃ ॥  
 স্বপ্নেহপি রাম নামন্ত যেষাম উচ্চারণং নহি ।

ভাগ্যহীনাস্ত্ব তে নীচা পাপীনাংগ্রামিনঃ ॥  
 ভিক্ষা পাপেন গৃহুস্তি রাম নাম পরেশ্বরং ।  
 লোকাচারেতু নিরতাস্তে বৈ পাষাণিনো ঙ্গবম্ ॥  
 রাম নাম জপাজ্জীবা অনায়াসেন সংসৃতিম্ ।  
 তরন্ত্যেব তরন্ত্যেব তরন্ত্যেবশুনিশ্চিতম্ ॥

তত্রৈব অর্জুন বাক্যং শ্রীকৃষ্ণং প্রতিঃ

ভবত্যেব ভবত্যেব ভবত্যেব মহামতে ।  
 সর্বপাপ পরিবাপ্তা স্তরস্তি নাম বান্ধবাঃ ॥  
 নমোস্তু নাম রূপায় নমোস্তু নাম জহ্নিনে ।  
 নমোস্তু নাম স্বাধ্যায় বেদ বেদ্যায় শাস্ত্রেতে ॥  
 নমোস্তু নাম নিত্যায় নমো নাম প্রভাবিনে ।  
 নমোস্তু নাম শুদ্ধায় নমো নাম মায়য়চ ॥  
 শ্রীরাম নাম মহাত্মাং য পঠেৎ শ্রদ্ধয়াস্থিতা ।  
 সযাতি পরমং স্থানং রামনাম প্রসাদতঃ ॥  
 রাম নামার্থ মুৎকৃষ্টং পবিত্রং পাবনং পরম ।  
 যে ধ্যায়স্তি সদা স্নেহাস্তে কৃতার্থাঃ জগত্রেয়ে ॥

অস্তার্থ :—আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণভগবান অর্জুনকে বলি-  
 তেছেন :—হেপ্রিয় পার্থ, যে জীব রামনাম গ্রহণ করে অথবা  
 যাহার রাম নাম প্রিয় তাহাকে আমি সর্বদা ভক্তি (রাগাত্মিকা)  
 দান করি। কৈবল্য দান করিনা। বৈষ্ণবগণ যুগে যুগে সেই  
 রাম নাম কীর্তন করেন। জীব কশ্মধর্মাদিতে রুচি ত্যাগ  
 করেন। যিনি সর্বতোভাবে শ্রীরাম নামকে আধার করি-  
 য়াছেন নিশ্চয় জানিও তিনি তিন কালেই সর্বপ্রকার সুগতি

লাভ করেন। শ্রদ্ধা অথবা হেলা পূর্বক ও নাম করিলে নাম প্রসাদে তাহার ভয় দূর হয়। প্রেম পরিপ্লুত রাম নাম রত ভক্ত যথা যথা গমন করেন তথা তাঁহার পশ্চাতে পঞ্চ মুক্তি (সালোক্য, সামীপ্য, সাক্ষি, সাক্ষজ্য, কৈবল্য) অনুসরণ করেন। যে জন এই মহা সুখ সাগরে এই রাম নামে ডুব দিয়াছে সে যথার্থ ধন্য। কদাচ তাহার মৃত্যু ভয় হয়না। এবং তিনি ভগবানের পরম প্রিয় হন। শ্রীরামনাম পরমা মুক্তি, শাস্তি, গতিভক্তি, ধৃতিপ্রীতি, স্মৃতি, পরমপূণ্য, পরমতপ, পরম-ধন্য, পরমগুরু, পরমজ্ঞান এবং অখিল জগৎ। প্রানী মাত্রেয়ই নামই জীবন ধন এবং নামই জগতের সার সত্য ও প্রিয়বস্তু। নামই ধ্যেয় এবং বিশ্বের সার। সমস্ত জগতের রক্ষক ও গুরু। নামই জগতের বীজ এবং পরম পবিত্রতা। রাম নাম রত পথিক ব্যক্তিকে দর্শনে জীবের রাগাত্মিকা ভক্তি উৎপন্ন হয়। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদাদি অনন্ত দোষ যুক্ত লোক যদি শ্রীরাম নামকে অনন্ত ভাবে আপনার সহায় করিয়া লইতে পারে তাহা হইলে সেই পরমাত্মা রামকে সে আপন বশীভূত করিয়া লইতে পারে এবং কাম ক্রোধাদি হইতে শীঘ্রই মুক্ত হইয়া যায়। যে দেশে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব নাই সে দেশ পতিত। রাম নাম নিত্যপর পদার্থ এবং পরানন্দ বিবর্দ্ধন কারী। রাম নাম রত জন কদাচ পতিত হয়না। ইন্দ্রাদি সকলেই পতন শীল। রাম নাম স্মরণ করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিলে যে পরম ফল জন প্রাপ্ত হয় তাহা বর্ণনাভীত। আমি স্বয়ং তাহাদিগকে ভজনা করি। রাম নাম স্মরণ মাত্রেই

জন নিরাপদ হয়। যাঁহারা সর্বদা রাম নাম স্মরণ করেন তাহাদের আর জ্ঞানার্জনের আবশ্যকতা নাই। নামই জগতের বন্ধু, প্রভু, এবং সচরাচর জগতের উৎপাদক, নামের দ্বারাই বিশ্ব ধৃত ও রক্ষিত। নামের দ্বারাই নাম নীত এবং কল প্রাপ্তি হয়। নামই নামকে গ্রহণ করেন এবং পরম ঈষ্ট ও পরাংপর পদ দান করেন। শুভকর্ম্য নাম হইতেই উৎপন্ন হয়! এবং কল দাতা নামই। বেদান্ত শাস্ত্র গণের সমস্ত ত্যৎপর্য্য নামই এবং নামই বেদ সারাংশ। নাম দ্বারাই পরব্রহ্মে মেধার নিশ্চল গতি লাভ হয়। এবং চঞ্চল চিত্তকে তল্লীন করিয়া দেয়। শ্রীরাম নাম স্মরণে যে পরাগতি জীবলাভ করিয়া থাকে তাহা আমি ত্রিসত্য করিয়া তোমায় বলিতেছি। এই নামের প্রভাব সর্বোত্তম বলিয়া জানিবে। তোমার নিমিত্তই ইহা সংক্ষেপে বলিলাম। নাম সদৃশ ধ্যান নাই, জপ, ত্যাগ, গতি, তীর্থ, তপস্বী, কর্ম, কাম, দয়াদি, মুক্তি এবং প্রভুও নাই। যাঁহারা সর্বদাই নাম গ্রহণ করেন তাঁহারা ষড়গুণ ও ষড়উর্দ্ধি বর্জিত।

শ্রীরাম নাম আশ্রিত প্রেম সংপ্লুত সজ্জন সর্বদাই কৃতার্থ, আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি। এইরূপে শ্রীরাম মাহাত্ম্য। যাহা তোমায় বলিলাম হে প্রিয়, বিচার পূর্বক তাহা ধারণ করহ। শ্রীরাম নামের প্রসাদে তুমি সর্বপ্রকার সুখ প্রাপ্ত হইবে। যিনি রামনাম গুণগাঁথা গান করিয়া ভূমিতে বিচরণ করেন তিনি ধন্য। তাঁহার পরতন্ত্রে প্রকৃত নিষ্ঠা ও তিনি প্রকৃত কৃতার্থ ও পুণ্যবান। শ্রীরামানুরাগীর যিনি ভক্ত শ্রীরামনামস্নেহী যাঁহার প্রিয় তিনি পরম পবিত্র এবং সর্বপাপ

বিগত ও যিনি প্রমাদ ক্রমে রামনাম জপ করেন, হে অর্জুন, তিনি অশেষ পাপ হইতে মুক্ত হন এবং পরমপদ লাভ করেন। যিনি শ্রীরাম নামে অনন্ত মতি হইয়া প্রচার করেন তাঁহার পুণ্যফল জগতে কেহ বর্ণনা করিতে পারে না, অতএব হে অর্জুন তুমি দৃঢ়চিত্ত হইয়া শ্রীরাম নাম ভজন কর। জানিও শ্রীরামনামযুক্ত ব্যক্তি আমার সর্বদা প্রিয়তম। বৈরাগ্য সহিত যাঁহারা রাম স্মরণ করেন তাহাদের মধ্যে শ্রীরাম বিশেষভাবে বাস করেন। শ্রদ্ধা অথবা হেলা পূর্বক এই পরম মঙ্গল নাম যাঁহারা কীৰ্ত্তন করেন তাঁহাদের মধ্যেও ইনি বাস করেন। তুমি ইহাতে বিস্মিত হইও না। আমি সত্যসত্য আপনার অত্যন্ত প্রিয় ও গোপন রহস্য জানাইলাম। যাঁহার নাম স্মরণে অজ্ঞান বন্ধন ছিন্ন হয় (বিনাশ্রমে) সেই রাঘবকে আমি ভজনা করি এবং পরম শ্রদ্ধাসমেত যাঁহারা রামনাম পরায়ণ হইয়াছে শ্রীজ্ঞানকীনাথ নিত্য পুনঃপুনঃ সর্বদা তাঁহাদের চিন্তা করেন। অথও পাপযুক্ত সর্বদোষমগ্ন জীবও পাপ বিরহিত হয়। হে পরম্পূর্ণ সমস্ত বিশ্বের গুরু শ্রীরাম নাম আমি স্মরণ করি ক্ষণ মাত্রও ভুলি না, ইহা আমার সত্য বচন বলিয়া জানিবে।

পরনিন্দাকারী, পরনারীতংপর এই নাম বলে পাপ বিমুক্ত হয়। পরহত্যাকারী লোক জীব এই নামের দ্বারা পবিত্র হয়। অশেষ পাতক দ্বারা ব্যাপ্ত স্বধর্ম পরিবর্জিত পাপিষ্ঠগণ রামনাম প্রসাদে ভবসাগর ত্রাণ প্রাপ্ত হয়। ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে মুখ ও জিহ্বা থাকিতেও মহামুঢ়জীব শ্রীরাম নাম জপ করে না। এবং পরিণামে



নরকাদি প্রাপ্ত হয়। শ্রীরামনাম জপকারী বেদবিহিত কৰ্ম্মী সজ্জন মাত্রেই পরম ধামের অধিকারী হইয়া রামসহ রসবিহার প্রাপ্ত হয়। যিনি রামনাম ত্যাগ করিয়া নানাপ্রকার শুভাচরণে ব্যাপ্ত তিনি মুঢ়, কারণ তিনি ব্যর্থ পরিশ্রম করেন। শাস্ত্র, দাস্ত্র ক্রমাশীল রামনামার্থ চিন্তক সজ্জনের গুণাবলী আমণ্ড বর্ণনা করিতে অক্ষম। রাম নাম ত্যাগ করিয়া যাহারা কৰ্ম্মাদি আচরণ করে তাহারা সদগতি প্রাপ্ত না হইয়া কৰ্ম্মমার্গেই বিচরণ করিতে থাকে এবং হে কোন্তেয় মায়ামোহিত হইয়া সৰ্ব্ব যোনীতে ভ্রমণ করিতে থাকে। কিন্তু যদৃচ্ছাক্রমে যদি কেহ সাদরে রাম নাম গ্রহণ করে সে অনায়াসে নাম প্রসাদে পবিত্র হইতে পারে। যে কোন প্রকারে নাম জপ করিলে বিনাশ্রমে পরমধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমনকি হে সখে, নামযুক্ত জনকে দৃষ্টি করিলেও পরম স্থান লাভ হয় এবং রাম সহিত সহবাস লাভ হয়। নামযুক্ত জনকে দেখিয়া যিনি প্রণাম করেন তিনিও পাপ বিমুক্ত হন এবং নামযুক্ত জনকে দেখিয়া স্নেহ সমাদর করেন তিনিও সেই পরমানন্দ রূপ স্থান প্রাপ্ত হন। আর যিনি রাম নাম কীৰ্ত্তন করিয়া রাম সন্নিধিতে বিচরণ করেন জগতপতি তাঁহার বশীভূত, ইহা অত্যন্ত সত্য বলিয়া জ্ঞানিও।

স্নেহ সহিত যিনি রাম নাম কীৰ্ত্তন করেন তাহার হস্তে পরমপুরুষ বিক্রীতহুয় হইয়া থাকেন। শ্রীরাম নাম উচ্চারণ করিতে যিনি ভূমি লুপ্তিত হয়েন তিনি ধন্য হইতেও ধন্য বৈষ্ণব শিরোমণি। কোন প্রকারে যিনি রাম নাম গ্রহণ না করেন তাহাদের মুখ দর্শন যোগ্য নহে এবং হে পার্থ

তাহাদের বর্জন করাই কর্তব্য। যদি কোন নীচ জীব পূর্ব সংস্কার বলে স্বপ্নেও রামনাম উচ্চারণ করেনা সে মহা অভাগা এবং পাপীর অগ্রগামী। ভিক্ষা লাভ করিব বলিয়া ছলেও যে রাম নাম গ্রহণ না করে সে মহামূঢ় এবং পাষণ্ড। রামনাম জপের দ্বারা এই সংসৃতি সাগরে অনায়াসে যে কোন জীব পার হয়—পার হয়—পার ইয়—ইহা নিশ্চিত।

ঐ পুরাণে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন :—

আপনি যাহা বলিলেন তাহা ঐক্য সত্য। সর্বপ্রকারে রাম নামে রতি লাভ করাই শ্রেয়ঃ এবং তাহা করিলে সর্ব পাপ পরিব্যাপ্ত জীবও কৃতার্থ হইয়া সংসার সাগর পার হইয়া যায় ইহাও ঐক্য সত্য। পরাৎপর শ্রীরাম নামকে আমার নমস্কার শ্রীরাম নাম জাপককে আমার দণ্ডবৎ। সকল বেদেয় স্বাধ্যায় স্বরূপ রাম নামকে আমার নমস্কার এবং সমস্ত বেদ বেত্ত রাম নামকে নমস্কার। পরম নিত্যস্বরূপ এবং পরম প্রভাবশালী রাম নামকে আমার নমস্কার। শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ উপমা রহিত শ্রীরাম নামকে আমার পুনঃপুনঃ দণ্ডবৎ। যিনি শ্রদ্ধাপূর্বক নাম মাহাত্ম্য পাঠ করেন তিনি রাম নাম প্রসাদে পরমপদ প্রাপ্ত হন, শ্রীরাম নামের উৎকৃষ্ট অর্থ অত্যন্ত পবিত্র। যিনি স্নেহ সহিত মনন করেন তিনি ত্রিজগতে কৃতার্থ।

সৌর্য্য ধর্ম্মোত্তর গ্রন্থে।

শ্রীমৎ রামনামস্তু প্রভাবং নিশ্চলং মূনে।

জপাবেশবশে নৈব জায়তে সজ্জনৈঃ কচিৎ ॥

মনোরথ প্রদাতারং সজ্জনাং পরমপ্রিয়ং ।  
 লৌকিকী ছুঃভর্গাব্রীড়া হস্তারং রাম সত্বশঃ ॥  
 সক্রতুচ্চারিতঃ শব্দো রাম নাম্নো বিভূষিতঃ ।  
 কুরুতে নাভবৎ কার্য্যং সর্ব্ব মোক্ষাবধিনৃনাং ॥  
 পরত্বং পরমং নাম্নো বিদিতং সর্ব্বতঃ শ্রুতৌ ।  
 অবুধানৈব জানন্তি সম্পতন্তি ভবান্ধবে ॥  
 সাক্ষোপাসনাজ্ঞানং অনায়াসেন সিদ্ধতি ।  
 রাম নাম যদা জিহ্বা সংজয়তি অখিলেশ্বরম ॥

সৌর্য্য ধর্ম্মোত্তর গ্রন্থে :————

শ্রীরাম নামের প্রভাব নিম্নলিখিত এবং ইহা কদাচিৎ সজ্জন-  
 গণ জপাবেশ অনুভবের দ্বারা জানিতে পারেন, অপরে জানে না ।  
 মনোরথের প্রদাতা সজ্জনের পরমপ্রিয় শ্রীরাম নামের সুন্দর যশ  
 মলিন সংসারীগণ নষ্ট করে । শ্রীরাম নাম বিভূষিত শব্দও  
 মোক্ষ অবধি নরগণকে দান করিতে পারে, শ্রুতিতে শ্রীরাম  
 নামের পরত্ব প্রসিদ্ধ আছে, অজ্ঞানী তাহা জানে না বলিয়া  
 বারংবার ভবান্ধবে পতিত হয় । যখন জিহ্বা রাম নাম সর্ব্ব-  
 শ্বরকে জপ করে তখন কৰ্ম্ম উপাসনা জ্ঞান বিজ্ঞান বিনা শ্রমে  
 সিদ্ধ হয় ।

মার্কণ্ডেয়োপি শ্রীরাম নাম সংস্মৃত্য সাদরম ।  
 মৃত্যুস্তিষ্ঠত্বী বিলম্বেন রাম নাম পরং বলং ॥  
 তথৈব নারদো যোগী-ভক্তভূপাস্তথাপরে ।  
 মৃত্যোমহান বংতীষ্টত্বী সংনিমগ্নাঃ সুধামুধৌ ॥

লংস্বাদরোপি শ্রীরাম নাম মাহাত্ম্য মুজ্জলম ।  
 শ্রুত্বাচ ধারিতং চিন্তে ততঃ পূজ্যঃ সুরাসুরৈঃ ॥  
 এবং নাম প্রসাদেন ঋষয়ো দেবতাস্তথা ।  
 মনুষ্যাঃ কিম্বরা নাগা যক্ষাবিছাধরাস্তথা ॥  
 সর্বৈ কৃতার্থা অভবন্ তস্মিনস্তস্মিন্ যুগেযুগে ।  
 নাতং পরতরং পাযো দৃশ্যতে শ্রুতে পিবা ॥

কেদার খণ্ডে শ্রীশঙ্কর পার্বতীকে বলিতেছেন :—শ্রীরাম নামের সমান পরতত্ত্ব বেদান্তে আর কিছুই নাই । এবং ইঁহারই প্রসাদে অমল মুনীশ্বগণ পরাসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । অতএব হে দেবী শ্রীরাম নাম সর্বাত্ম ভারে স্মরণ কর । অনায়াসে অবিনাসী পদ প্রাপ্ত হইবে । আমি স্বয়ং ইঁহারই প্রসাদে ছল্‌ভ হইতেও ছল্‌ভ অবিনাসী পদ প্রাপ্ত হইয়াছি জানিবে । শ্রীভগবানের আর যে সকল নাম আছে কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তাহারা প্রকট হইয়াছে জানিবে শ্রীরাম নাম অনাদি ও ভগবৎ স্বরূপ ময় । এবং তাহারা নাম হইতেই উদ্ভূত । শ্রীমার্কন্ডেয় মুনীও সাদরে শ্রীরাম নাম জপ করিয়া অনায়াসে মৃত্যু সাগর পার হইয়াছিল । তাহা শ্রীনারদও অপর ভক্ত শিরোমনিগণ শ্রীরাম নাম প্রসাদে অনায়াসে মৃত্যু সাগর পার হইয়ে শ্রীভগবৎ স্বরূপ সুধাধুধিতে মগ্ন হইয়াছেন । শ্রীগণেশ ও নারদেয় মুখ হইতে নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া চিন্তে ধারণ করিয়া ছিল । এবং সেই দিন হইতে সে জগতে প্রথম পূজ্য হয় । এইরূপে শ্রীরাম নাম প্রসাদে ঋষিগণ দেবতাগণ মনুষ্য যথা নাগ কিম্বর গর্জ্বাদি সকল প্রকার জীবই কৃতার্থ হইয়া

গিয়াছে। ইহার পর আর কোন উপায় দৃষ্ট বা জ্ঞাত হয়না

নির্বান খণ্ডে শ্রীশিব বাক্যং শ্রীরামং প্রতি : =

ভবল্লামা মৃতংপীত্বা গীত্বাচ ভবতাং বশ : ।

শিবোহংস সর্বদেবৈশ্চ পূজনীয়ো দয়ানিধে ॥

নিরাকারং চ সাকারং সগুণং নিগুণং বিভো ।

উভো বিহায় সর্বস্বং তব নাম স্মরাম্যহং ॥

মন্দাত্মা নোন জানন্তি বহিরর্থ স্পৃহা যুতাঃ ।

রাম নাম পরং ব্রহ্ম সর্ব বেদান্ত সম্মতং ॥

জগৎ প্রভু পরানন্দং কারণং সদসংপরং ।

রাম নাম পরেশানং সর্বোপারম্যং পরেশ্বরং ॥

সর্বৈশ্বর্যম মত সারানামিদ মেকাং মহম্মতং ।

জানকী জীবনমুখ্যং নাম সংকীৰ্ত্তনং পরম্ ॥

নির্বান খণ্ডে শ্রীমহাদেবজী শ্রীরামচন্দ্রকে বলিতেছেন :—  
আপনার নামামৃত পান করিয়া এবং বশ পান করিয়া আমি  
শিবত্বপদ পাইয়াছি এবং সর্ব দেবতার পূজনীয় হইয়াছি।  
আপনার নিগুণ এবং সগুণ উভয় স্বরূপেরই আশা ত্যাগ  
করিয়া আপনার নাম সর্বস্ব জানিয়া স্মরণ করিয়া থাকি।  
মন্দাত্মা ব্যক্তিগণ বহির্মুখী। তাহারা ইহা স্পষ্ট বুঝিতে  
পারেনা। সর্ব বেদান্ত সম্মত জগৎ প্রভু সকল কারণের  
কারণ এবং পরাসন্দ স্বরূপ পরমেশ্বর শ্রীরাম নাম সবমতের  
ইহাই সার এই যে জানকী জীবনের নাম পরেশ্বর সর্বোপাস্থ্য  
এবং তাহার নাম সংকীৰ্ত্তনই কর্তব্য।

কোশল খণ্ডে স্মৃত বাক্যং স্বয়ং প্রতি ॥

নতং পুরাণং নহি যত্র রাম যস্যাং নরামো নহি সংহিতাসা ।  
 সনেতিহাসো নহি যত্র রাম কাম্যং ন তস্মেৎ নহি যত্র রামঃ ॥  
 শাস্ত্রং নতং স্যাৎ নহি যত্র রাম তীর্থং নতং যত্র ন রাম চন্দ্রঃ ।  
 ষাগঃ স আগো নহি যত্র রাম যোগঃ স রোগো নহি যত্র রাম ॥  
 নসা সভা যত্র ন রাম চন্দ্রঃ কালোপ্য কালঃ কলিরেব সোস্তি ।  
 সংকীৰ্ত্ততে যত্র ন রাম দেবো বিজ্ঞাপ্যবিজ্ঞারহিতাহুনেন ॥  
 স্থানং ভগ্নস্থানমরাম কীর্ত্তি রামেতি নামামৃত শৃণুমস্য ।  
 সর্পালয়ং প্রেতগৃহং গৃহং তৎ যত্রার্চতে নৈব মহেশ পূজ্যঃ ॥  
 উক্তেন কি স্যাৎ বহুনাতিবিশ্বং সর্বমুষাস্যাৎ যদি রাম শৃণুং ।  
 এতচ্চ কৃষ্ণঃ পুনরাহনোসৌ স্পৃষ্টোপবীতং জপমালিকাং চ ॥

র কারো ধ্বজ বৎ প্রোক্তো মকারে ছত্র বৎতথা ।  
 সর্ব বর্ণ শিরস্হোহি রাম ইত্যাচ্যতে বুধৈঃ ॥  
 র কারার্থো ভবেৎ রাম পরমানন্দ বিগ্রহঃ ।  
 ম কারার্থোভবেৎ সীতা সৎচিদানন্দ রূপিনী ॥

কোশল খণ্ডে স্মৃত ঋষিদিগের প্রতি বলিতেছেনঃ—

যাহাতে রাম নাম নাই সে পুরাণ পুরানই নয়, সে সংহিতা সং-  
 হিতাই নয়, সে ইতিহাস ইতিহাসই নয়, সে কার্য্য কার্য্যই নয় ।  
 সে শাস্ত্র শাস্ত্র নয় সে তীর্থ তীর্থ নয় যথা রাম চন্দ্র নাই । সে  
 যজ্ঞ অগ্নি মাত্র, সে যোগ রোগমাত্র যাহাতে রাম নাম স্মরণ  
 নাই সে সভা সভা নহে এবং সে কাল মহাকাল রূপ যাহাতে  
 রাম নাম নাই । সে বিজ্ঞা ঘোর অবিজ্ঞা যাহা রাম নাম কীর্ত্তনে

পর্য্য বসিত নহে। সে স্থান মহাভয়দায়ক যেখানে রাম নাম কর্ত্তিত না হয়। এবং সে গৃহ পাপ ও প্রেত গৃহতুল্য যেখানে মহেশ পূজা রাম নাম পূজিত না হয়। অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই রাম নাম সম্বন্ধ রহিত জগৎ মিথ্যা। শুণ্ড মাত্র এই সিদ্ধান্ত আমাদের শ্রীব্যাসজী গঙ্গার মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া যজ্ঞোপবীত স্পর্শ করিয়া ও জপের মালিকা হস্তে ধরিয়া বলিয়া গিয়াছেন। "র" কার ধ্বজের স্থায় "ম" কার ছএর স্থায় সব বর্ণের শিরোপরে দণ্ডায়মান সমস্ত বৃগগণের এইমত "র" শ্রীপরমা নন্দ বিগ্রহ শ্রীরাম, এবং "ম" সচ্চিদানন্দ রূপিনী সীতা।

### জৈমিনে পুরাণে

রাম নাম পরং স্বাচ্ ভেদজ্ঞারসনাচয়।

তন্মাম রস নেত্যাচ্ছ মুনয়ঃ তত্ত্ব দর্শিনঃ ॥

কর্মাধীনঃ জগৎ সর্ব্বং বিষ্ণুনা নির্ম্মিতঃ পুরা।

তং কর্ম্ম কেশবা ধীনং রাম নাম্না বিনশ্চতি ॥

জৈমিনী পুরানে রাম নাম রস স্বাদ যে রসনা করিয়াছে। তাহার প্রশংসা আর কি করিব। ইহা পরম স্বাচ্ছ রস বলিয়া জানিবে; সমস্ত জগৎই কর্ম্মাধীন, ভগবান বিষ্ণুর এই রচনা। কিন্তু শ্রীরাম নাম জপ বিনা সেই কর্ম্ম নিমূল হয় না।

## সংহিতা ভাগ ।

অগস্ত্য সংহিতা—

শ্রীশঙ্কর বাক্যং রামচন্দ্রং প্রতি :—

অহং ভবন্মাম জপন্ কৃতার্থো বসামি কাশ্যামণিশং ভবাশ্চা ।  
 মরিশ্চ্যমানশ্চ বিমুক্ত য়েপি দিশামি মঙ্গলং তব রাম নাম ॥  
 র কারো রাম চন্দ্রশ্চ স্ম্যৎ সচ্চিদা নন্দ বিগ্রহঃ  
 অ কারো জানকী প্রোক্তা মকারো লক্ষণঃ স্বরাট ॥  
 র কারণে বহির্ঘাতি মকারেণ বিশেৎ পুনঃ ।  
 রাম রামেতি সচ্ছন্দো জীবো জপতি সর্বদা ॥  
 দৈশ্চং দীনংতু ছরিতং পক্ষ মাসর্তু বর্ষজং ।  
 সর্বং দহতি নিঃশেষং তূলাচল মিবানলঃ ॥  
 নাম সংকীর্তনংচৈব গুণানাং অপি কীর্তনং ॥  
 ভক্ত্যা শ্রীরামচন্দ্রশ্চ বচসা শুদ্ধি রিহ্যতে ॥

অগস্ত্য সংহিতায় শ্রীমহাদেবজী রামচন্দ্রকে বলিতেছেন :—

হে রাম আমি তোমার নাম জপ করিতে করিতে কৃতার্থ হইয়া  
 সর্বদা পার্বতীর সহিত কাশীতে নিবাস করি আর মরণ কালে  
 জীবের বিমুক্তির নিমিত্ত তোমার রাম নাম রূপ মহামন্ত্র দান  
 করি। “র”কার স্বয়ং সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বিগ্রহ “আ”কার  
 শ্রীআদি শক্তি জানকীজীর স্বরূপ এবং “ম”কার স্বরাট মুক্ত  
 জীব লক্ষণের স্বরূপ। স্বাস বহির্গত হইবার সময় স্বভাবতঃই  
 “র” উচ্চারিত হয় এবং “ম” প্রবেশ কালে স্বতঃই উচ্চারিত



হয় অতএব জীব এই সং শব্দ স্বভাবতঃ উচ্চারণ করিয়া থাকে ইহাই অজপা স্বরূপ। প্রতি দিনের পাপ তথা পক্ষ মাস ঋতু বর্ষের পাপ একবার “রাম” উচ্চারণে নষ্ট হয়. যেমন এককণা অগ্নি তুলার পাহাড়কে দহন করিয়া থাকে। নাম সংকীৰ্ত্তন ও গুণাদি ভক্তি পূর্বক কীর্ত্তনের দ্বারায় জীবের বাণী শুদ্ধ হইয়া যায়।

বিশ্বামিত্র সংহিতা—

বিশ্বামিত্র বাক্যং বৈশ্বং প্রতি—

বিশ্বতানি বহুশ্চৈব তীর্থানি বিবিধানিচ।

কোট্যাংশাশ্চ পিতৃল্যানি নাম সংকীৰ্ত্তনশ্চ।

ধন্যঃ পূজা প্রপন্নাস্তে ভাগ্যযুক্তা কলৌ যুগে।

সংবিহায়থ যোগাদীণ্ রাম নামৈক নৈষ্ঠিকাঃ।

রকারো রামরূপশ্চ মকারস্তশ্চ সেবকঃ।

আচার্য্যশ্চ হকারস্তাত্তয়ো সংযোজনায়চ।

রাম রামেতি যো নিত্যং মধুরং জপতি ক্ষণং।

স সৰ্ব্বসিদ্ধিমাপ্নোতি সত্যং নৈবাত্র সংশয়ঃ।

ব্রহ্মল্লশ্চ সুরাপশ্চ স্তেয়ীচ গুরুতল্লগঃ।

শরণাগত ঘাতীচ মিত্র বিশ্ৰম্ভ কারক।

লব্ধং পরং পদং তেন জন্ম কোটীভিরজ্জিতম।

কীর্ত্তিতং যেন মহতা শ্রীরামেত্যক্ষরদ্বয়ম্।

জ্ঞাতং অধ্যাত্ম শাস্ত্রংচ প্রাপ্তং তেনামৃতং মহৎ।

কীর্ত্তিতং যেন বচসা শ্রীরামেত্যক্ষরদ্বয়ম্।

সর্বমঙ্গলময় নাম যজ্ঞান্দ পদ মনুস্মরণ ।

স্বাভাবিক পরাং সিদ্ধিঃ ছল্লভাং তজ্জপান্নভেৎ ॥

বৃথা নানা প্রয়োগেষু মন্ত্র তন্ত্বেষু মানবাঃ ।

যত্নংকুর্বন্ত্যহো মূঢ়াঃ ত্যক্তাঃ শ্রীনাম সুন্দরং ॥

যন্ত সংস্রবণাদেব সর্বার্থাশ্চক্ষু গোচরাঃ ।

ভবন্তে বানারাসেন তং শ্রীরামমহাভজে ॥

বিশ্বামিত্র সংহিতায় বৈশ্বের প্রতি বিশ্বামিত্র বলেন :—

বেদ পুরাণাদি বিদিত নানাপ্রকার তীর্থ বিজ্ঞাত আছে শ্রীরাম নামের কোটি অংশের তুল্য তাহারা নহে। যন্ত ভাগ্যবান এবং সুখবান যিনি প্রসন্ন হইয়া কলিযুগে যোগাদি ত্যাগ করিয়া রাম নামে নির্ভা লাভ করিয়াছেন। “র” শ্রীপরমব্রহ্ম রাম স্বরূপ “ম” তাঁহার সেবক গুরুজীব এবং মধ্যের “অ”কার আচার্য্যরূপা, জীব ও ঈশ্বরকে সংযোজিত করিবার জন্ত। মধুর ভাবে যিনি নিত্য রাম নাম জপ করেন তিনি নিঃসংশয় সর্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মঘাতী, মন্তপায়ী, চোর, (তক্ষর) গুরুপত্নীগামী শরণাগতঘাতী, এবং বিশ্বাসঘাতক জীব ও রাম নাম আশ্রয় করিয়া পরম ছল্লভ পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। যিনি এই দুই অঙ্ক কীর্তন করেন তিনি অধ্যাত্ম শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সকল ভাল করিয়া জানেন এবং অমৃতত্ব লাভ করেন। শ্রীরাম নাম অল্পক্লম মন্ত্রময়। এবং তাহা জপ করিলে সহজ ভাবে ছল্লভ পরা সিদ্ধি লাভ হয়। জীব বৃথা নানারূপ প্রয়োগ ও যন্ত্র মন্ত্র তন্ত্বে যত্ন করে। পরম সুন্দর রাম নাম ত্যাগ করিয়া

ইহারা মুঢ়ের স্থায় কাজ করে। যে শ্রীরাম নাম সংস্মরণ  
মাত্রে অনায়াসে সর্বার্থ চক্ষুগোচর (প্রত্যক্ষ) হয় সেই নাম  
মহারাজাধিরাজকে আমি ভজন করি।

### সৌর সংহিতা—

শ্রীরাম নাম নিত্যং পরিকীর্তনীয়ং, বর্ধেত মোদ সুনিধানম  
শেষ সারং ।

জন্মার্জিতানি বিবিধশ্রুপহায় হুঃখাত্যাত্যন্ত ধর্মনিচয়ং পরধাম  
প্রৈতি ॥

সসাগরাং মহীদন্তা শুদ্ধ কাঞ্চন পূর্ণিতাম্ ।

যৎফলং লভতে লোকে নামোচ্চার স্ততোধিকম্ ॥

বাচ্য শ্রীরামচন্দ্রস্ত বাচকো নাম সংস্মৃতম্ ।

বাচ্য বাচক সংবন্ধো নিত্যমেবনসংশয়ঃ ॥

সৌর সংহিতায় :—শ্রীরাম নাম নিত্য পরিকীর্তনীয় ।  
ইহাতে অশেষ আনন্দের সার নিহিত আছে । জন্মার্জিত পাপ  
ও হুঃখ নষ্ট করিয়া অত্যন্ত শুদ্ধ ধর্মের সদন রূপ পরধামে জীব  
রাম নাম অবলম্বন করিয়া গমন করে । শুদ্ধ কাঞ্চন পূর্ণ  
সসাগরা পৃথিবী দান করিয়া যে ফল হয় রাম নাম উচ্চারণের  
ফল তাহা অপেক্ষা অধিক । ভগবান শ্রীরাম বাচ্য, আর  
বাচক শ্রীরাম নাম । বাচ্য বাচক উভয়ের সম্বন্ধ নিত্য অতএব  
ইহারা অভেদ ।

জাবালী সংহিতা—

রাম নাম পরং জপ্যং জেয়ং ধ্যেয়ং নিরন্তরং ।  
 কীৰ্ত্তনীয়ং চ বহুধা মুমুকুভিরহর্ষিশং ॥  
 শ্রীরাম নাম সামর্থ্যাদাখিলেষ্টং করেস্থিতম্ ।  
 ভবন্তি কৃত পুণ্যানাং যথা কল্পতরোদ্ধীনম্ ॥  
 নান্নি যন্ত রতিনাং স্তি সর্বৈ চাঁণ্ডালিতোদ্ধিকঃ ।  
 সম্ভাষণং কৰ্ত্তব্যম্ তৎসমং নাম তৎপটৈঃ ॥  
 রাম নাম প্রভা দিব্যা যন্তোরসি প্রকাশতে ।  
 তন্ত্ৰাস্তি সুলভং সর্বং সৌখ্যং সর্বেশজং পরং ।  
 সাধনে বিনাসিকি দৃষ্টং নান্নৈব সংক্ষুটম্ ।  
 অগ্নত্র সাধনে হুঃখৈঃ সুলভং তদ্বহুঃ সুখম্ ॥

স্মৃত সংহিতায় :—

যিনি পদে পদে রাম নাম উচ্চারণ করেন তিনি শীঘ্রই  
 সকল পাপ মুক্ত হন। সমস্ত দেবতার পূজিত হন। এবং  
 সূর্য্যের স্থায় তেজস্বী হন। সংসার চক্র এবং মৃত্যু কাল  
 হইবে উত্তীর্ণ হইয়া পরম শুদ্ধ চিত্ত হইয়া উন্নত পরম পদ  
 শ্রীরাম ধাম প্রাপ্ত হন। তাহার সমস্ত শত্রু নাশ হয় এবং  
 গ্রহগণ কোন বাধা দিতে পারেনা ভূত, প্রেত রাক্ষসাদি রাম  
 জাপকের কিছুই করিতে পারে না। কি আশ্চর্য্যের ধৈর্য্যের  
 বিষয় যে এই প্রকট প্রভাবশালী রাম নাম জগতে থাকা সত্ত্বেও  
 বহিমুখ মনুষ্য তাহার ভজন করেনা। শ্রীরাম নাম রূপ পীযুষ  
 পান করিলে জীব সংসার রোগ হইতে অব্যাহতি পায়। এবং

নিরাময় হইয়া যায়। ইহাই ভাবিতায়া সাধুদিগের সিদ্ধান্ত।  
যিনি শ্রীরাম ভক্ত এবং পরম সুখের আকর শ্রীসীতা রাম  
উচ্চারণ করেন তিনি ভাগ্যবান বা ধন্য।

জাবালী সংহিতায়—

শ্রীরাম নাম পরম জপ্য, জ্ঞেয়, ধ্যেয় ও কীর্তনীয়।  
বিশেষতঃ মুমুক্শুর জন্ম। শ্রীরাম নাম সামর্থ্যে জীব অখিল ইষ্ট  
পদার্থ করস্থিত করিতে পারে যেমন কল্প তরুর নিকট সমস্ত  
ইষ্ট গন লাভ করা যায়। শ্রীরাম নামে যাহার রতি নাই তিনি  
চণ্ডালের ও অধম। তাহার সহিত সম্ভাষণ ও কর্তব্য নহে।  
শ্রীরাম নামের দিব্য প্রভা যাহার হৃদয়কমলে প্রকাশিত  
হইয়াছে তিনি পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় সমস্ত সুখ লাভ করিয়াছেন।  
বিনাসাধনে সর্বসিদ্ধি শ্রীরাম নাম হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়  
অন্য সাধনে যে মহৎ সুখ দুর্লভ এবং দুঃখ লভ্য তাহা বিনা  
শ্রমে রাম নাম দান করে।

স্মৃত সংহিতা—

যঃ শ্রীরাম পদং নরঃ প্রতিপদং সং কীর্তয়ন্,  
স্তং ক্ষণাৎ মুক্ত হৃদয় রাশিতো বুদ্ধ জনৈঃ পূজ্যোবিবম্বপ্রভঃ  
তক্ত্বা সংসৃতি মৃত্যু দুঃখ পটলং সংশুদ্ধ চিত্তঃ পুমান্  
শ্রীরামা স্পদং উন্নতং পরপদং প্রপ্নোত্যায়াসংবিনা ॥  
নিপবস্তন্ত ন স্রস্তি ন বাধস্তে গ্রহাশ্চ তম্।  
রাক্ষসাশ্চ ন খাদন্তি নরং রামেতি বাদিনম্ ॥

অহো ধৈর্য্যং অহো ধৈর্য্যং অহো ধৈর্য্যং ইদংব্রূণাম্ ।  
 রাম নাম্নি স্থিতে লোকে নভজন্তি বহিমুখাঃ ।  
 রামা নামা মৃতং পীষা ভবেন্নিত্যং নিরাময়ং ।  
 সিদ্ধান্তং সারমিত্যেকং সাধুনাং ভাবিতাশ্চনাং ॥  
 শ্রীরাম রামভদ্রং চ সীতা রামং সুখাকরং ।  
 ইতি রটন্তি যে নিত্যং তে বৈধগ্নতমা নরাঃ ॥

### ব্রহ্ম সংহিতা ।

#### শ্রীশিব বাক্যং—

রামেতি বর্ণদ্বয়ং আদরেণ সদা স্মরণ মুক্তিং উপৈতি জন্তুঃ ।  
 কলৌ যুগে কল্পযমানমানাং অন্তত্ৰ ধর্ম্মে খলুনাধিকারঃ ॥  
 যন্মাম কীর্ত্তন ফলং বিবিধং নিশ্চয়্য, নশ্রদ্ধধাতিমমুতে  
 যত্নতর্কবাদম্ ।  
 যোমানুষস্তমিহহুঃখচয়ে ক্ষিপামি, সংসারে ঘোব বিবিধাঙ্গি  
 নিপীড়িতাংগম্ ।  
 কলি প্রভাবতোনষ্টাঃ সদগ্রস্থানাং কথা শুভাঃ ।  
 পার্শ্বৈশ্চ নির্ম্মিতং নানামতং শ্রীনাম বর্জ্জিতং ॥  
 অতঃ সর্ব্বং পরিত্যজ্য নাম সংস্মরণেবতাঃ ।  
 ত এব কৃত কৃত্যাশ্চ সর্ব্ব বেদার্থ কোবিদাঃ ॥  
 শ্রীরামেতি বদন্ জীবোযাতি ব্রহ্ম সনাতনম্ ।  
 সর্ব্বাচার বিহীনোহপি তাপক্লেশাদি সংযুতঃ ॥  
 ব্রহ্ম সংহিতায় শ্রীশিব বাক্য :—

শ্রীরাম নাম বর্ণনায় যিনি আদরপূর্বক সদা স্মরণ করেন তিনি অবশ্য মুক্তি লাভ করিবেন। কলীগ্রন্থ পাপী জীবের অশ্রু ধর্মের অধিকার নাই। শ্রীরাম নাম স্মরণ কীর্তনাদির ফল অর্জন করিয়া যিনি তাহা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করেন না এবং কুতর্ক উদ্ভোলন করেন তাহাকে ঈশ্বর দুঃখ সাগরে ডুবাইয়া দেন এবং নানাপ্রকার আর্জিতে নিপাতিত করিয়া থাকেন। কলির প্রভাবে শ্রীরাম নাম পরম প্রকাশক অনেক সংগ্রহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পাশুগণ নিত্য নূতন নূতন বিতণ্ডাময় নাম বর্জিত মতবাদ রচনা করিতেছে। তাহাদের রচিতশাস্ত্র অসৎ। অতএব সর্ব বেদার্থ কোবিদ মহাত্মাদিগের অনুসরণ করিয়া সর্ব পরিত্যাগ করিয়া নাম স্মরণে রত হওয়া উচিত। শ্রীরাম নাম উচ্চারণ করিয়া জীব সনাতন পর ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। এমন কি সর্বাচার বিহীন ক্রেশাদি সংযুক্ত জীবও ব্রহ্মভাব লাভ করে।

### বৌদ্ধায়ন সংহিতা।

শ্রীশুক বাক্যং পিঙ্গনাং প্রতি :—

ইষ্টা পূর্তানি কৰ্ম্মানি সুবহুনি কৃতান্যপি ।

ভবহেতুনিতাগ্নের রাম নামানুস্মৃতিদঃ ॥

শ্রীমদ্ভামেতি নামস্ত সদাসর্বত্র কীর্তনম্ ।

নাশৌচং কীর্তনে তস্মৈ স পবিত্র করোযতঃ ॥

রাম নামানি লোকেষ্মিন সর্বদা যন্তু কীর্তয়েৎ ।

তস্মাপরাধ কোটিশ্চ ক্ষমাম্যেবনসংশয়ঃ ॥

নতাদৃশং মহাভাগ পাপংলোকেশু বিক্রমতম ।  
 বাদৃশং বিপ্রশীর্দূল রাম নামা বিদহতে ॥  
 শ্রীরাম নাম সামর্থ্য মতুলং বিদ্যতে দ্বিজ ।  
 নহি পাপাঙ্ঘক স্তাবৎ পাপং কৰ্ত্তুংক্ষমঃ ক্রিতৌ ॥

বৌদ্ধায়ন সংহিতায় পিজ্জলার প্রতি শ্লোক বাক্যঃ—

অগ্নিহোত্র ইষ্টার্ঘ শুভাচরণ সকলই সংসার হেতু ।  
 রাম নাম মুক্তিদাতা । শ্রীরাম নাম সৰ্ব্ব সময়ে সৰ্ব্ব দেশে  
 কীর্তন যোগ্য । পবিত্রাপবিত্র বিচার নাই । যিনি ইহলোকে  
 রাম নাম সংকীর্তন করেন তাঁহার কোটী পাপ ভগবান ক্ষমা  
 করেন । এমন কোন প্রবল পাপ পৃথিবীতে নাই বাহা শ্রীরাম  
 উচ্চারণে নষ্ট না হয় । এমন কোন পাপ কোন পাপী করিতে  
 সমর্থ নহে বাহা নাম শক্তিতে নাশ না হয় ।

তাপনীয় সংহিতা

সৰ্বেষাম এব দোষানাং প্রায়শ্চিত্তং পরম্ স্মৃতং ।  
 অপমৃত্যু প্রশমনং মূল্যবিজ্ঞা বিনাশনং ॥  
 নাম সংকীর্তনম্ বিদ্ধি অতো নাশদ্যদাম্যহম্ ।  
 সৰ্ব্বস্বং রাম চন্দ্রোপিতল্লামানন্ত বৈভবং ॥  
 স্বপ্নেপি যো বদেন্নিত্যং রাম নাম পরাৎপরম্ ।  
 সোপি পাপরাশীনাং দাহকো ভবতি ধ্রুবম্ ॥  
 পাপ ক্রম কুঠারোয়ং পাপেক্ষন দাবানলম্ ।  
 পাপ রাশি তম স্তোমং রবি সান্ধ্রাৎ প্রভানিধি : ॥



রাম নাম পরম ধাম পবিত্রং পাবনাম্পদং ।

অতঃ পরং ন সম্যজ্জং তারকং বিজ্ঞতে কচিৎ ॥

তাপনীয় সংহিতায় :—শ্রীরাম নাম সকল দোষের পরম প্রায়শ্চিত্ত । অপমৃত্যু পাপ নাশ কারী এবং মূল অনাদি অবিজ্ঞা নাম শক্তি তেই নাশ প্রাপ্ত হয় । রাম নাম সংকীৰ্ত্তন ভিন্ন আমি অন্য কোন উপদেশ করি না । নামের মহা বিভূতি (অনন্ত বৈভব) শ্রীরাম চন্দ্র যযার্থ জানেন কিন্তু বলিতে পারেন না ।

শুভ সংস্কার বলে যদি কেহ স্বপ্নে ও নাম স্মরণ করে জাহার ও সমস্তপাপ রাশি দক্ষ হয় । পাপ রূপ বৃক্ষকে কাটিবার কুঠার রাম নাম, পাপ রূপ ইক্ষন কে জালাইবার দাবানল রাম নাম । তথা অন্ত্যাত্ম পাপ রাশি সমূহ তম কে নাশ করিবার সাক্ষাৎ সূর্য্য, শ্রীরাম নাম পরম প্রকাশ ধাম মহাপাবন চিত্ত শুদ্ধির কারণ এবং সংসারে ইহার পর তারক সম্যজ্জ কেহ নাই ।

### হিরণ্য গর্ভ সংহিতা

শ্রীঅগস্ত্য বাক্যং স্মৃতীক্ষ্মং প্রতি :—

অভিরামেতি যন্নাম কীর্ত্তিতং বিবশাচ্চযৈঃ ।

তেপি ধ্বস্তাখিলা ঘোঘা যাস্তি রামাম্পদং পরং ॥

শ্রীরামেতি বদন্ ব্রহ্মভাবমাপ্নোত্যসংশয়ম্ ।

তদ্বিছার্থিনো নিত্যং রমন্তে চিৎ সুখাঙ্ঘনি ॥

ইতি রাম পদে নাসৌ পরম ব্রহ্মা ভিষ্মিতে ।

সর্ব সিদ্ধান্ত মিত্যাছঃ সৰ্বেবৈ ব্রহ্মবাদিনঃ ॥

শ্রীরামেতি পরং মন্ত্রং তদেব পরমং পদং ।

তদেব তারকং বিদ্ধি জন্ম মৃত্যু ভয়াপহম্ ॥

অল্পে নান্না কথমস্য পাপ, ক্ষয়ো ভবেদত্রন শংখনীয়ম  
তৃণাদি রাশিং দহতে হ্রস্ব বহ্নি তো স্তথা মহা মোহম দাদিনাম ॥  
হিরণ্য গৰ্ভ সংহিতায় অগস্ত্য স্মৃতীক্ষ কে বলিতেছেনঃ—বিবশ  
অবস্থায় ও যিনি অভিরাম শ্রীরাম নাম উচ্চারণ করেন তিনি  
সমস্ত পাপ হইতে অব্যাহতি পাইয়া পরধাম রামান্দ্রপদ প্রাপ্ত  
হন । শ্রীরাম উচ্চারণ মাত্রেই জীব ব্রহ্মভাব, প্রাপ্ত হয় । এবং  
তৎ বিজ্ঞার্থী স্বীয় চিং সুখে রমণ করে এই কারণে শ্রীরাম নাম  
কে পরব্রহ্ম স্বরূপ বলা হইয়াছে । সমস্ত ব্রহ্ম বাদিরই ইহা  
সিদ্ধান্ত । শ্রীরাম নাম পরম মন্ত্র, পরম পদ, পরম তারক, জন্ম  
মৃত্যু এবং ভয় নাশক । যদি মনে কর অল্পনাম দ্বারা সমস্ত  
পাপ কিরূপে ক্ষয় হয় দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝাইতছি অল্প  
বহ্নি পর্বত সম তৃণ রাশি কে অনায়াসেই জ্বলাইয়া দেয়  
সেইরূপ শ্রীরাম নাম প্রতাপে মোহ মদাদি নষ্ট হয় ।

পুলহ সংহিতা ।

বীজে যথা স্থিতো বৃক্ষঃ শাখা পল্লব সংযুতঃ ।

তথৈব সৰ্ব্ব বেদাশ্চ রকারেষু ব্যবস্থিতাঃ ॥

যথা করণে রত্নানি গুণান্ধজৈর্জনদৃশ্যতে ।

তথৈব সৰ্ব্বমন্ত্রাশ্চ রকারেন্ন ব্যবস্থিতাঃ ॥

রকারোচ্চারণে নৈব বহিনির্ঘাতি পাডকম ।  
 পুনঃ প্রবেশ কালেচ মকারন্তু কপাটবৎ ॥  
 সাবিত্রী ব্রহ্মণা সার্কং লক্ষ্মী নারায়ণেনচ ।  
 শম্ভুনা রাম রামেতি পার্ব্বতী জপতীক্ষুটম ॥  
 রাম রামেতি রামতি স্বপ্ন জাগ্রনুস্তথা নিশি ।  
 যে জপন্তি কলৌ নিত্যং তেবৈ শ্রীরাম রূপিনঃ ॥

পুলহ সংহিতায় পুলহ মুণি বলিতেছেন :—

যেমন বীজের মধ্যে শাখা ফুল ফল বৃক্ষ পূর্ণ ভাবেই  
 নিহিত থাকে সেইরূপ সমস্ত বেদ “র” কারে স্থিত আছে ।  
 যেমন কোটার মধ্যে রত্ন গুপ্তভাবে রক্ষিত থাকে কিন্তু অজ্ঞানী  
 তাহা জানিতে পারেনা সেইরূপ সকল মন্ত্র “র” কারে অবস্থিত  
 আছে । “রা” কার উচ্চারণ মাত্রেই সব পাপ বিনাশ হয় এবং  
 পুনঃ প্রবেশ করিতে না পারে তন্নিমিত্ত “ম” মুখ বন্ধ করে ।  
 ব্রহ্মার সহিত সাবিত্রী নারায়নের সহিত লক্ষ্মী এবং মহাদেবের  
 সহিত শ্রীপার্ব্বতী সর্বদা শ্রীরাম নাম জপ করেন । যাঁহারা  
 স্বপ্নে জাগ্রতে শয়নে নিত্য রাম রাম রামেতি জপ করেন  
 তাঁহারা শ্রীরাম রূপ প্রাপ্ত হন ।

পরশর সংহিতা ।

ব্যাস বাক্যঃ সাস্বং প্রতিঃ—

ন সাস্ব ব্যাধিজং ছঃখং হেয়ং নানৌষধৈরপি ।

রাম নামৌষধং পীত্বা ব্যাধিস্ত্যাগোন সংশয়ঃ॥

কোটা জন্মার্জিতং পাপমৌষধি শান্তিমেতিকিৎ ।  
 কীৰ্ত্তনীয়ং পরং নাম ভব ব্যাধেস্তদৌষধম্ ॥  
 সৰ্ব্ব রোগাপশমনং সৰ্বাধীনাং বিনাশনং ।  
 স্মরন্ত্যং রাম রামেতি মহামৌদৈক মন্দিরম্ ॥  
 শ্রীরাম নাম বিমুখং জীবং শোধয়িতুং ক্ষমম্ ।  
 প্রায়শ্চিত্তং নটৈ বাস্তি কশ্চিৎ সত্যং বচোমম ॥  
 প্রায়শ্চিত্তেষু সৰ্ব্বেষু রাম নাম জপং পরম্ ।  
 যতিনাং রাম ভক্তানাং সৰ্ব্বরীত্যা বিশিষ্যতে ॥

পরশর সংহিতায় সাত্বের প্রতি ব্যাস বাক্যঃ—

হেয় ব্যাধিজ হুঃখ সকল নানাপ্রকার ঔষধি যোগে নষ্ট হয়না। অমৃতময় ঔষধি রাম নাম পান করিলে সৰ্ব্বরোগ নষ্ট হয়। কোটা জন্মার্জিত পাপ ঔষধি দ্বারায় শাস্ত হয়না। পুনঃ পুনঃ রোগের উদ্ভব হইতে থাকে কিন্তু শ্রীরাম নাম স্মরণে ও কীৰ্ত্তনের দ্বারায় সৰ্ব্বরোগ নষ্ট হয় তথা সংসার রোগ নষ্ট হয় অতএব এই ভবব্যাধি মহৌষধ রাম নাম কীৰ্ত্তনীয়। শ্রীরাম নাম সৰ্ব্বব্যাধি এবং মানসিক কষ্টের বিনাশক এবং মহা-আনন্দের মন্দির স্বরূপ। শ্রীরাম নাম হইতে বিমুখ জীবকে কোন শুদ্ধাচরণ শুদ্ধ করিতেও পারেনা এবং তাহার কোন প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হইতে পারেনা আমার এই বচন সত্য সত্য বলিয়া জানিবে। সব প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা মহাপাপ বিনাশক প্রায়শ্চিত্ত শিরোমণি শ্রীরাম নাম, যতি এবং রামভক্তের বিশেষতঃ আর কোন প্রায়শ্চিত্ত অবলম্বন করা উচিত নহে।

শ্রীব্যাস বাক্যং যুধিষ্ঠিরং শ্রুতিঃ—

শ্রীরামেতি পরং জাপ্যং তারকং ব্রহ্ম সংজ্ঞকম্  
 ব্রহ্মহত্যাদি পাপস্বমিতি বেদবিদো বিহুঃ॥  
 শ্রীরাম রামেতি জনা যে জপন্তি চ সর্বদা ।  
 তেষাম্ মুক্তিঞ্চ ভুক্তিঞ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥  
 ব্রহ্মাহত্যাদি পাপানি তৎ সমানি বহুনি চ ।  
 স্বর্ণ স্তেয়ঃ সুরাপান গুরু তল্ল যুতানি চ ॥  
 গোবধাছ্যপপাপনিহ নৃতাং সম্ভবানি চ ।  
 সর্বৈঃ প্রমুচ্যতে পাটৈ কল্লাযুত শতোদ্বৈবৈঃ ॥  
 মানসং বাচকং পাপং কৰ্ম্মণা সমুপার্জিতম্ ।  
 শ্রীরাম স্মরণেনৈব তৎক্ৰণাং নশ্চতি ধ্রুবম্ ॥  
 ইদং সত্যং ইদং সত্যং সত্য মেতদিহোচ্যতে ।  
 রাম সত্যং পরং ব্রহ্ম রামাংকিং চিন্ন বিততে ॥

সুশ্রুতি সংহিতা

দৃষ্টং যেনৈব শ্রীরাম তথা তন্মাম কীর্তনম্ ।  
 কৃতং সর্বশুভং তেন জিতং জন্ম সুচল্ভং ॥  
 কারণং প্রণবস্যাপি রাম নাম জগদ্ গুরুম্ ।  
 তস্মাক্ষেয়ং সদা চিন্তে যতিভিঃ শুদ্ধ চেতসৈঃ ॥  
 প্রমাদাদপি শ্রীরাম নাম উচ্চারিতং জনৈঃ ।  
 ভস্মীভবন্তি পাপানি রোগানিবর সায়নৈঃ ॥

তদেব লগ্নং সুদিনং তদেব, তারাবলং চন্দ্রবলং তদেব ।  
 বিদ্যাবলং দৈব বলং তদেব সীতাপতেনাম যদাম্মরামি ॥  
 সৰ্ব্বাভিলাষং পূর্ণার্থজপেন্নাম পরাং পরং ।  
 \* সৰ্ব্বং ত্যক্ত্বা ততো যাতি হবশ্যং পদমব্যয়ম্ ॥

সুশ্রুত সংহিতায়ঃ—যিনি স্নেহ সহিত শ্রীরাম নাম কীৰ্ত্তন করেন তিনি মনুষ্য জন্মের প্রাপ্তি রূপ বাজি জিতিয়াছেন এবং তিনি সমস্ত শুভ কৰ্ম করিয়াছেন । শ্রীরাম নাম জগৎ গুরু প্রণবের কারণ । অতএব শুদ্ধচিত্তে সদা ধ্যেয় । যাহারা প্রমাদেও শ্রীরাম নাম উচ্চারণ করেন তাহাদের সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হয় এবং রসায়ণ যেক্রপ রোগ নাশ করে সেই রূপ তাহাদের পাপ নষ্ট হইয়া যায় । সেই দিন, সেই লগ্ন, সেই মুহূৰ্ত্ত, সেই নক্ষত্র সেই চন্দ্র শুদ্ধি ও সেই বিদ্যাবল যে সময় শ্রীসীতারাম নাম স্মৃত হয় । সমস্ত মনোরথ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত এই পরাং পর নাম জপ কর । সমস্ত ত্যাগ করিয়া জপ করিলে অবশ্য অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইবে ।

কাত্যায়ন সংহিতা ।

নাম সংকীৰ্ত্তনাজ্জাতং পুণ্যেনোপচয়ন্তি যে ।  
 নানাব্যাধি সমায়ুক্তাঃ শত জন্মসুতেনরাঃ ॥  
 অর্থবাদং পরেনাম্নি ভাবয়ন্তীহযোনরাঃ ।  
 স পাপিষ্ঠো মনুষ্যাণাং নিরয়ে পততিক্ষুটম্ ॥  
 শ্রীরাম নাম মাহাত্ম্যং যাতার্থ্যং শ্রুতিসম্মতম্ ।  
 কুতৰ্কং যে প্রকুৰ্ব্বন্তি তেহধমা পাপযোনয়ঃ ॥

রাম রামেতি রামেতি প্রত্যহং বক্তিস্থানরঃ ।

সম্যক্ পূজায়ুতং পুণ্ড্রং তীর্থকোটি ফলং লাভেৎ ॥

যন্ত পুত্রশুচিদক্ষ পূর্ব্ববয়সি ধার্মিকঃ ।

রাম নাম পরং নিত্যং তৎপুত্রং কবয়ো বিদুঃ ॥

কাত্যায়ন সংহিতায় উক্ত আছে:—

যাঁহারা শ্রীরাম নাম কীৰ্ত্তন জাত পুণ্ড্র সঞ্চয় করেন না তাঁহারা সহস্র জন্ম ধরিয়া নানাব্যাধি পীড়িত রহেন। শ্রীরাম নাম মহিমা সম্বন্ধে যাঁহারা অর্থবাদ কল্পনা করে তাঁহারা পাপিষ্ঠ এবং নরকে পতিত হয়। শ্রীরাম নাম মাহাত্ম্য সমস্ত ঋতি-সম্মত অতএব তদ্বিস্ময় কুতর্ক করা মহাপাপ। প্রত্যহ যিনি রাম নাম জপ করেন তিনি সম্যক পূজাজাত পুণ্য এবং তীর্থ কোটীর ফল লাভ করেন। যে পুত্র অল্প বয়স হইতেই শুচি, দক্ষ, ধার্মিক এবং রাম নাম পরায়ণ, সজ্জনগণ তাহাকেই পুত্র বলেন বাকী মূত্র মাত্র।

বৈশ্বানর সংহিতা ।

নদেশ কাল নিয়মোন শৌচাশৌচনির্ণয়ঃ ।

বিভূতে কুত্রচিন্মৈব রাম নাম্নি পরেশুচৌ ॥

রামেতি নিত্যং যোভক্ত্যাক্রিয়াৎ রাত্রিদিবং নরঃ ।

মহাপাতককোটিভ্যোমুক্তঃ পুত্ৰোভবেত্তুসঃ ॥

রাম নামাত্মকং মন্ত্রং সততং কীৰ্ত্তয়ন্তিযে ।

সর্ব্বরোগ বিনিমুক্তো মুক্তিমাশ্নোতি ত্বল ভা ॥

শ্লেচ্ছ তূল্যা কুলিনাস্তে যে ন ভক্তা রঘুন্তমে ।

সংকীর্ণমোনয়ঃ পুতানামগৃহস্থিযে সদা ॥

নাস্তি নাস্তি মহাভাগ কলে যুগসমং যুগম্ ।

স্মরণাৎ কীর্তনাচ্ছ লভতে পরমং পদং ॥

শ্রীবৈশ্বানর সংহিতায় :—

শ্রীরাম নাম জপের জন্ত কোন দেশ কাল শুচি, অশুচি কোন অবস্থা দিগ্ধ কোন নিয়ম নাই, সর্বদা সকল স্থানে সর্বাবস্থায় জীব মাত্রেই রাম নাম রটনের অধিকার আছে । রাম নাম নিত্যশুচি, ইহাকে কেহ কখন অশুচি করিতে পারেনা । শ্রীরাম নাম যিনি শ্লেহপূর্বক রাত্রিদিন গ্রহণ করেন তিনি কোটী কোটী মহাপাতক হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্র হইয়া যান । রাম নামাত্মক মন্ত্র যিনি সতত কীর্তন করেন তিনি সর্বরোগ বিনিস্কৃত হইয়া জলভা মুক্তি প্রাপ্ত হন । মহাউত্তম কুলীনও যদি রাম নামে ভক্তি করিতে না পারেন তিনি শ্লেচ্ছতূল্য এবং সংকীর্ণ যোগীর স্থায় । অপবিত্র মহানীচও রাম নাম গ্রহণ করিলে সে মহাপবিত্র হয় । কলিযুগের সমান আর যুগনাই কারণ সকলেই নাম স্মরণ ও কীর্তনের দ্বারা এইযুগে বিনাশ্রমে পরম পদ প্রাপ্ত হয় ।

বাৎসায়ন সংহিতা

তুলা পুরুষ দানানি দত্ত্বা যৎ কলমাপ্নোতে ।

অস্ম্যৎ অসংখ্যগুণিতং রাম নাম্নাপিসং লভেৎ ॥



শ্রীরাজ বালহাচৈব যশ্চ বিশ্বাস ঘাতক : ।  
 সৰ্বাপহারী পাপিষ্ঠো মার্গলো গ্রামদাহক : ॥  
 মাতৃগামীসুরাপশ্চ ভূতক্ষক্ সৰ্বনিন্দক : ।  
 মাতৃহাপিতৃহাচৈব ভ্রূণহা গুরুতল্লগ : ॥  
 তেচাত্তে চৈব পাপিষ্ঠ মহাপাপযুতাশ্চযে ।  
 সৰ্ব পাঠৈ প্রমুচ্যন্তে রাম নাম্ন স্ত কীর্তনাং ॥  
 হেম ভার সহস্রৈশ্চ কুরুক্ষেত্রে রবিগ্রহে ।  
 গজাস্ব রথ দানৈশ্চ দেবালয় প্রতিষ্ঠয়া ॥  
 সেবনৈঃ সৰ্বতীর্থানাং নপোনির্বি বিধৈশ্চকিম্ ।  
 শ্রীরাম নাম্নি সততং নিত্যং যন্তাস্তি নিশ্চয়ং ॥  
 ঘোরে কলি যুগে প্রাপ্তে সৰ্বদোষৈক ভাজনে ।  
 রাম নাম রতা জীবা স্তে কৃতার্থা স্ত জীবনঃ ॥  
 রাম নাম পরা যে চ ঘোরে কলিযুগে দ্বিজাঃ  
 ত এব কৃতকৃত্যশ্চ ন কলি বর্ধতেহিতান্ ॥  
 সমস্ত জগদাধারং সৰ্বেশ্বরমখণ্ডিতং ।  
 রাম নাম কলৌ নিত্যং যে জপন্তি সমাদরাৎ ॥  
 তে ধন্যাঃ পূজনীয়াশ্চ তেবাম্ নাস্তি ভয়ং কচিৎ ।  
 সত্যং বদামি বিপ্রেন্দ্র নাতৃথা বচনং মম ॥

বাৎসায়ন সংহিতায় :—তুলট দান করিয়া যে ফল পাওয়া যায় তাহার অসংখ্য গুণিত ফল রাম নামদান করিতে সমর্থ ।  
 রাজা—বালঘাতী, বিশ্বাসঘাতক, সর্বস্বঅপহারী পাপিষ্ঠ গ্রাম দাহক, মাতৃগামী, মদিরা পায়ী, সর্বভূতদ্রোহী সৰ্ব নিন্দক

মাতৃ ও পিতৃ স্বাতী, ভ্রূণ স্বাতী, গুরুতল্লগামী পাপিষ্ঠগণ অশ্রু  
অত্যন্ত পাপ যুক্ত মহাপাপীগণ রাম নাম কীর্তনের দ্বারা  
সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। স্বর্ণের ভার, মণি মুক্তা, হস্তি, অশ্ব  
ইত্যাদি দেবালয় প্রতিষ্ঠাদির দ্বারায় যে পুণ্য লাভ হয় এবং  
তীর্থাদি পর্যটনদ্বারা যে পুণ্য অর্জিত হয় সেই সকল পুণ্য  
রাম নাম দানে সমর্থ। মহাঘোর কলিযুগ সর্ব দোষের আকর।  
শ্রীরাম নাম রত জীব এই যুগে কৃতার্থ এবং সুজীবী। হে  
দ্বিজগণ এই কলিযুগে যাহারা রাম নাম পরায়ণ তাহারাই  
কৃতকৃত্য এবং কলিযুগ তাহাদিগকে কোন প্রতিবন্ধক দিতে  
পারে না। সমস্ত জগতের আধার অখণ্ডিত সর্বেশ্বর রাম নাম  
কলিযুগে যিনি সমাদরে জপ করেন তিনি ধন্য, পূজনীয় এবং  
নির্ভয়। হে বিপ্রেন্দ্র আমি তোমাকে সত্যসত্য বলিতেছি।  
আমার বচন মিথ্যা হইবার নহে।

### মহাশঙ্কু সংহিতা

যত্র কুত্রাপুণ্ডে দেশে ভবেৎ রামাঙ্কু কীর্তনম্।

সর্ব তীর্থাদিকং বিদ্ধি মহাঘোষহরং হিতং ॥

শ্রীরাম নামাখিল মন্ত্রবীজং, সঞ্জীবনং চেৎ হৃদয়ে প্রবিষ্টম্।

হলাহলং বা প্রলয়ানলং বা মৃত্যোমুখং বা বিশতাং কুতোভিঃ ॥

মহাশঙ্কু সংহিতায় শ্রীশিববাক্যঃ—মহা অপবিত্র দেশে  
যথাতথা বা শ্রীরাম নাম উচ্চারণ অনন্ত সর্বতীর্থ সেবা হইতেও  
অধিক এবং মহাপাপ পুঞ্জ নাশক। শ্রীরাম নাম সমস্ত মন্দের

বীজ এবং হৃদয়ে প্রবিষ্ট মৃতসঞ্জীবনীর কার্য্য করে। মহাপ্রলয়  
কিংবা মহামৃত্যু প্রবেশ করিতে তাঁহার কিঞ্চিৎমাত্র ভয় হয় না।

তত্রৈব শ্রীজানকীবাধ্যং শ্রীরামং প্রতি :—

প্রণবং কে চিদাহবৈ বীজং শ্রেষ্ঠং তথাগরে।

তত্ত্বুতে নাম বর্ণাভ্যাং সিদ্ধিং আশ্নোতি মে মতম্ ॥

রামেতি নাম মাত্রস্ত প্রভাবমতি দুর্গমম্।

মৃগয়ন্তিততদ্বদাঃ কুতোমন্ত্বেস্যতে প্রভো ॥

রাম নাম প্রভাবেন স্বয়ন্তুঃ সৃজতে জগৎ।

বিভর্তি সকলং বিষ্ণু শিব সংহরতে পুনঃ ॥

উক্ত সংহিতায় শ্রীজানকীজী শ্রীরামচন্দ্রকে বলিতেছেন :—

প্রণবকে অথবা একাক্ষর বীজকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্র বেদজ্ঞগণ  
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পরন্তু উভয় মন্ত্রই আপনার নামে যে  
“র” কার “ম” কার দুটি বর্ণ আছে তাহা হইতে সিদ্ধ হয়।  
“রাম” এই নামের প্রভাব অতি দুর্গম। সমস্ত বেদ তাঁহারই  
মাহাত্ম্য অনুসন্ধান করে কিন্তু পার পায় না। এবং উহা  
হইতেই মন্ত্রাদি উৎপন্ন হয়। শ্রীরাম নাম প্রভাব বলে ব্রহ্মা  
জগৎ সৃজন করেন বিষ্ণু ধারণ করেন এবং শিব সংহার করেন।

পতঞ্জলি সংহিতা

পৃথ্বীশস্য সম্পূর্ণং দত্তায়ং ফলমশ্নুতে।

রাম নাম সঙ্কল্পস্তা ততোনস্তপ্তগং ফলং ॥

রামেতি নাম পরমং মন্ত্রাণাম্ বীজমব্যয়ম্।

যে কীৰ্ত্তয়ন্তি সততং তেবাম কিঞ্চিন্নদুর্লভম্ ॥

রাম নাম পরম ব্রহ্ম ত্যক্ত্বা বাৎসল্য সাগরম্ ।  
 অশ্রুতা শরণং নাস্তি সত্যং সত্যং বদাম্যহম ॥  
 নামসংকীৰ্ত্তনাদেব সম্পূৰ্ণ ফলদায়কং  
 অন্যৎ ফলং সৰ্বং মোক্ষাবধি মশংসয়ম্ ।  
 কলৌ যুগে রাঘব নাম তৎ সদা, পরং পদং যাত্যনয়াসতো ঐশ্বৰ্যম্ ।  
 সৰ্বৈষুগে: পূজিতং উন্নতং যুগং, সমস্ত কল্যাণ নিকেতনং বরং ।  
 মাজ্জল্যং সৰ্বপাপপ্লবং আযুষ্যং অখিলেষ্টদম্ ।  
 ভক্তি মুক্তি প্রদং পুণ্যং রাম নামস্ত কীৰ্ত্তনম্ ॥  
 যেহর্নিশং জগদ্ধাতু রাম নামস্ত কীৰ্ত্তনম্ ।  
 কুৰ্ব্বন্তি তান্ নর ত্র্যাছানন্ কলিবাধতে কচিৎ ॥  
 শমায়াং জনং বহুস্তমসো ভাস্করোদয়ে ।  
 শান্তিঃ কলেরঘোঘস্য নাম সংকীৰ্ত্তনং বরম্ ॥  
 নাম সংকীৰ্ত্তনং তস্য ক্ষুণ্ণটুংসং স্মলনাদিষু ।  
 যঃ করোতি মহাভাগ তস্য তুষ্টিতি রাঘবঃ ॥

মুণী পতঞ্জলীর বচন যে, পৃথিবীর সমস্ত শস্ত্র দানে যে ফল হয় সেই ফল একবার রাম নামে অনায়াসে হয় । শ্রীরাম নাম পরম মন্ত্র গণের অব্যয় বীজ । যাঁহারা সদা কীৰ্ত্তন করেন তাঁহাদের কোন পদার্থই ছলিত হয় না । কৃপা, করুণা বাৎসল্যাতির গুণ সাগর পরম ব্রহ্মরূপ শ্রীরাম নাম ছাড়িয়া অশ্রু কোন গতি নাই । ইহা আমার সত্য সত্য বচন জানিবে । নাম সংকীৰ্ত্তনই সম্পূৰ্ণ ফল দায়ক আর অশ্রুসব সাধন তুচ্ছ দাতা এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্ত ঐরূপ । কলিযুগে রাঘবের নাম

স্মরণের দ্বারায় অনায়াসে পরম পদ নিশ্চয় প্রাপ্ত হওয়া যায় ।  
 এই কলিযুগ অতীব পরম উত্তম যুগ এবং সর্ব যুগ পূজিত ।  
 কারণ সাধারণ জীবও নাম প্রভাবে পরম পদ প্রাপ্ত হয় ইহাই  
 সর্ব যুগ হইতে পূজিত উন্নত এবং সমস্ত কল্যাণের নিকেতন ।  
 শ্রীরাম নাম কীর্তন মহামঙ্গলময় সর্ব পাপঘ্ন । আশু সমস্ত  
 মনোরথ প্রদ, ভুক্তি মুক্তি এবং ভক্তি প্রদায়ক । নিরন্তর যাহারা  
 উচ্চারণ করেন তাহাদের কলি কোন বাধা দিতে পারে না ।  
 অগ্নিকে শাস্তি করিতে জলই সমর্থ এবং অন্ধকারকে নাশ করিতে  
 সূর্যোদয়ই সমর্থ সেই রূপ শ্রীরাম নাম কলি কালের পাপ পুঞ্জ  
 নাশ করিতে ও শাস্তি দানে পরম সমর্থ । ক্ষুধা, তৃষ্ণা,  
 স্থলনাদি ছুঃখ কালেও যেন তেন প্রকারে যিনি রাম নাম  
 উচ্চারণ করেন তাহার উপর রাঘব প্রসন্ন হন !

### বৈশম্পায়ন সংহিতা—

সর্ব ধর্ম বহিভূতাঃ সর্ব পাপ যুতস্তথা ।  
 মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো রাম নামানু কীর্তনাৎ ॥  
 ত্রবীমি বাক্যং ঋতিশাস্ত্র সারং, শৃষ্বতু তৎ সর্বজনাঃ পবিত্রং ।  
 রামেতি বর্ণদ্বয়ম্ আদরেন, জপস্ত সর্বৈষমুনিভিঃ প্রদীষ্টম্ ॥  
 রাম নাম জপাদেব মহাপাতক কোটয়ঃ ।  
 বিনশ্যন্তি মহাভাগ অনায়াসেন তৎক্ষণাৎ ॥  
 জীবনং রাম ভক্ত্যশ্র বরং পঞ্চদিনানিচ ।  
 তত্ত্বনাম বিহীনস্ত কল্প কোটী শতানিচ ॥

বারাং নিধৌ পততু গচ্ছতুবা হুতাশং ।

বক্ষ্যাথবা ভবতু তজ্জনী খরারেঃ ॥

ভক্তির্নয়ন্তু বিমলেশ্বর নাম্নি শুদ্ধে ।

জীবচ্ছবো জগতি গর্হিত কস্মকর্তা ॥

বৈশম্পায়ণ সংহিতা :—যে জীব সকল ধর্ম রহিত সর্ব  
পাপ যুত সে নিঃসন্দেহ রাম নাম কীর্তনের দ্বারা মুক্ত হয় ।  
আমি সকল শ্রুতি এবং শাস্ত্রাদির সার বলিতেছি সকলে  
সাবধান হইয়া শ্রবণ কর । রাম এই দুইটী বর্ণ সাদরে জপ  
করা সর্ব মুণীগণের প্রদীপ্ত । রাম নাম জপে কোটী কোটী  
মহা পাতক অনায়াসে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় । শ্রীরাম  
নামানুরাগীর ৫ দিন জীবন ধারণ ও বহু মূল্য । আর রাম নাম  
স্নেহ বর্জিত ব্যক্তির কোটী কল্প জীবন ধারণ বৃথা । সমুদ্রে  
পতিত হউক অথবা অগ্নিতে দগ্ধ হউক অথবা মাতা বক্ষা হউক  
জীবন্তে সে মৃত যার অখিলেশ্বর সর্বদা বিগুহ রাম নামে  
প্রীতি না হয় সে জীবন্তে মৃত এবং তাহার বৃথা জগৎগ্রহণ মাত্র ।

গার্গেয় সংহিতা—

ধর্মরাজ বাক্যং ছুতান্ প্রতি—

দূতা শৃঙ্গধ্বং মম শাশনং ধ্রুবং, সদৈব মাজল্য করং সুখাবহম্  
স্বরস্তুি যে রাঘব নাম নির্মূলং

ন তত্র যাত্রা ভবতি শুভা বহা ॥

সাংকেত রীত্যাথ ভয়েন ক্লেশাৎ অন্তেপি শ্রীরামমুদাহরন্তি

তে পুণ্য ভাজো মহুজামহাস্ব কান্ ন তত্র যাত্রা ভবতি শুভাবহা ॥

বয়ং সদা নাম সুহৃদগণে রতা, স্তুত্বৈবতজ্জাপক পাদসেবকাঃ ॥

প্রভাবতোযন্ত হরীশ ব্রহ্মা বিভক্তি বিখং সলয়ং সংস্কৃতবন্ ॥

তস্মাৎ প্রসাদং উৎসৃষ্ট হুরতঃ কিকরাঃ সদা ।

শ্রীরাম নাম সম্পন্নে গৃহে গচ্ছেতুনৈবহি ॥

কর্তব্যব্যাক্যমাকর্ণ স্বামিনো মম সাম্প্রতম্ ।

ধার্য্য এবং প্রযত্নেন মহামোহৈকনাশনম্ ॥

পার্গেয় সংহিতায় ধর্ম্মরাজ হৃতদিগের প্রতি বলিতেছেন—

হে হৃতগণ আমার আজ্ঞা শ্রবণ কর, সুখাবহ পরম মঙ্গল-  
ময় শ্রীরাম নাম যে কোন প্রকারেই হউক যে কেহ স্মরণ করে  
তথা তোমরা ভুলিয়াও যাইও না । সঙ্কটে ভয়ে বা ক্রোশে  
যে শ্রীরাম নাম উচ্চারণ করে তাহার পাপ ভগবান দূর করিয়া  
দেন । এবং তাহার। স্মৃতিশালী হইয়া যায় । উহাদের  
সঙ্গে যদি তোমরা যাও তাহা হইলে তোমরা বিশেষ কষ্ট  
পাইবে । হৃতগণ ! সাবধান হইয়া শুন—শ্রীরাম নামানুরাগীর  
গুণ আমি বলিতেছি । যাহারা শ্রীরাম নাম জপ করে যাহারা  
সদা সেবকতা করে তাহার। মহাত্মা, ঈশ্বর সম পূজ্য, অধিক কি  
বলিব এই রাম নাম প্রভাবে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সৃজন পালন  
সংহার করিতেছেন । অতএব তোমরা শ্রীরাম নাম আশ্রিত  
গৃহে যাইও না । উহা আমার স্বামীর গৃহ বলিয়া জানিবে ।  
আমি তোমাদের কর্তা । আমার উপদেশ শুদ্ধ হৃদয়ে ধারণ  
কর তোমাদের ও মোহ নষ্ট হইয়া যাইবে ।

বৃহৎ বশিষ্ঠ সংহিতা

শ্রীবশিষ্ঠ বাক্যঃ রাজকুমারঃ প্রতি :—

• হিমা সকল পাপানি লঙ্কা মুকুতসঞ্চয়ম্ ।  
স পুত্রো জায়তে ধীমান্ রামনামানুকীর্ণনাং ॥  
রাম রামেতি রামেতি কীর্তয়েৎ শুদ্ধ চেতসা ।  
রাজশূর্য সহস্রাণাং ফলং আপ্নেতি মানবঃ ।

তত্রৈব শ্রীনারদ বাক্যঃ মুনীন্ প্রতি :—

ঐকতঃ সর্বতীর্থানি জলং চৈব প্রয়াগজম্ ।  
শ্রীরাম নাম মহাত্ম্যং কলাং নার্হতি বোড়শীম্ ।  
অজ্ঞানানং নেত্রং উৎকৃষ্টং স্বচ্ছং শ্রীনাম মঙ্গলং  
বহিরাণাং যথা কর্ণে পদ্মনাম হস্তপাদকং

বশিষ্ঠ সংহিতায় রাজ কুমার প্রতি তাঁহার বাক্য :—

সকল পাপ ত্যাগ করিয়া সকল মুকুতি সঞ্চয় করিয়া  
রামনামানুকীর্ণনের ফলে ধীমান জীব পবিত্র হইয়া যায় ।  
যিনি শুদ্ধচিত্তে শ্রীরামনাম উচ্চারণ করেন সেই মহাত্মা কোটী  
রাজশূর্য যজ্ঞের ফল লাভ করেন ।

উক্ত সংহিতায় মুণিদিগের প্রতি নারদের বাক্য :—দাঁড়ী  
পাল্লার একদিকে সমস্ত তীর্থ তথা প্রয়াগের জল আর সমস্ত  
মুকুতি সমূহ স্থাপন কর । তাহা রাম নাম মহাত্ম্যের  
বোদ্ধশ অংশও হইবে না । বাহারা অন্ধ, এবং বন্ধির তাহাদের



পরম সুন্দর নেত্র ও শ্রবণ । সুখভবন, মঙ্গলময় শ্রীরাম নাম ।  
হস্তহীন পদহীনের হস্ত পদ ।

### গালবীয় সংহীতা

আশ্রমঃ সর্বজন্তুনামাধাররহিতাশ্রনাং

জননী তাতবৎ নিত্যং পোষকং সর্ব দেহিনাং ॥

শ্রীরাম নাম নিরাধারের আধার এবং সর্বজন্তুর আশ্রয়  
এবং সর্বদেহির পোষক পিতামাতা ।

২৩

### সুদর্শন সংহিতা

চাতকাণাং চকোরাণাং ময়ূরাণাং তথা শুভং ।

লক্ষ্মণং দোষ নিমুক্তং ধার্য্যং শ্রীনাম তৎপরৈঃ ॥

হুঃখাদিকং সমং কৃতা দ্বন্দ্ব ধর্ম্ম বিহায় চ ।

ভজেন্নিরাময়ং নাম চিত্তমাকুষ্য সর্বতঃ ॥

শ্রীরাম নাম মাত্র যামাদৌ চিত্তস্য ধারণা ।

কৃতা পশ্চাৎ সুধীধ্যানং রেফস্ত্রৈব বিবেকতঃ ॥

প্রণবাদিংশ্চ মন্ত্রাংশ্চ রামনাম্নি সমভ্যসেৎ ।

যথা গুরুরূপদেশেন নিত্যমেকাগ্রমানসৈঃ ॥

এবং রীত্যা জপেন্নিত্যং তদা স্বপ্নং উপাগতঃ ।

জায়তে পরমা সিদ্ধিবিরক্তি ভক্তিরুজ্জ্বলাঃ ॥

সুদর্শন সংহিতায় :—শ্রীরাম নাম জাপকের চাতক, চকোর,  
ও ময়ূরের দৃষ্টান্ত স্মরণ ও ধারণা রাখা উচিত । চাতকের স্মায়

অনন্ত ভাবে জলের জন্ত উচ্চারণ (ডাক্) চকোরের স্থায় চন্দ্রের  
জ্যোৎস্নার প্রতি একরস ধ্যান, এবং ময়ূরের মত শব্দ শ্রবণ প্রতি  
আকর্ষণ। সুখ দুঃখ সমান করিয়া মান অপমান সহ্য করিয়া  
সর্বদিক হইতে চিন্তকে প্রত্যাহার করিয়া নিরাময় রাম নাম  
ভজন করা কর্তব্য। ওঁকারাদি সমস্ত মন্ত্রকে শ্রীরাম নাম  
নিবিষ্ট বিচার করিবে। শ্রীরাম নাম ভিন্ন আর কিছু জানিবার  
প্রয়োজন নাই, সদগুরু যে রীতিতে নাম অভ্যাস করিতে বলিয়া  
দিয়াছেন সেই রীতিতে একান্ত হইয়া মন লাগাইয়া বসিতে  
হইবে। এইরূপে যিনি শ্রীরাম নাম অভ্যাস করেন অচির  
কাল মধ্যেই তিনি সিদ্ধি বৈরাগ্য এবং উজ্জ্বলা ভক্তি লাভ  
করেন।

২৪

### শিব সংহিতা

নারায়ণাদিনামানি কীর্তিতানি বহুতাপি ।  
সম্যগ্ ভগবত স্তেষু রাম নাম প্রকাশকম ॥  
নারায়ণাদি নামানি সাকারৈশ্বর্যমুত্তমং ।  
নিত্যং ব্রহ্মনিরাকারং ঐশ্বর্যং বৈ বিভাতি চ ॥  
উভয়ৈশ্বর্যম্যানু নিত্যোরাম দশরথাত্মজঃ ।  
সাকেতে নিত্যমাধুর্য্যে ধাম্নি সংরাজতে সদা ॥  
রাম নাম পরং তত্ত্বং হয়ো কারণং উজ্জ্বলম্ ।  
তন্তু সংস্মরণাদেব সাক্ষাৎ রামালয়ং ব্রজেৎ ॥

নাম স্মরণ মাত্রেণ নামী সম্মুখতাং লাভেৎ ।

তস্মাৎ শ্রীরামনামস্মৃতি কীর্তনং সর্বদোচ্চিতম ॥

“রা” কারন্তু পরাশক্তি সর্ববশক্ত্যাভিবল্লিতা ॥

শিব সংহিতায় :—পরমেশ্বরের শ্রীনারায়ণাদি অনন্ত নাম কীর্তিত হয়। ঐ সকল নামের প্রকাশক শ্রীরাম নাম। নারায়ণ হইতে যত নাম ভগবানের আছে প্রায় সকলেই সাকার বিভূতি বা ঐশ্বর্য্যময়। আর নিত্যব্রহ্ম নিরাকার ইত্যাদি নামও তাহার একরস ব্যাপকত্বের পরিচায়ক অর্থাৎ নারায়ণাদিনাম সগুণ ঐশ্বর্য্যময় এবং ব্রহ্ম, নিত্য, নিরীহাদি নাম ও ভগবানের নাম কিন্তু তাহারা নিগুণ বিভূতির বাচক। শ্রীরাম নাম সাকার নিরাকার উভয় বিভূতি সম্পন্ন। উভয় এবং সেই উভয় বিভূতিসম্পন্ন দাশরথি শ্রীরামচন্দ্র মহামাধুর্য্যময় শ্রীসাকেত ধামে সপরিকর বিরাজিত আছেন। শ্রীরাম নাম সাকার নিরাকার উভয় তত্ত্বেরই সমুজ্জল কারণ, তাহা স্মরণ করিলে জীব সাক্ষাৎ রামধামে গমন করে। নাম স্মরণ মাত্রেই নামী সম্মুখতা প্রাপ্ত হন। অতএব সর্বদা শ্রীরামনাম কীর্তন কর্তব্য। “র”কার পরব্রহ্ম শ্রীরামের বাচক আর “ম”কার সর্ববশক্তি নমস্তুত আদি পরাশক্তি।

২৫

লোমশ সংহিতা

সমস্ত প্রত্যয় লোকে ষষ্ঠ শ্রীরাম নামতঃ ।

ভিন্নং প্রতীয়তে বিপ্র সত্যং সত্যং বদাম্যহম ॥

লৌকিকা বৈদিকাঃ সর্ব্বৈ, শব্দাঃ শ্রীরামনামতঃ ।

সমুদ্ভবন্তি লীয়েন্তে কালে কালে ন সংশয়ঃ ॥

যথা ভুশুণ্ডি শব্দেন পলায়েন্তে খগামুণে ।

তরুং বিহায় বৈ তদ্বৎ রামনাম্না দুরাশয়াঃ ॥

যথা চিন্তামণে স্পর্শাৎ দারিদ্র্যং যাতি সংক্ষয়ম্ ।

তথা শ্রীরাম নাম্নাবৈ মোহ জালমসংশয়ম্ ॥

রামেতি দ্ব্যক্ষরং নাম মানভঙ্গ পিনাকি নঃ

অভেদো বোধ্যতে তেন সততং নাম নামিনোঃ

লোমশ সংহিতায় :—সমস্ত প্রতীতি সিদ্ধি শ্রীরাম নাম  
হইতে হয় ইহা সত্য বলিতেছি। লৌকিক বৈদিক সমস্ত শব্দই  
শ্রীরাম নাম হইতে সিদ্ধ হয় এবং কাল হইতে উদ্ভব এবং  
ইহাতে লীন হয়। যেমন ভুশুণ্ডির শব্দ শুনিয়া পক্ষীগণ বৃক্ষ  
হইতে উড়িয়া যায় তথা শ্রীরাম নাম শ্রবণ মাত্রেই শরীর হইতে  
সব পাপ ছাড়িয়া যায়। যেমন চিন্তামণি স্পর্শে দরিদ্রতা  
নষ্ট হয় সেইরূপ শ্রীরাম নাম সম্বন্ধ হইতে মোহজাল নিশংশয়  
বিনষ্ট হয়। শ্রীরাম নাম দুটি বর্ণ শিবের মান ভঙ্গকারি  
অতএব নাম নামী অভেদ বলিয়া জানিবে।

তত্রৈব লোমশ বাক্যং :—

একদা মুনয়ঃ সর্ব্বৈ শৌনকাচ্চা বহুশ্রুতাঃ ।

নেমিষে স্মৃতমাসীনংপ্রশ্নং ইদমাদরাৎ ॥

অজ্ঞান ধ্বাস্তু বিশ্বংসোহনন্তঃকোটি সমপ্রভঃ ।

কাথিতো ভবতাং পূর্ব্বং তদ্বদম্ব মহামতে ॥

শ্রীসুতউবাচ :—

শৃগুধ্বং মুনয়ঃ সৰ্বে রহস্যং পরমাস্তুতম্ ।  
পার্বতী শিব সংবাদং চতুৰ্গং প্রদায়কম্ ॥  
কৈলাস শিখরাসীনং দেবদেবং জগদগুরুম্ ।  
লোকানাং চ হিতার্থায় পশুচ্ছে গিরিকন্ধ্যকা ॥

পার্বত্য উবাচ :—

দেব দেব মহাদেব সৰ্বজ্ঞ পরমেশ্বর ।  
তত্ত্ব জ্ঞাতং ময়াপূৰ্ব্বং মন্ত্ৰ তন্ত্ৰাণ্যনেকধা ॥  
সৰ্ব ধৰ্ম্মানি জীবনাং ব্যবহারানি যানিচ ।  
ইদানীং শ্রোতুচ্ছামি কিংতত্ত্বং কৃতনিশ্চিতম্ ॥  
গুহ্যং গুহ্যতরং গুহ্যং পবিত্রং পরমং চযৎ ।  
সুভং সুগমোপায়ং অনায়াসেন সিদ্ধিদম্ ॥

শিব উবাচ :—

ধন্যাসি কৃত পুণ্যাসি যদিতে মতিরিদৃশী ।  
পৃষ্ঠাং লোকোপকারায় তস্মাৎ প্রবদাম্যহম্ ॥  
রহস্যং পরমং প্রেষ্ঠং সৰ্ব সিদ্ধি প্রদায়কম্ ।  
রাম নাম পরং তত্ত্বং সৰ্ব শাস্ত্রেষু প্রস্তুতম্ ॥  
যস্য নাম প্রভাবেন সৰ্বজ্ঞোহম্ বরাননে ।  
রাম নাম্নঃ পরং তত্ত্বং নাস্তি কিঞ্চিৎ জগদ্রয়ে ॥  
রাম ভজ্যং পরিত্যজ্য যোহুদেবমুপাসতে ।  
কুন্তী পাকে মহাঘোরে পচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

অজ্ঞানাং অথবা জ্ঞানাং রামেতি দ্ব্যক্ষরং বদেৎ ।  
 জন্ম কোটী কৃতং পাপং নাশ মায়াতি তৎক্ষণাৎ ॥  
 যজ্ঞদান তপতীর্থ স্বাধ্যায়াদ্যাশ্চ বোধতঃ ।  
 কোটী সংখ্যং রাম নাম্নি পবিত্র্যং বর্ন্ততে প্রিয়ে ॥  
 ততঃ কোটী গুণং পুণ্যং সীতানাং সনাতনং ।  
 ইতিমহা ভজন্তে তান্ মুনয়ো নারদাদয়ঃ ॥  
 বাবল্ল কীর্তয়েৎ অস্ত্র নাম কল্লষ নাশনম্ ।  
 অনস্ত্র কোটী জপ্তোহপি ন রাম ফল সাধকঃ ॥  
 সীতয়া সহিতং যত্র রাম নাম প্রকীর্তীতম্ ।  
 ন তত্র নাম দোষানাং প্রবৃত্তিস্থাৎ কথঞ্চন ॥  
 সাঙ্গাঃ সহরহস্তাশ্চ পঠিতা বেদরাশয়ঃ ।  
 কৃতাস্চ সকলাঃ যজ্ঞা যেন রামেতি কীর্তিতম্ ॥  
 রামেতি দ্ব্যক্ষরং নাম যত্র সংকীর্ত্যতে বৃধৈঃ ।  
 তত্রাবির্ভূয় ভগবান্ সৰ্ব্ব ছুঃখং বিনাশয়েৎ ॥  
 অজ্ঞান তিমিরোদ্ভেদং কোটী সূর্যোন্দু ভাস্করং ।  
 জ্ঞানামৃতপয়োবাহং রাম নাম সদা জপেৎ ॥  
 কিং কার্য্যং বৈদিকৈঃ শব্দৈঃ কিংবা মন্ত্রৈশ্চ তান্ত্রিকৈঃ ।  
 কিং কৰ্ম্মনাচ জ্ঞানেন কিমন্তৈঃ তপসাত্মনৈঃ ॥  
 স্বর্ন্তব্যং রাম নামৈকং শ্রোতব্যং চৈব সৰ্ব্বদা ।  
 পঠিতব্যং কীর্তিতব্যং চ শ্রদ্ধাযুক্তৈ দিবানিশম্ ॥  
 বিধিরুক্তং সৰ্বদেবাস্ত্র ননিষেধঃ কচিৎ ভবেৎ ।  
 সৰ্ব্ব দেশে সৰ্ব কালে সর্বৈবশ্চ নর জাতিভিঃ ॥  
 ইদমেকং সদা কার্য্যং শ্রদিচ্ছেৎ শুভ মাঙ্গল্যনঃ ।

চতুর্বর্গ প্রদানোপি সমর্থো রঘু পুঙ্গব ॥  
 ধ্যানাৎ জ্ঞানাৎ চ সততং নাম মাত্রস্ত কীর্তনাৎ ।  
 ইত্যুক্তং বঃ প্রিয়ং সর্বং ময়াদেবর্ষি পুঙ্গব ॥  
 নাতোপি বেদিতব্যং স্যাৎ ভবতাং তত্ত্বমীয়ুযাম্ ।  
 সিদ্ধান্ত সর্ব শাস্ত্রানাম্ ভবতাং সমুদীহ্যতম্ ॥  
 ইতিতে কথিতং দেবী রহস্যং পরমাদৃতম্ ।  
 গোপনীয়ং প্রযত্নেন যেন শ্রেয়োহি অবাপ্যসি ॥  
 ইতিতে কথিতং দেবী রহস্যং পরমাদৃতম্ ।  
 গোপনীয়ং প্রযত্নেন যেন শ্রেয়োহবাপ্যসি ॥

ঐ সংহিতায় লোমশ মুণির বচন, একদা নৈমিষারণ্যে  
 অষ্টাশীতি সহস্র বিজ্ঞ শিরোমণি শৌনকাদি মুণীশ্বরগণ সমবেত  
 হইয়া স্মৃতকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি অজ্ঞান তম বিধ্বংসকারী  
 অনন্ত কোটি প্রভায়ুক্ত অর্থ শ্রীরাম নামে বর্তমান বলিয়াছিলেন  
 এক্ষণে কৃপা পূর্বক তাহার স্বরূপ বর্ণন করুন । শ্রীস্মৃত বলিয়া-  
 ছিলেন হে মুণীগণ পরম রহস্য যুক্তচতুর্বর্গ প্রদায়ক পার্বতী শিব  
 সংবাদ আপনাদের বলিতেছি শ্রবণ করুন । কৈলাশ পর্বতে  
 জপগুরু শ্রীমহাদেব সুখাসীন হইয়া বসিয়া আছেন এমন সময়  
 ত্রিলোকের কল্যাণার্থে শ্রীপার্বতীজী প্রস্থ করিলেন, হে সর্ব-  
 জ্ঞপরমেশ্বর স্বামী আপনার নিকট হইতে অনেক প্রকার মন্ত্র  
 তন্ত্রাদি পূর্বকই শুনিয়াছি । জীবগণের বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মত সমুদয়  
 ব্যবহার শুনিয়াছি এক্ষণে যাহাকে আপনি নিশ্চয় পূর্বক  
 শুলভ, সুগম, বিনাষোগে সিদ্ধিদ গুহ্যতম পরম পবিত্র ও পরম  
 তত্ত্ব বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন তাহা আমায় বলুন ।

শ্রীমহাদেব বলিলেন ,হে দেবী তুমি ধন্য ও পুণ্যবতী সমস্ত লোকের উপকারার্থে যে সিদ্ধান্তের বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে সেই পরম শ্রেষ্ঠ সর্বতত্ত্ব সর্বসিদ্ধি প্রদায়ক রাম নাম হে বরাননে এই নাম প্রভাবত আমি সর্বজ্ঞ হইয়াছি । পরমতত্ত্ব রাম নাম । এবং ইহার পর আর কোন পরম তত্ত্ব ত্রিলোকে নাই । ইহাকে ত্যাগ করিয়া মুঢ় অশ্রু দেবাতাদিকে উপাসনা করে, তাহারা ঘোর কুস্তী পাক নরকে নিপতিত হয় । আর অজ্ঞানে অথবা জ্ঞানে যে এই অক্ষর উচ্চারণ করে তাহার অনন্ত জন্মের কৃত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয় । যজ্ঞদান তপ তীর্থ বেদাধ্যয়ন বেদান্ত বোধ অপেক্ষা কোটি গুণ পবিত্র শ্রীরাম নাম । , তাহা হইতে কোটি গুণ পুণ্য ও সুখদায়ক সেই সীতানাম সহিত রাম নাম । এই বুঝিয়াই নারদাদি মুণীগণ সীতারাম জপে মগ্ন থাকেন । যতক্ষণ না সীতা নাম জপ্ত হয় ততক্ষণ রাম নাম ফল সাধক হয় না । শ্রীসীতা সহিত রাম নাম উচ্চারিত হইলেই নাম দোষ ( অপরাধ ) শূন্য হইয়া যায় । যড়ঙ্গ রস সমেত সমস্ত বেদ পাঠ করিলে অথবা সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলে যে ফল হয় শ্রদ্ধা সহিত শ্রীরাম এই দুই অক্ষর উচ্চারণের দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় । এই দুই অক্ষর সজ্জন কর্তৃক যেখানে কীৰ্ত্তিত হয় সেই স্থানে পরমেশ্বর স্বয়ং প্রকট হইয়া সফল হৃৎক দূর করেন । এই অক্ষর অজ্ঞান রূপ অন্ধকারের কোটি সূর্য্য ও কোটি চন্দ্র সম । জ্ঞানান্বিত বর্ধন করিবার ঘন মেঘ । অতএব শ্রীরাম নাম যত্নের সহিত সদা জপ করিবে । বেদ যন্ত্র-তন্ত্র সমূহ, কৰ্ম্ম,



জ্ঞান, তপ, সাধনাদির কিবা প্রয়োজন। সকল প্রকারের সুখ দায়ক শ্রীরাম জপ কর, শ্রীরাম নাম উচ্চারণ শ্রীরাম নাম শ্রবণ কর এবং শ্রদ্ধা সমেত অহনিশি পঠন কীর্তন কর। ইহাই সমস্ত শ্রুতিশাস্ত্র সম্মত ইহাতে কোন নিষেধ নাই। সকল দেশে সকল কালে সকল জীবের অধিকার। যদি কেহ আপনার আত্মার কল্যাণ কামনা করে তাহা হইলে তাহার শ্রীরাম নাম জপ করা সর্বদা কর্তব্য। ইহা চতুর্বর্গ প্রদানে সমর্থ। ধ্যান জ্ঞানাদি ইহাতে নাম কীর্তন শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। হে মুণীগণ, একাধ্য পরম গম্ভীর এবং সকলের প্রিয়। হে দেবী আমি তোমাকে সর্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত শুনাইয়া দিলাম। প্রযত্নের সহিত ইহা হৃদয়ে গোপনীয় ভাবে রক্ষা করিবে। তুমি ইহা-দ্বারায় সকল শ্রেয় প্রাপ্ত হইবে।

পুলস্ত্য সংহিতা—

কৃষ্ণেতি বাসুদেবতি সন্তি নামান্তনেকশঃ।

তেভ্যো রামেতি যন্মামপ্রাহ বেদাঃ পরংমুনে ॥

সর্ব বেদাশ্রয়ত্বাচ্চ সর্বলোকস্ত কারণাৎ।

ঈশ্বর প্রতিপাত্ত্বাৎ অথও ব্রহ্ম বাচকঃ ॥

পুলস্ত্য সংহিতায় :—পুলস্ত্য মুণীর বচন :—কৃষ্ণ, বিষ্ণু বাসুদেবাদি সকলই পরমেশ্বরের প্রকাশক। শ্রীরাম নাম তাহাদের ও পরম প্রকাশক ইহাই সমস্ত বেদের নিরূপিত সিদ্ধান্ত। সর্ব বেদ শ্রীরাম নাম আশ্রিত বলিয়া এবং সকল লোকের পরম কারণ বলিয়া শ্রীরাম নাম অথও পরম ব্রহ্ম বাচক ও ঈশ্বরত্বের প্রতিপাদক।

শুক সংহিতা—

আকৃষ্টং কৃতচেতসাং স্মমহতাং উচ্চাটনং চাংহম।  
 আচাণ্ডালমমুকশ্লোক শূলভো বশ্যং চ মুক্তিপ্রিয়ঃ ।  
 •নো দীক্ষাং নচ দক্ষিণাং নচ পুরশ্চর্যাং অনাগীক্ষতে ।  
 মন্ত্রোয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীরাম নামাত্মকঃ ॥  
 নাপনাপয়দৃতেক্ষরাষ্টকং, পঞ্চকং চ নাড়বায়দ্বিনা ।  
 মুক্তিদং ভবতিদ্বয়েবিশান্তদ্বয়ং বয়মুপাস্মহোকিল ॥  
 রামস্তাতিপ্রিয়ং নাম রামেত্যেব সনাতনং ।  
 দিবা রাত্রৌ গৃহ্নেঘো ভাতি বৃন্দাবনেস্থিতঃ ॥  
 যেষাং রামঃ প্রিয়োনৈব রামেহ্যুত্বদর্শিনাম্ ।  
 ত্রুষ্টবাং ন মুখং তেষাং সঙ্গতিস্তু কুতস্তরাং ॥  
 যন্নাম বৈভবং ঋত্বাক্ষরং শুকজন্মনা ।  
 সাক্ষাৎ ঈশ্বরতাং প্রাপ্য পূজিতোহম্ মুণীশ্বরৈঃ ॥  
 নাতঃ পরতরং বস্তু শ্রুতি সিদ্ধাস্তু গোচরং ।  
 দৃষ্টং ঋতং ময়াক্ষাপি সত্যং সত্যং বচোমম ॥

শ্রীশুকদেবের বচন :—শ্রীরাম নাম জপের দ্বারা সমস্ত  
 তত্ত্বের প্রয়োগ সিদ্ধি হয়। কৃতার্থ মহাত্মাদের চিত্ত আকর্ষণ  
 শ্রীরাম নাম প্রতাপ ইহাতে হয়। সমস্ত পাপের উচ্চাটন হয়,  
 এবং মুক্তি রূপা স্ত্রী বশীভূত হয়। শ্রীরাম নাম আচাণ্ডাল  
 সকলের পক্ষে পরম শূলভ, ইহার কোন দীক্ষা, দক্ষিণা, নিয়ম  
 পুরশ্চরনাদির প্রয়োজন নাই। এই রাম নাম মহামন্ত্র রসনা  
 স্পর্শ করিবা মাত্রই ফল প্রসব করিতে থাকে। নারায়ণ মন্ত্র  
 “ওঁ নম নারায়ণায়” অষ্টাক্ষর পরিমাণ যেমন সংখ্যা সম্বন্ধ বিনা

ফলবান হয় না এবং মকার সম্বন্ধ বিনা। শ্রীশঙ্করের পঞ্চাক্ষর “নমঃ শিবায়” মন্ত্র সিদ্ধিপ্রদ হয় না, রাম নাম সম্বন্ধে এরূপ কোন নিয়ম নাই। শ্রীরাম নাম দুই বর্ণ সম্বন্ধেই অষ্টাক্ষর নারায়ণ এবং পঞ্চাক্ষর শঙ্কর উভয় মন্ত্রই সিদ্ধিলাভ করে এই কারণে আমি রাম নামের উপাসনা করি। শ্রীরামচন্দ্রের (ভগবানের) নাম “রাম” এবং এই নামই দিবারাত্র সদা স্নেহ সহিত জপ করি। ষাঁহার শ্রীরাম নাম প্রিয় হয় না অথবা যে শ্রীরাম নামের ন্যূনত্ব দর্শন করে সে মহামুঢ় তাহার মুখ দেখা উচিত নয়, সঙ্গ সম্ভাষণ ত দূরের কথা। শুক জন্মে আমি শিবের নিকট হইতে এই নামের বৈভব শ্রবণ করিয়া এবং ইহার প্রতাপে ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়া মুণীশ্বরগণের পূজিত হইয়াছি। শ্রীরাম নামের পর অন্য পদার্থ শ্রুতি সিদ্ধান্তে পাই নাই, শুনিও নাই এবং নিজে অনুভব ও কখনও করি নাই, ইহা আমার সত্য সত্য বচন।

পদ্য সংহিতা :—

পঠিতং সকলং শাস্ত্রং বেদপারং গতৌবা  
 যম নিয়ম রতো বা বেদ শাস্ত্রার্থ কৃদ্ধা ।  
 অপিচ সকল তীর্থ ব্রাজকো বাহিতাগ্নিঃ  
 নহি হৃদি যদি রাম সর্বমেতদবুথাস্যাৎ ॥  
 রূপস্থানুভবং দিব্যং পরানন্দমুদ্রসাগরম্ ।  
 রাম নাম রসং দিব্যং পিবন্নিত্যং সদাব্যয়ম ॥  
 রাম নাম রসানন্ত সাধকং সুরসালয়ম ।  
 স্মরণাৎ রামভদ্রমুৎসংকাশঃ তস্য সংস্কৃতম্ ॥

রকারাজ্যতে ব্রহ্মা রকারাজ্যতে হরিঃ ।

রকারাজ্যতে শম্ভুঃ রকারাৎসর্বশক্তয়ঃ ॥

আদাবন্তে তথামধ্যে রকারেশু ব্যবস্থিতম ।

বিশ্বং চরাচরং সর্বং অবকাশেন নিত্যশঃ ॥

পদ্ম সংহিতায় :—সকল বেদ পুরাণাদি পারাগামী সমস্ত যম, নিয়ম সাধন, তপ তীর্থ অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্মকারী সমস্ত বেদ বিধি রক্ষাকারী যজ্ঞপি রাম নাম বর্জিত হয় তাহা হইলে তাহার সমস্ত কার্য্য স্থগা শ্রম মাত্র । শ্রীরাম নামের প্রভাবে রূপের অনুভব, পরানন্দ সাগরের আশ্বাদ এবং দিব্য রস পান সদা অক্ষয় ভাবে লাভ হয় । অনন্ত রসদায়ক সর্ব রস ধাম শ্রীরাম নাম স্মরণের দ্বারা অন্তরে ও বাহিরে শ্রীভগবানের দিব্য স্বরূপ প্রকাশিত হয় । “র” কার নির্বিকার নিরঞ্জন পরমাত্ম স্বরূপ; ইহা হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তথা অনন্ত শক্তি ও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি হইয়া থাকে । চরাচর বিশ্বও আদি অন্ত ও মধ্যে ‘র’ কারে নিত্য অবস্থিত ।

অনন্ত সংহিতা—

বনে চরামোবন্তু চাহরামো নদীস্তরামোনভয়ং স্মরামঃ ।

ইথাং বদন্তশ্চ বনে কিরাতামুক্তিং গতা রাম পদানুযজ্ঞাৎ ॥

সর্বৈশ্বর্য্যপ্রদং সর্বং সিদ্ধিদং সর্ব ধর্ম্মদম্ ।

সর্ব মোক্ষকরং শুদ্ধং পরমানন্দশ্রুকারণম্ ॥

একৈকং রাম নামন্তু সর্বতাপ প্রণাশনম্ ।

সহস্রনাম কোটীনাং ফলদং বেদ বিপ্রতম্ ॥

ইমং মন্ত্রং সদা স্মেহাৎ যে জপন্তি ইহসাদরম্ ।

তে কৃতার্থাঃ কলৌ দেবি অশ্বে মায়া বিমোহিতাঃ ॥

ইমং মন্ত্রং মহেশানি জপন্নিত্যং অহর্নিশং ।

মুচ্যতে সর্ব পাপেভ্যঃ রাম সাযুজ্য মাণ্ডুয়াৎ ॥

সর্বেষাম্ সিদ্ধিদং রাম নাম সর্বত্র সর্বদা ।

যস্য সংস্মরণাৎ শীঘ্রং ফলমায়তি দূরগম্ ॥

রাম নামঃ প্রভাবেন শয়ন্তুঃ সৃজতে জগৎ ।

তথৈব সর্ব দেবাশ্চ সর্বৈশ্বর্য্য সমপ্তিতাঃ ॥

অনন্ত সংহিতায়—৪ জন মহাপাতকী ব্যাধ নদীপার হইবার সময় পরস্পরে পরামর্শ করিতে করিতে বলিয়াছিল । ১ম ব্যাধ বলিয়াছিল বনমধ্যে বিচরণ করা হউক (চ “রাম”) ২য়টি বলিয়াছিল ধন হরণ করা যাউক ( হ “রাম” ) ৩য়টি বলিয়াছিল নদী উত্তীর্ণ হওয়া যাউক ত “রাম” ৪র্থটি বলিয়াছিল আমি ভয়ের কথা স্মরণ করিব না (স্ব “রাম”) এই বলিতে বলিতে ৪ জন দেহান্ত হয় । অনুসঙ্গক্রমে মৃত্যুর পূর্বে রাম নাম উচ্চারণ হওয়ায় ৪ জনেই পরমধাম ( মুক্তি ) প্রাপ্ত হয় । সমস্ত সুখ, সিদ্ধি, ধর্ম, ঐশ্বর্য্য, মোক্ষ, শুদ্ধ পরানন্দদায়ক পরম কারণ শ্রীরাম নাম । এক এক রাম নাম সর্ব পাপ তাপ প্রণাশক এবং কোটি সহস্র অশ্রু নামের সমান অনন্তফল দায়ক, ইহা বেদ বিজ্ঞত ! শ্রীরাম নাম মহামন্ত্র সাদরে যিনি জপ করেন তিনি কলি যুগে কৃতার্থ অশ্বে মায়া মোহিত । শ্রীরাম নাম রূপ মন্তরাজ দিব্যরাত্রি জপ করিলে জীবের সব পাপ ছুটিয়া যায় এবং জীব রাম সাযুজ্য প্রাপ্ত হয় । সব জীব মাত্রেরই সদা সর্ব সিদ্ধি দায়ক নাম । রাম নাম স্মরণের দ্বারা সমস্ত ও

ফল শীঘ্রই লাভ করা যায়। শ্রীরাম নামের প্রভাবে ব্রহ্মা  
সৃষ্টি করেন আর সমস্ত দেবতা সর্বৈকশ্বর্য্য সমধিত হয়েন ॥

মার্কণ্ডেয় সংহিতা—

অন্তঃকরণ সংশুদ্ধির্নাশ সাধনতো ভবেৎ ।  
কলৌ শ্রীরাম নামৈব সর্ব্ববাম্ সম্মতং পরম্ ॥  
আৰ্ত্তানাং জীবনং নিত্যং দৃষ্টানাংবৈ মনোদদম্ ।  
ভক্তানাং ত্রাণ কৰ্ত্তারং রাম নাম সমাশ্রয়ে ॥  
রূপাদি গুণ সম্পন্নং সর্ব্বদা শোকহারকম্ ।  
তারকং সংস্মৃতের্গিত্যং রাম নাম ভজাম্যহম্ ॥  
চিন্তস্ত বাসনা সৃক্ষ্মা সর্ব্বানন্দ বিনাশিনী ।  
সাপি শ্রীরাম সংলাপাৎ অনায়াসেন নশ্চতি ॥  
রসনা সপিণীপ্রোক্তা সংস্থিতা বিলবন্মুখে ।  
যানবক্তি সুধাসারং রাম নাম পরাংপরং ॥  
বিবেকাদীনৃ গুভাচারান্ রক্ষণায় সদোত্তম্ ।  
শ্রীরামেতি সন্মাম পরমানন্দ বিগ্রহম্ ॥

মার্কণ্ডেয় মুনি বলিতেছেন :—কলিতে রাম নাম ছাড়া  
চিন্তা শুদ্ধির অশ্রু সাধন নাই। ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। ভক্ত  
দ্বিপ্রকার। ১ম আৰ্ত্ত ২য় দৃষ্ট। পরমেশ্বরের অপ্রাপ্তি হেতু  
যাহার অন্তরে কষ্ট বোধ হয় তিনি আৰ্ত্ত। আর পরমেশ্বরের  
ইচ্ছানুকূল হইয়া যিনি নাম সাধন করেন তিনি দৃষ্ট। রাম  
নাম আৰ্ত্তের জীবন এবং দৃষ্টের অভিষ্টদ এবং সমস্ত ভক্তের  
ত্রাণ কৰ্ত্তা, রাম নাম আশ্রয় কর। এই রাম নাম অহেতুক  
রূপাদি গুণ সম্পন্ন এবং সর্ব্বদা শোকহারী। ইহা তারক মন্ত্র

জন্ম, মৃত্যু, জরা ও সংসার ভয় হইতে ত্রাণ কর্তা, আমি নিত্য সেই রাম নাম ভজন করি। চিন্তা মধ্যে অনাদি কালের যে সকল দুর্বাসনা সূক্ষ্ম ভাবে নিহিত আছে এবং যাহা থাকার দরুণ জীব আনন্দের লেশ ও অনুভব করে না সেই দুর্বাসনা শ্রীরাম নাম সম্যক আলাপের দ্বারায় দূরীভূত হয়।\* সে রসনা সপিণী, মুখ রূপ বিবরে অবস্থিত, যে এই সুধাকর পরাৎপর রাম নাম উচ্চারণ করে না। ইনি সমস্ত বিবেকাদি শুভাচারকে রক্ষণ করিতে সদা প্রস্তুত এবং সৎনাম স্বয়ং পরানন্দ বিগ্রহ।

অত্রি সংহিতা

শ্রীশঙ্কর বাক্যং পার্শ্বতীং প্রতি :—

যেন কেন প্রকারেন সংস্মরেৎ রামনামকং ।

অবগ্ৰং লভতে সিদ্ধিং প্রাপ্তি রূপাং মনোরমাম্ ॥

শ্রীরামং রামেতি নাম্নস্তু নিয়মং ধারণং সদা ।

কর্তব্যং সাবধানেন ত্যক্তা প্রামাদিকং শিবে ॥

তাবদৈ নিয়মং কার্য্যং যাবৎ চিন্তং ন সংস্মরেৎ ।

অনিয়মং কৃতং জাপ্যং নিফলং প্রথমং প্রিয়ে ॥

নিয়মেনৈব শ্রীরাম নাম্নি প্রীতির্জ্বলাভবেৎ ।

তস্মাৎ বিপর্য্যয়ং ত্যক্ত্বানিয়মং সঞ্চরেৎবুধঃ ॥

অহো ভাগ্যং অহো ভাগ্যং কলৌ তেষাম্ সদা শিবে ।

যেষাম্ শ্রীরাম নাম্নস্তু নিয়মং সমথত্তম্ ॥

অত্রি সংহিতায় পার্শ্বতীকে শ্রীশঙ্কর বলিতেছেন :—

হে, দেবী যে কোন প্রকারে হউক রাম নাম স্মরণ কর।  
ইচ্ছামত মনোরথ সিদ্ধি লাভ করিবে। তবে নিয়ম পূর্বক

ধারণ করা ও প্রমাদাদি ত্যাগ কর্তব্য। যতদিন না চিত্ত সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয় ততদিন স্মরণ সম্বন্ধে নিয়ম রক্ষা বিশেষ কর্তব্য। অনিয়ম করিয়া জপ করিলে প্রায়ই নিষ্ফল হয়। আর নিয়মের গুণ এই, যে নামে শ্রীতি নিশ্চয় আনাইয়া দেয়। অতীত বিশৃঙ্খলতা ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধগণ নিয়ম আচরণ করুন ইহাই আমার আদেশ। কলিতে তাহারাই প্রকৃত ভাগ্যবান যাহারা নিয়মকে অখণ্ডিত রাখিয়া শ্রীরাম নাম সেবা করেন।

সনক সনাতন সংহিতা —

হে জিহ্বে মধুর প্রিয়ে স্নমধুরং শ্রীরাম নামাত্মকং  
 পীযুষং পিব প্রেম ভক্তি মনসাহিত্বা বিবাদানলম্ ।  
 জন্মব্যাধিকষায় কামশমনং রম্যাত্তি রম্যং পরং ॥  
 শ্রীগৌরীশ প্রিয়ং সदैব সুভগং সর্বৈশ্বরং সৌখ্যদম্ ॥  
 নানা তর্ক বিতর্ক মোহগহনে ক্লিষ্টস্তি যে মানবাঃ ।  
 তেষাং শ্রীরঘুবীর নাম বিমলং সর্বাত্মনা সৌখ্যদম্ ॥  
 প্রেমানন্দ পবিত্র রজ রমণং সর্বাবধিপং সুন্দরং ।  
 দৃষ্টং বোধময়ং বিচিত্র রচনং সর্বোত্তমং শাস্বতং ॥  
 শ্রমং মৃষৈবকুর্বন্তি জ্ঞানযোগাদি সাধনে ।  
 কথং ন ভজতে রাম নাম সর্বৈশ পূজিতম্ ॥  
 সর্বৈষাম্ সাধনানাং বৈ পরিপাকং ইদং মূনে ।  
 যজ্জিহ্বাগ্রে পরং নাম জপেন্নিত্যং অতন্ত্রিতম্ ॥

সনক সনাতন সংহিতায় :—হে রসনে হে মধুর প্রিয়ে স্নমধুর শ্রীরামাত্মক পীযুষ প্রেম ভক্তি সহিত পান কর। বিবাদ ত্যাগ কর, এই রাম নাম জপে ব্যাধি কষায়াদি উপশম



করে এবং রম্য হইতে রম্যতম । শ্রীগৌরীনাথ শিবের পরম প্রিয় সদা সুখদ সর্বেশ্বর এবং সৌখ্যদ । নানাবিধ তর্ক বিচারাদিতে যাহারা মগ্ন হইয়া কষ্ট পান তাঁহাদের সর্বপ্রকারে সুখদাতা এই পবিত্র নাম । ইনি প্রেমানন্দপূর্ণ আত্মার রমণকারী সুন্দর, সর্বেশ্বর । বোধময় বিচিত্র সর্বোত্তম শাস্ত্রত রচনা । জ্ঞান যোগাদি সাধনে জীব মিথ্যা অনেক পরিশ্রম করে । সর্বেশ্বর পূজিত রাম নাম কেন ভজন করে না সব সাধনের ইহাই পরিপাক স্বরূপ, অতদ্বিত ভাবে যাহাতে জিহ্বাগ্রে রাম নাম উচ্চারিত হয় তাহাই কর্তব্য ।

### শ্রীহনুমত্ সংহিতা—

রামতত্ত্বোধিকং নাম ইতি মে নিশ্চলা মতি  
 হয়াতু তারিতাযোধ্যা তন্মাম ভুবন ত্রয়ম্ ॥  
 হে জিহ্বে জানকী জানের্নাম মাধুর্য্য মণ্ডিতং ।  
 ভজস্ব সততং প্রেমা চেৎ বাঞ্ছসি হিতং স্বকং ॥  
 জিহ্বে শ্রীরাম সংলাপ বিলম্বং কুরুষে কথম্ ।  
 বৃড়ানাপাতিতে কিঞ্চিৎ বিনা শ্রীনাম সুন্দরম্ ॥  
 রামানামাত্মকং মন্ত্ৰং যদ্বিতং যেন ধারিতম্ ।  
 তস্তক্যাপি ভয়ং নাস্তি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥  
 স্মরতোহভিষ্টং আপ্নোতি রামনামানুরাগিনাং ।  
 ন জানে দর্শন স্পর্শং পাদোদক ফলং যথা ॥  
 শ্রীরাম নাম স্মরনাং সীতারাম মমোপরি ।  
 কৃপাং অহৈতুকীং নিত্যং কৃষ্ণা সর্বোত্তমা মূনে ॥

শ্রীহনুমৎ সংহিতায় মহাবীরজীকী বচন ( রাজাদির সময় )  
 হে রাম আপনার অপেক্ষা আপনার নাম অধিকতর শ্রেষ্ঠ  
 ইহা আমার নিশ্চিত মতি । আপনি কেবল অযোধ্যাবাসীদের  
 ত্রাণ করিয়াছেন কিন্তু আপনার মহাকৃপাসিদ্ধ রামনাম ত্রিভুবনকে  
 নিরন্তর ত্রাণ করিতেছে । হে রসনে শ্রীজামকীবল্লভজীর মহা  
 মধুর রামনাম সদা উচ্চারণ কর । সর্ব্বাভিষ্ট পূর্ণ হইবে, হে রসনে  
 শ্রীরাম নাম উচ্চারণে কেন বিলম্ব করিতেছ । তোমার কি  
 লজ্জা বোধ হয় না অশ্রু কথা কহিতে । শ্রীরাম নাম মহা  
 মন্ত্রকে যন্ত্র রূপে রচনা করিয়া যিনি কঠাধিস্থানে ধারণ করেন  
 ইহলোকে পরলোকে তাহার কোন ভয় সম্বন্ধ থাকে না ।  
 শ্রীরামানুরাগীর কোন বস্তু অলভ্য থাকে না । তাঁহাকে স্মরণ  
 দর্শন স্পর্শ ও তাঁহার চরনামৃতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা যায় না ।  
 আমি শ্রীরাম নাম স্মরণ করি বলিয়া পরাৎপর প্রভু সীতানাথ  
 আমার উপরে প্রসন্ন হইয়া অহৈতুকী কৃপা নিত্যদান করেন  
 এবং সর্ব্বোত্তমা সিদ্ধি দান করিয়া থাকেন ।

সদাশিব সংহিতা

শ্রীহনুমৎ বাক্যং অগস্ত্যং প্রতি :--

যস্তু স্বপ্নে বদেৎ রামং সঙ্কমস্বলনাদিভিঃ ।  
 তস্য পাদোরজো মেতু মূর্ছানম্ অধিরোহতু ॥  
 রামনামাত্মকং শব্দং শ্রবনাৎ মুনিশিরোমনে ।  
 রামনাম সমং পুণ্যং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥  
 রাম নাম গুণালাপী সজ্জনো রাম বল্লভঃ ।  
 সত্যং বচিঁ মহাভাগো রাম নাম পরাৎপরম্ ॥

হনুমানজী অগস্ত্যকে বলিতেছেন :—যিনি স্বপ্নে ভ্রমবশে পতনকালে পরবশ অবস্থায় রাম নাম উচ্চারণ করেন সেই ভাগ্যবান জীবের চরণরেণু আমার স্বীয় মস্তকের উপরে ধৃত হউক ; রামানামাত্মক শব্দ শ্রবণ মাত্রে রাম নাম জপের সমান ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাম নাম মাহাত্ম্য আলাপকারী সজ্জন মাত্রেই শ্রীরামের কৃপা পাত্র। হে মহাভাগ সত্য বলিতেছি শ্রীরাম নাম পরাৎপর বস্তু।

# অথ নাটকোক্ত বচনানি ।

শ্রীহনুমান নাটক ।

শ্রীহনুমান্বাক্যং অগস্ত্যং প্রতি :—

ইদং শরীরং শতসন্ধি জর্জরং পতত্যবশ্যং পরিণাম দুর্বহম্ ।  
কিমৌষধং পৃচ্ছতি মুচুর্মতে, নিরাময়ং রামরসায়নং পিব ॥  
আসীনো বাশরানোবাতিষ্ঠতো যত্রকুত্রবা ।  
শ্রীরামনাম সংস্মৃত্য যাতি তৎপরং পদং ॥  
যে জপন্তি সদা স্নেহান্নাম মঙ্গল্যাকারণম্ ।  
শ্রীমতো রামচন্দ্রস্ত কুপালো মমস্বামিনঃ ॥  
তেষাম্ অর্থে সদা বিপ্র প্রযাতোহং প্রযত্নতঃ ।  
দদামি বাঞ্ছিতং নিত্যং সর্বদা সৌখ্যং উত্তমম্ ॥  
রামনামৈব নামৈব সদামজ্জীবনং মুনে ।  
সত্যং বদামি সর্বশ্রমিদমেকং সদা মম ॥

অগস্ত্য প্রতি হনুমান জীর বাক্য :—এই শরীর শত  
গ্রন্থিতে জর্জর অবশ্য পতিত হইবে এবং পরিণামে দুর্বহ ।  
জিজ্ঞাসা করিবার অবসর নাই, ভাল চাহ তাহা হইলে নিরাময়  
নাম রস পান কর । বসিতে, শুইতে, চলিতে যথা তথা অবস্থান  
কালে, রাম নাম স্মরণ করিয়া পরম পদ প্রাপ্তি হওয়া যায় ।  
যিনি স্নেহ সহিত পরম মঙ্গলের কারণ আমার স্বামী  
শ্রীরামচন্দ্রের নাম গ্রহণ করে আমি সর্বদা তাহার সন্মুখে  
দাঁড়াইয়া পাহারা দিয়া থাকি যাহাতে জাপকের কোন বিঘ্ন  
উপস্থিত হইতে না পারে ; এবং তাহার অভীষ্ট ও উত্তম সুখ

নিত্য দান করি। রাম নাম আমার জীবন ইহাই আমার  
সর্বদা সর্বদ্বন্দ্ব ধন, সত্য বলিতেছি।

### শ্রীজ্ঞানকী প্রণয় নাট

মহামণীন্দ্রাদপি কাশ্যতেহধিকং

সদৈব জিহ্বাগ্রপ্রদীপয়ত্যলম্।

আভ্যন্তরীণস্বাস্ত সবাহ মুখগম্

নিবারণে শক্তমহর্নিশং ভজে ॥

সীতা সমেতং রঘুবীর নাম, জপন্তি যে নিত্যং অঘৌষ হারি।

তে পূণ্যবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ, পরং পদং যাস্তি স্বর্গ যুক্তা ॥

রোমাঞ্চিতশরীরাস্ত তন্ত্ৰাসর্ব ছুরাগ্রহাঃ।

রটন্তি রাম নামাখ্যাং মন্ত্ৰং তপোবনেশ্বরঃ ॥

যেভিনন্দন্তি নামানি রামভদ্রস্য নিত্যশঃ।

মনসা বচসা নিত্যং তে বৈভাগবতোত্তমাঃ ॥

দৃঢ়াভ্যাসেন যে নিত্যং রাম নাম্নি রমন্তি চ।

তেষামভয়দাতা চ শ্রীরাম জ্ঞানকী পতি ॥

শ্রীশিব বাক্য : - মহামণীন্দ্র অপেক্ষা সহস্রগুণ উজ্জলরূপে  
প্রকাশ মান রাম নাম জিহ্বাগ্র ভাগকে প্রদীপ্ত করে ; তাহার  
ফলে আভ্যন্তরীণ অঙ্গকার নষ্ট হয়। শ্রীসীতা সহিত মঙ্গল  
ধাম পাপ বিনাশক শ্রীরাম নাম যিনি জপ করেন তিনি  
প্রকৃত পূণ্যবান ও ভাগ্যবান এবং পরিবারবর্গ সমেত অশ্ব  
পরমপদ প্রাপ্ত হন। যাঁহার শরীর রামনাম জপে রোমাঞ্চিত  
হয় এবং যিনি সকল ছুরাগ্রহ ত্যাগ করিয়া অখণ্ডভাবে শ্রীরাম  
নাম জপ করেন তিনি পবিত্র সাধুদের শিরোমণি আর যিনি

প্রভাবতো যন্তু হি কুন্ত জন্ম। প্রশোষিতঃ সিদ্ধুং অপার পারণম্।  
 তথৈব বিদ্যাচল রোধিতোদ্ধুতং মুখীশ্বরাজেন প্রভাকরেণ ॥  
 ন নামতঃ সাধনমন্তদন্তি বৈ নসাধ্য সৌভাগ্যমতঃ পরং কচিৎ।  
 পরাংপরীং প্রেম প্রকাশকংবরং, সুখা সরং সারমনন্ত বৈভবম্ ॥  
 যদীক্ষণাচ্ছংস্তুভূতো-গণাধিপঃ, সুরাসুরৈঃ প্রাথমিকঃ প্রপূজ্যঃ।  
 প্রদক্ষিণামস্য কৃতে সমস্তাক্রমাবতীশ্চাং পরিত প্রদক্ষিণা ॥  
 সারাণাংসারমিত্যাচ্ছ মুনয়ঃ সত্যবাদিনঃ।  
 শ্রীরাম নাম সর্বেষাং নিত্যানাং নিত্যমব্যয়ম্ ॥  
 সর্বেষাং সুলভং নাম সদা সর্বত্র সৌখ্যদম্।  
 যে জপন্তি সদা ভক্ত্যা তেভ্যো নিত্যং নমোনমঃ ॥

বিচিত্র নাটকে :—শ্রীরাম নামের প্রভাবে অগন্ত্য অপার সাগর পান করিয়াছিলেন আর বিদ্যাচল সূর্য্যদেবকে আচ্ছাদন করিতেছিলেন বলিয়া তাহার গতিরোধ করেন। নাম ভিন্ন অস্ত্র সাধন নাই সাধ্যও নাই, সৌভাগ্যও নাই। পরম প্রেম প্রকাশক সুখাসার অনন্ত বিভূতিশালী শ্রীরাম নাম পরাংপর বস্ত্র। রামনামের কিঞ্চিত কৃপা লাভ করিয়া গণেশজী সমস্ত দেবতার প্রথম পূজ্য হন। মৃত্তিকার উপর রাম নাম লিখিয়া প্রদক্ষিণ করায় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ করা হইয়াছিল। সত্যবাদী মুণীশ্বরগণ শ্রীরাম নামকে সকল সারের সার সকল নিত্যের নিত্য, শুদ্ধ অবিনাশী পরমেশ্বর বলিয়া গিয়াছেন। সেই সকলের সুখদায়ক পরম আনন্দধাম ভক্তিপূর্ব্বক যাহারা সদা জপ করেন তাহাদের নিত্য নমস্কার নমস্কার।

### প্রমোদ নাটক

বন্দে শ্রীরামচন্দ্রস্য নাম মুক্তিপ্রদং পরং ।

তৎ কৃপালেশতোহস্মাকং সুলভং সর্বতঃসুখম্ ॥

অনাময়ং রূপ যুগ প্রকাশকং, সদৈবভক্ত্যার্তিহরং কৃপানিধিঃ ।

স্মরামি শ্রীরাঘব নাম নিশ্চলং প্রপূজিতং দেবমুনীশ্বরেশ্বরৈঃ ॥

নাম্নঃ পরাশক্তি পতেঃ প্রভাবং প্রজানতি মৰ্কটরাজরাজঃ ।

যদ্রপরাগীশ্বর বায়ুসুহৃৎ, স্ত্রোত্রোম কুপেধ্বনিমুল্লসন্তঃ ॥

কষায়বিক্ষেপলয়াদি হারকং, স্মৃতারকং সংসৃতি সাগরস্য ।

সদৈব দীনাৰ্তিহরং দয়ানিধিঃ স্মরামিভক্ত্যা পরমেশ্বর প্রিয়ং ॥

গুণানাং কারণং নাম তথৈশ্বর্য মতাং সদা ।

সংকীৰ্ত্তনাংলভেম্মৰ্ত্ত্যঃ পদমব্যয়মুজ্জ্বলম্ ॥

প্রমোদ নাটকে :—আমি শ্রীপরাম্পর রামচন্দ্রের মুক্তি-  
দায়ক, সমস্ত পরম ছলভ সুখদায়ক, কৃপাময় রাম নাম বন্দনা  
করি। অনাময় যুগলরূপ প্রকাশক কৃপাসাগর, সদা ভক্তার্তিহর,  
দেব মুণীশ্বরগণের দ্বারা প্রপূজিত নিশ্চল শ্রীরাঘবের নাম স্মরণ  
করি। এই পরাশক্তির স্বামী শ্রীরাম নামের প্রভাব  
শ্রীহনুমানজী জানেন, যাঁহার প্রতি রোমে রাম ধ্বনি উল্লাসিত  
হইয়াছিল। তিনি অনুরাগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বাসনা  
কষায়, চিন্তা বিক্ষেপও তন্দ্রাদিহারক, সংসৃতি সাগরের স্মৃতারক  
দীনাৰ্তিহর, দয়ানিধি, পরমেশ্বর শিবের প্রাণপ্রিয় শ্রীরামনাম  
সর্বদা ভক্তিপূর্বক স্মরণ করি। দিব্য গুণাদি তথা  
ঐশ্বর্যাদিকরণ শ্রীরাম নাম সংকীৰ্ত্তনের দ্বারা মৰ্ত্ত্য জীব উজ্জ্বল  
অব্যয় পদ লাভ করে।

## রহস্য নাটক

মধুরমধুরমেতৎ মঙ্গলং মঙ্গলানাং, সকলনিগমবল্লীযৎ ফলং চিৎ  
স্বরূপং,  
সকলপিপরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বাসভবতি ভব পারং  
রামনামানুভাবাৎ ॥

চেতো হ'লে কমল দয়ং শ্রুতিপুটো পীযুষ পুরদয়ম ।

বাগীশা নয়ন দয়ং ঘন তমশ্চাণ্ডংশুচন্দ্রদয়ং ॥

ছান্দং সিদ্ধমগিহয়ং মুনিমনঃ কাসার হংস দয়ং ।

মোক্ষ শ্রীশ্রবনোৎপল দয়ং ইদং রামেতি বর্ণদয়ং ॥

রামনাম পরব্রহ্ম ছরারাদ্যং ছরাস্বনাং ।

সাধ্যং চ সুলভং নিত্যং প্রেম সম্পন্ন মানসে ॥

শ্রুতিস্মৃতি পুরানানি নাম নাম্নীচ সংস্থিতম্ ।

যথৈব লোকেষু স্পষ্টং সূত্রে মণিগণাইব ॥

স্মরনাং রাম নাম্নস্ত বৎ সুখং নলভেন্নর ।

তৎ সুখং খেগতং পুণ্যং বক্ষ্যাপুত্রমিবাঙ্কুতম্ ॥

রহস্য নাটক :—মধুর হইতে মধুর, মঙ্গলের মঙ্গল, সকল  
শ্রুতিরূপ চৈতন্য বৃক্ষের চিৎ স্বরূপ ফল, একবার মাত্র শ্রদ্ধা-  
পূর্বক উচ্চারণ শ্রীরাম নাম । শ্রদ্ধায় অথবা হেলায় যিনি  
উচ্চারণ করেন তিনি নাম প্রভাবে ভবসাগর পার হন ।  
শ্রীরাম নাম দুই বর্ণ চিত্তরূপ ভ্রমরের কর্ণ, পূর্ণ দুটি পদ্ম ফুল  
শ্রবণরূপ পুটকের পীযুষ পূর্ণ অমৃতের ধারা, সরস্বতীর পরম  
প্রকাশময় দুই নয়ন, মহামোহ তমঃ নাশ করণের আশ্চর্য্য  
সূর্য্য চন্দ্র, বেদ সিদ্ধুর দুই অনুপম মণিরত্ন এবং মুনিমনঃ



সরোবর নিবাসী ছুটী হংস এবং মোক্ষরূপী লক্ষ্মীর ছুইটী কর্ণোৎপল। ছুরাআ কুতর্কবাদীদের পক্ষে রাম নাম ছুরারাম্য এবং প্রেম সম্পন্ন মানসের সুসাধ্য ও সুলভ। ঋতি স্মৃতি সকলেই রাম নামে সংস্থিত, সূত্রে মনিগণের শ্রায়। রাম নাম জাপক, রাম নাম উচ্চারণের দ্বারা যে সুখ প্রাপ্ত না হয় সে সুখ আকাশ কুসুম ও বক্ষ্যা পুত্রের মত অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব নাই।

### প্রেমার্ণব নাটকে

চিত্রাচ্ছিত্রতরং লোকে দৃষ্টং ন কথিতং ময়া ।  
 সার্বভৌমশ্চ রামস্য নাম নৈব জপত্যলম ॥  
 ঋণং বিহায় শ্রীরাম নাম যঃ পামরাদমঃ ।  
 কুরুতে চাত্ত বস্ত্রনাং চিন্তিতং সতু গর্দভঃ ॥  
 প্রেম বৈচিত্রতা প্রোক্তা দুর্লভা সাধনাস্তরে ।  
 তাং লভেৎ রাম নামস্ত জপচ্ছিত্রং ন সংশয় ॥  
 সর্ববাশংসংপরিত্যজ্য সন্মরেন্নাম মঙ্গলম্ ।  
 যদিচ্ছা বর্জ্যেতে স্বচ্ছা প্রাপ্তিরূপা পরাং পরা ॥

প্রেমার্ণব নাটকে :—ইহা অতি আশ্চর্য্যের ও অদ্ভুত ব্যাপার যে রাম নাম ইহ জগতে থাকা সত্ত্বেও মুঢ়গণ জপ করে না। যে ঋণমাত্র শ্রীরাম নাম ত্যাগ করিয়া অস্ত্র পদার্থ চিন্তা করে সে মহাপামর গর্দভ। প্রেমের বিচিত্র বিলাস অস্ত্র সাধনের দ্বারা দুর্লভ, পরন্তু শ্রীরাম নাম জপের দ্বারা শীঘ্র প্রাপ্ত হওয়া

যায়। সকল আশা ত্যাগ করিয়া মঙ্গলময় শ্রীরামনাম স্মরণ  
কর, যদি শ্রীরাম ভগবানকে লাভ করিবার সত্য ইচ্ছা  
জাগিয়া থাকে।

## অথ স্মৃত্যন্ত বচনানি

মনু স্মৃতি—

সপ্তাকোটি মহা মন্ত্ৰাশ্চিত্ত বিভ্রম কারকাঃ।

এক এব পরোমন্ত্ৰঃ শ্রীরামেত্যক্ষর দ্বয়ম্ ॥

যেষাম্ নিত্যং রমেচ্চিত্তং রাম নাম্নি সদোজ্জলে।

তেষাম্ পূণ্যোৎসং উৎকৃষ্টং জায়তেহি প্রতিক্ষণং।

মনুস্মৃতি :—মহামন্ত্ৰের সংখ্যা। সপ্তাকোটি। কোন মন্ত্ৰ  
কাহারও মিত্র কাহারও বা অরি, ইহা নির্ণয় করা সুকঠিন।  
অতএব মন্ত্ৰগণ চিত্তবিভ্রমকারক। সকল মন্ত্ৰের শিরোমনি  
একমাত্র হুই অক্ষর রাম নাম। যাহাদের চিত্ত নিত্য সদা  
সদা উজ্জল রাম নামে রমণ করে তাহাদের পল্ পল্ পূণ্য সঞ্চয়  
হয়।

দক্ষ স্মৃতি

ধন্যা মাতা পিতা ধন্যো ধন্যাক্ষত্ব তমংকুলম

যত্র শ্রীরাম নামস্ত জাপকো জায়তে শুচিঃ ॥

বিষং তস্ত সুধা প্রোক্তং শত্রুস্তস্ত সুহৃদ্ববেৎ।

সর্বেষাম্ প্রেম পাত্রংসঃ যস্ত নাম্নি সদাকুচি ॥

দক্ষস্মৃতি :—সেই মাতা, পিতা, কুল, দেশ, সম্বন্ধ, শ্রেষ্ঠ ও  
ধন্য যথায় শ্রীরাম নাম জাপক জন্মায় ও নিবাস করে, বিষ অমৃত  
হয় মহা শত্রু পরম বন্ধু হয় এবং যাহার নামে সর্বদা রুচি তিনি  
সকলের প্রেম পাত্র হন ।

ধর্ম্মরাজ স্মৃতি

দৃষ্টা শ্রীরাম নামস্ত জাপকং ধ্যানতৎপরং ॥

অভ্যুত্থানং সদা স্নেহাৎ করিয়েহং মহামুনে ॥

সর্বৈষ্যধন্য তরোদেশঃ সাক্ষাৎ শ্রীধাম সন্নিভঃ ।

যত্র তিষ্ঠন্তি শ্রীরাম নাম সংলাপ নৈষ্ঠিকাঃ ॥

ধর্ম্মরাজ স্মৃতি :—শ্রীরাম নাম জাপক ও ধ্যানতৎপর সাধুকে  
দেখিয়া আমি ( যম ) দণ্ডায়মান হই। যম নারদকে  
বলিয়াছিলেন যে দেশে মহাপাবন শ্রীরাম নাম স্নেহি নৈষ্ঠিক  
জাপক নিবাস করে সে দেশ ধন্য এবং তাহা সাক্ষাৎ পরমধাম  
সদৃশ ।

কাত্যায়ন স্মৃতি

মিথ্যাবাদে দিবা স্বাপ্নে বহুশোণ্ডনিষেবনে ।

রাম নামাক্ষরং জপ্তা সত্তপুতঃ প্রজায়তে ॥

কৃতৈশ্চ ক্রিয়মানৈশ্চ ভবিষ্যন্তি চ পাতকৈঃ ।

রামেতি দ্ব্যক্ষরং নাম সকৃজ্জপ্তা বিপুলকৃতি ॥

আয়াসঃ স্বরণে কোশ্চ মোক্ষং যচ্ছতি শোভনং ।

পাপ ক্ষয়শ্চ ভবতি স্বরতাং তৎ অহর্নিশং ॥

অভিমানং পরিত্যজ্য চেতসাপ্তক গামিনাম ।

শৃংখলরাম ভদ্রশ্চ নাম মাহাত্ম্য উজ্জলম্ ॥

কাত্যায়ণ স্মৃতি :—মিথ্যা বলিলে, দিবা নিজা যাইলে অধিক জল পান করিলে যে পাপ হয় শ্রীরাম নাম তাহা হইতে সত্ত্বপূত করে। ভূত, (কৃত) ভবিষ্য ও বর্তমান সমস্ত পাপ একবার রাম নাম উচ্চারণে নাশ হয়। শ্রীরাম নাম উচ্চারণে কোন আয়াস লাগে না এবং অল্পকাল স্মরণে দ্বারা মোক্ষ লাভ করা যায়। যিনি দিবারাত্র স্মরণ করেন তিনি নিম্পাপ এবং পরমেশ্বর রূপ পবিত্র হন। অভিমান ত্যাগ করিয়া চিত্তকে শুদ্ধভাবে রাখিয়া পরম উজ্জ্বল রাম নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ কর।

### সাংখ্য স্মৃতি

শ্রবণাং কীৰ্ত্তনাং যস্য নরোযাতি নিরাপদং ।

তৎ শ্রীমৎ রাম নামাখ্যাং মন্ত্ৰংবৈ সংশ্রাম্যাহম ॥

পাপানাং শোধকং নিত্যং পরানন্দস্য বোধকম্ ।

রোধকং চিত্তবৃন্তিনাম্ ভজধ্বংনাম মঙ্গলং ॥

সাংখ্য স্মৃতি :—যে রামনাম স্মরণকীৰ্ত্তন করিলে জীব পরানন্দ পদ প্রাপ্ত হয় সেই রাম নামরূপ মন্ত্ৰ আমি আশ্রয় করিয়াছি। সমস্ত পাপের শোধক পরানন্দের উদ্বোধক এবং চিত্তবৃন্তিগণের নিরোধক মঙ্গলময় রাম নাম ভজন কর।

### হারীত স্মৃতি

ইমং মন্ত্ৰং অগস্ত্যস্ত জপ্তা রুদ্রহ্মাপ্তবান্ ।

ব্রহ্মধ্বং কাশ্যপশ্চৈব কৌশিকোপ্যামরেশতাং ॥

কার্তিকেয়ো মনুশ্চৈব ইন্দ্রাৰ্ক গিরিনারদাঃ ।  
 বালখিল্যাদিমুনয়ো দেবতাং প্রপেদিরে ॥  
 অত্ৰাপি রুদ্রকাণ্ডাং বৈ সৰ্বেশাং ত্যক্ত জীবিনাম্ ।  
 দিশতোতম্বহামম্বং তারকং ব্রহ্ম নামকম্ ॥  
 যন্তু শ্রবণ মাত্রেণ সৰ্ব্বএব দিবংগতাঃ ।  
 প্রজপ্তবাং সদা প্রেন্নাতম্বহং রামনামকং ॥  
 বিনৈব দীক্ষাং বিপ্রেন্দ্রপুৰুষচর্যাং বিনৈবহি ।  
 বিনৈবস্তাস বিধিনা জপ মাত্রেণ সিদ্ধিদঃ ॥  
 তস্মাৎ সৰ্বাত্মনা রাম নাম রূপং পরং প্রিয়ং ।  
 মন্তুং জপেৎ সদা ধীমান সংবিহায়াস্তসাধনং ॥

হারীত স্মৃতি :—শ্রীরামনাম মহামন্ত্র জপ করিয়া অগস্ত্য  
 রুদ্রপদ পাইয়াছিলেন । কণ্ডপ ব্রহ্মার পদ পাইয়াছিলেন  
 এবং কৌশিক বিশ্বামিত্র দেবগণের স্বামি হু লাভ করিয়াছিলেন ।  
 কার্তিকেয় মনু, ইন্দ্র, সূর্য্য, পৰ্ব্বতমুণি নারদ কাশ্যপাদি  
 মুনিগণ এই নামের প্রসাদে আপন আপন ইচ্ছানুসারে দেবতা  
 লাভ করিয়াছিলেন, অত্ৰাপি মহাদেব কাশীতে নিবাস করিয়া  
 সকল মুমূর্ষুর দক্ষিণ কর্ণে তারকব্রহ্ম এই মহামন্ত্র রাম নাম  
 উপদেশ করিতেছেন এবং ইহা শ্রবণ মাত্রেই জীবগণ পরম ধর্ম  
 লাভ করিতেছে । অতএব এই পরাংপর রামনাম স্নেহপূর্ব্বক  
 সকলের জপ করা উচিত । দীক্ষা না লইয়া রাম নাম জপ  
 করিলে কৃতার্থ হইতে পারে, পুৰুষচণের কোন অপেক্ষাও নাই ।  
 স্তাসাদিক বিধি ক্রিয়ারও কোন আবশ্যক নাই । রামনাম

স্বয়ং সর্বপ্রকারে সমর্থ এবং জপ মাত্রেই সিদ্ধিদাতা । অতএব  
পরমপ্রিয় রামনাম ধীমানদিগের সাধনাদি ত্যাগ করিয়া জপ  
করা উচিত ।

### বৈষ্ণব স্মৃতি

রাম নাম রতাসেচ রাম নাম পরায়ণাঃ ।

বর্ণা বা বর্ণ-বাহ্যাবাতে কৃতার্থাঃ সদাভূবি ॥

স্বপনভুজ্ঞনব্রজস্তিষ্ঠমুত্তিষ্ঠংশ্চ বদন্তথা ।

যোবক্তি রামনামাক্যং মন্ত্রং তস্মৈ নমোনমঃ ॥

বৈষ্ণব স্মৃতি :—তঁাহারা রাম নাম রত ও রামনামপরায়ণ  
তঁাহারা বর্ণজাত অথবা বর্ণ বহির্গত হইলেও নাম প্রসাদে  
কৃতার্থ হন । শয়ন, ভোজন, পান, উল্লাস, উপবেশন, কথন,  
যাপন, সর্বসময় যিনি রাম নাম মহামন্ত্র জপ করেন তঁাহাকে  
বারম্বার নমস্কার ।

### অত্রি স্মৃতি

কবলে কবলে কুব'ন রামনামানুকীৰ্ত্তনং ।

যঃ কশ্চিৎ পুরুষোন্নতি সোলাদোবৈর্ণলিপ্যতে ॥

সিক্যেসিক্যে লভেৎ মৰ্ত্ত্যে মহাযজ্ঞাধিকং ফলং

যস্মরেৎ রামনামাক্যং মন্ত্বরাজমনুত্তমং ॥

অত্রি স্মৃতি—প্রাণে প্রাণে যিনি রাম নাম উচ্চারণ করেন  
করেন তাহার অন্ন দোষ লাগে না, সে অন্ন যেরূপ মলিন হউক  
পরম পবিত্র হইয়া যায় । দান ও দানরূপ মহাযজ্ঞের বিশেষ  
ফল লাভ হয়, যিনি পরম পাবন রামনামাক্য মন্ত্র-বীজ স্মরণ  
করেন তিনি তাহার অধিক ফল লাভ করেন ।

## সাম্বর্ভক স্মৃতি

অসংখ্য জন্ম স্মৃকৃতৈযুক্তো যদি ভবেজ্জনঃ ।

তদা শ্রীরাম সন্মত্তেরতিঃ সঞ্জায়তে নৃনাং ॥

তন্মাম স্মরতাং লোকে কৰ্ম্মলোপো ভবেৎ যদি ।

তস্য তৎকৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্তি ত্রিংশৎ কোট্যো (মহর্ষয়ঃ) ॥

সাম্বর্ভক স্মৃতি :—অসংখ্য জন্মের ফলে নরগণের শ্রীরাম নামসহ মন্ত্রের রতি সঞ্জাত হয় । শ্রীরাম নাম স্মরণ করিতে করিতে যদি সন্ধ্যাবন্দনাদি কৰ্ম্ম লোপ হয় তাহা হইলে তাঁহার নিমিত্ত ত্রিশ কোটি মহর্ষি সেই কৰ্ম্ম করিয়া থাকেন ।

## আঙ্গীরস স্মৃতি

কান্তার বনভূর্গেষু সৰ্বাপি স্মৃচ সঙ্কমে ।

দম্ভ্যভিঃ সংনিরুদ্ধে চ যন্তু শ্রীনাম কীর্ত্তয়েৎ ॥

ততঃ সত্ত্বঃবিমুচ্যেহ বৈ রামনাম প্রভাবতঃ ।

এতাদৃশং সদাস্বচ্ছং স্বতন্ত্রং রামনাম চ ॥

আঙ্গীরস স্মৃতি :—ভূর্গম কান্তারে সকল বিপদ সঙ্কুল অবস্থা দম্ভ্যগণের দ্বারায় আক্রান্ত মহা ক্লীন্ন জীব রাম নাম উচ্চারণ করিলে সদ্য বিমুক্ত হয় । রামনাম এইরূপ সদাস্বচ্ছ ও স্বতন্ত্র সমর্থ ।

## শনৈশ্চর স্মৃতি

মৎ কৃত্য্যাং ভবেদ্ বাধা মহাভূঃখৌষদায়িণী ।

রামনাম্নো জপোৎসাহী মুচ্যতে স্বল্পকালতঃ ॥

সৰ্ব্বোপদ্রব নাশার্থং রাম নাম জপেৎ বৃধঃ ।

সত্যং সত্যং ন সন্দেহঃ মন্তব্যং মহতং জনৈঃ ॥

শনৈশ্চর স্মৃতি :—সাড়ে সাত বর্ষ ধরিয়া আমার (শনির) মহা দুঃখদায়িনী দশায় জীব পতিত হয় সে যদি শ্রীরাম নাম স্মরণ করিতে থাকে তাহা হইলে অল্প কালেই সেই দশা বিনষ্ট হয়। পণ্ডিতগণের উচিত যে সর্বপ্রকার উপদ্রবের নাশের জন্ত রাম নাম জপ করা, ইহা অতি সত্য ইহাতে কেহ সন্দেহ না করে।

### যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি

পরমাত্মানমব্যক্তং প্রধান পুরুষেশ্বরং ।

অনায়াসেন প্রাপ্নোতি কৃতেতন্মাম কীর্তনে ॥

জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্নং বৈরাগ্যং বিষয়েষু ।

অমলাং প্রীতিমুন্নিদ্রাং লভতে নাম কীর্তনাৎ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি :—পরম আত্মা অব্যক্ত পদার্থ। এবং প্রকৃতি ও পুরুষের ঈশ্বর। শ্রীরাম নাম কীর্তন করিলে অনায়াসে তিনি প্রকাশ হন। জ্ঞান, বিজ্ঞান, বৈরাগ্য প্রেম-সম্পন্ন অবস্থা শ্রীনাম কীর্তনের দ্বারা লাভ হয়।

### বশিষ্ঠ স্মৃতি

রাম নাম জপে নৈব তদর্চ্যচোক্তমা স্মৃতা ।

অন্তোবাং লোকিকীং পূজা প্রতিষ্ঠাবর্জনীভূবি ॥

শ্রীরাম রাম রামোতি যে বদন্ত্যপি পাপীনঃ ।

পাপ কোটি সহশ্রেভ্যস্তেভ্যামউদ্ধরণং ক্ষণাৎ ॥

বশিষ্ঠ স্মৃতি :—রাম নাম জপই রামের উত্তম পূজা এবং



নাম বিহীন পূজা লোক প্রতিষ্ঠা মাত্র। পাপীগণও শ্রীরাম  
রাম ইতি উচ্চারণের দ্বারা ক্ষণমাত্রের সহস্রকোটি পাপ হইতে  
উদ্ধার হয়।

### গৌতম স্মৃতি

তাবদ্বিজ্জন্ততে পাপং ব্রহ্মহত্যাপুরঃসরম্।

যাবৎ শ্রীরাম নামস্ত নাস্তি সম্ভাষণং নুনাং ॥

রাম নামস্ত পরং তৎসং সমং বা যন্তুধীবদেৎ।

সংসর্গং তস্ম যঃ কুর্যাৎ রামদেবী ভবেত্তু সঃ ॥

গৌতম স্মৃতি :—ব্রহ্মহত্যা পাপ ততক্ষণ শরীরে বাস  
করে যতক্ষণ না রাম নাম উচ্চারিত হয়। শ্রীরাম নামের  
সমান অথবা অধিক কোম তত্ত্ব নাই। যে মুঢ় অন্তরূপ  
সিদ্ধান্ত করে সে মহাপাপী ও সে রামদেবী। তাহার সহিত  
সংসর্গ করা উচিত নহে।

### মাণ্ডব্য স্মৃতি

সুরাপীব্রহ্মহাস্ত্রেয়ী চৌরোভগ্নব্রতীশুচিঃ।

সাধ্যায়োপার্জিত পাপী লুক্কো নৈকৃতিকঃশঠঃ ॥

অব্রতীবৃষহলীভর্তাকুনখী শোভবিক্রয়ী।

সোপি মুক্তিমবাপ্নোতি রামনামানু কীর্তনাৎ ॥

মাণ্ডব্য স্মৃতি :—মদ্যপায়ী, ব্রহ্মঘাতী, তস্কর, ব্রতত্যাগী  
বেদাধ্যায়ণ করিয়া উদর পোষণকারী, লোভী, কৃতঘ্ন, অব্রতী,

আশ্রমত্যাগী শুদ্ধানীতে আসক্ত, কুনখী, এবং সোম রস বিক্রয়ী  
ইত্যাদি মহাপাপীও শ্রীরাম নাম উচ্চারণ করিয়া মুক্তি পাইতে  
পারে ।

### বৃহস্পতি স্মৃতি

যাবৎ শ্রীরামনামস্ত স্বরণং নাস্তি ভো মূনে ।

তাবত্তমভটাঃ সৰ্বৈ বিচরন্তিহ্নিৰ্ভয়াঃ ॥

রাম নাম পরং ব্রহ্ম সৰ্বদেবৈঃ প্রপূজিতম ।

সৰ্বেষাম্ সম্যতং শুদ্ধং জীবনং মহতামপি ॥

বৃহস্পতি স্মৃতি :—হে মুণে যতক্ষণ না রাম নাম স্বরণ হয়  
ততক্ষণ যমদূত অবনীতলে বিচরণ করে । রাম নাম স্বয়ং  
পরব্রহ্ম সৰ্বদেব গৃহীত, সকল ক্রতি সন্ত সম্যত এবং মহাত্মা-  
দিগের জীবন ।

### আতাতপ স্মৃতি

নিজং ধিক্ ক্রিয়তে স্মৃতিঃ তেষাম্ ভাগ্যেষ্ণু নিশ্চিতম্ ।

নোপীতং রামানামাখ্যং পীযুষং মানবা কৃতৌ ॥

সুশ্রমত্যন্তমাত্মানং প্রবদন্তি বিপশ্চিতঃ ।

তস্যাপ্যনুভবঃ সাক্ষাৎ জায়তে নামকীর্তনাৎ ॥

জ্ঞানানাং পরমং জ্ঞানং ধ্যানানাং পরমোলয়ঃ ।

যোগানাং পরমো যোগঃ রামনামানুকীর্তনম্ ॥

অয়মেব পরোলাভঃ সৰ্বেষাম্ জগতীতলে ।

নাম ব্যাহরণং নিত্যং শ্রীরামস্ত সনাতনম্ ॥

পরং ব্রহ্মময়ং নাম বেদানাং গুহ্যমুত্তমম্ ।

যৎ প্রাসাদাৎ পরাং শান্তিং লভতে পাতকী নরঃ ॥

আতাতপ স্মৃতি—যে মনুষ্যতত্ত্ব পাইয়া রামনাম পরমপীযুষের আশ্বাদ গ্রহণ করে না, সেই হতভাগ্য জীবগণকে আমরা মুনীগণ নিয়ত দিক্কার দিয়া থাকি। বিপশ্চিতগণ আত্মাকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। শ্রীরাম নাম কীর্তন দ্বারা সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আত্মার ঐখার্থ অপরোক্ষাভব হয়। স্থায়ী জ্ঞানের মুখা জ্ঞান, ধ্যানের মুখ্য লয়, যোগের পরম যোগ, শ্রীরাম নামানুকীর্তন। ইহ জগতে সর্ব শ্রেষ্ঠ লাভ নিত্য শ্রীরাম নাম ব্যাহরণ। শ্রীরাম নাম পরম ব্রহ্মময় এবং বেদ গণের শ্রেষ্ঠ গুহ্য সিদ্ধান্ত। অনন্ত পাপ গ্রস্ত নর ইহার প্রসাদে শান্তি প্রাপ্ত হন।

### পরশর স্মৃতি

ব্রাহ্মণোশ্বপচো ভুঞ্জন্ বিশেষেণ রজস্বলাম্ ।

যদন্নসুরয়াপকং মরণে নাম সংস্মরেৎ ॥

সযাতি পরমং স্থানং সর্বপাপ বিবর্জিতং ।

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং রামনাম প্রভাবতঃ ॥

তদ্দেহলক্ষণং বৃক্ষং পাপরূপাস্তু পক্ষিণঃ ।

তদ্বাচোড্ডীয় গচ্ছন্তী বিলম্বং সংবিহায়চ ॥

পরশর স্মৃতি :—যে ব্রাহ্মণ, চণ্ডালী, তথা রজস্বলা সঙ্গ-কারী এবং তাহার অন্ন ভোজন কারী, এবং সেই অন্ন উদ্ধৃত মদীরা পায়ী পাপীও মৃত্যুকালে যদি শ্রীরাম নাম উচ্চারণ করে তাহা হইলে সে সকল পাপ রহিত হইয়া পরম ধামে গমন করে। রাম নামের এইরূপ প্রভাব অতি সত্য বলিয়া জানিবে।

জীবের দেহরূপ বৃক্ষে পাপরূপ পক্ষী বাস করে। শ্রীরাম নাম উচ্চারণ মাত্রে সে তাহা হইতে উড়িয়া পলাইয়া যায়।

### ঋতু স্মৃতি

তন্নাস্তি কার্যজংলোকে বাক্যজং মানসং তথা ।

যত্নে ন ক্ষীয়েতে পাপং রাম নাম জপাৎ মুনে ॥

ন তাবৎ পাপমস্ত্যং যাবন্নান্নাহত স্মৃতং ।

অনিরেক ময়াদাহঃ প্রায়শ্চিত্তাং তরংবুধা ॥

ঋতু স্মৃতি :—এমন কোন শরীরজ মানসজ বচনজ পাপ নাই যাহা শ্রীরাম নাম জপে নষ্ট না হয়। নাম উচ্চারণের দ্বারায় যে পাপ নষ্ট হয় তত পাপ ইহলোকে থাকিতেই পারে না। মুনীগণ আধিক্যে ভয়ে স্মৃতি শাস্ত্রে নানা বিধ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন বটে।

মহাভারতে শাস্তিপর্বে ভগবদ্বাক্যং

ঋগ্বেদেথ যজুর্বেদে তথৈবাতথর্ব সামম্ ।

পুরাণে সোপনিষদিতথৈব জ্যোতিষেহর্জুন ॥

সাংখ্যেচ যোগ শাস্ত্রেচ আয়ুর্বেদে তথৈবচ ।

বহুনি মম নামানি কীর্তিতানি মহর্ষি ভিঃ ॥

গৌণানি তত্র নামানি কস্মৈ জানিচকানিচ ।

সর্বেষামমন্ত্র তেষু রাম নাম পরাৎপরং ॥

শ্রীভগবানের বচন :—হে অর্জুন ঋগ্বেদ, সামবেদ যজুর্বেদ অথর্ববেদ পুরাণ উপনিষদ জ্যোতিষ সাংখ্য যোগ আয়ুর্বেদ শাস্ত্র

তথা অস্ফাভ্র গ্রন্থে মহাবিগণ শ্রীভগবানের অনেক নাম কীর্তন  
কবিয়াছেন। ইহারা সকলে গৌন ঐ সকল নামের  
মধ্যে কেহ কেহ আমার গুণ সম্বন্ধে কেহবা কণ্ম সম্বন্ধে উক্ত।  
পরন্তু আমার শ্রীরাম নাম সর্বোপরি এবং সমস্ত মন্ত্র  
তত্ত্বের মধ্যে রাম নাম পরাংপর বলিয়া জানিবে।

# রহস্যোক্ত বচনানি

শিব রহস্য ।

শোচন্তে তপোহীনাঃ স্বভাগ্যানি দিনে দিনে ।

প্রমাদেনাপি যৈর্নোক্তং শ্রীরামেত্যক্ষরং দ্বয়ম্ ॥

রাম রামা সুবিজ্ঞেয়াঃ যন্মাত্রা স্তব্ববোধকাঃ ।

জানন্তি তব্বনিষাতা রাম নাম প্রসাদতঃ ॥

রাম নাম্নি স্থিতো রেফো জানকী তেন কথ্যতে ।

রকারেণতুবিজ্ঞেয়ো শ্রীরাম পুরুষোত্তম ॥

অকারেণতু বিজ্ঞেয়ো ভরতো বিশ্বপালকঃ ।

ব্যঞ্জনেন মকারেণ লক্ষণো ঐ নিগততে ॥

হ্রস্বাকারেণ নির্গমৈঃ শত্রুশ্চ সমুদাহৃতঃ ।

মকারার্থোদ্ধিধা জ্ঞেয়ঃ সানুনাসিক ভেদতঃ ॥

প্রোচ্যন্তে তেন হংসাবৈজীবান্ চৈতন্য বিগ্রহাঃ ।

সংসার সাগরোত্তীর্ণাঃ পুনরাবৃত্তি বর্জিতাঃ ॥

সেবাধিকারিণঃ সর্বৈ শ্রীরামশ্চ পরাশ্রয়নঃ ।

এতৎতাৎপর্যমুখ্যার্থাদন্যার্থো যোহনুভূয়তে ॥

সোনর্থ ইতিবিজ্ঞেয়ঃ সংসার প্রাপ্তি হেতুকঃ ।

তন্মাত্রাতৎপর্যমর্থঞ্চ মন্তব্যং নাম তন্ময়ৈঃ ॥

শিব রহস্য :—বাহারা প্রতিদিন আপনার ভাগ্যের দোষ  
দেন তাহারা তপঃহীন জীব। তাহারাও যদি প্রমাদ বা  
ভুলক্রমে কখন “রাম” এই অক্ষর দ্বয় উচ্চারণ না করে তাহারা

মহা হতভাগ্য। শ্রীরাম নাম স্বয়ংতত্ত্ব পদার্থ; ইহাতে ৬টী মাত্রা আছে। যথার্থ রহস্য জ্ঞাত তত্ত্বজ্ঞানী শ্রীরাম নাম প্রসঙ্গ জ্ঞাত। শ্রীরাম নামে প্রথমে যে অর্দ্ধ মাত্রা আছে “৳” অকার বিহীন রকার বা রেফ ) তাহা আদি শক্তি জ্ঞানকী স্বরূপ। আর “অ”কার তাহা শ্রীপূর্ববোত্তম রাম। দীর্ঘ “আ” ( “া” ) ভরত; কারণ সমস্ত বিশ্ব আকারের দ্বারা পালিত হয়। অকার রহিত “ম”কার লক্ষণের স্বরূপ আর “ম”য়ের “অ” বেদগণ শত্রু স্বরূপ বলিয়াছেন, এই অক্ষরের ( ম ) দুইটী ভেদ আছে। একটি সানুনাসিক ও আর একটি নিরনুনাসিক। রাম নামের “ম”কার সানুনাসিক। এই মকারে যে অর্দ্ধচন্দ্র আছে তাহাই চৈতন্য বিগ্রহ হংস অর্থাৎ শুদ্ধ জীবের বাচক। জীব মাত্রেই পরমাত্মা রাম নামের সেবার অধিকারী, ইহাই রাম নামের মুখ্য তাৎপর্য। অণু অর্থ অনর্থের হ্রায়। তবে রাম নামের অনন্ত প্রকার অর্থ আছে যাহার যে অর্থে প্রীতি হয় সে সেরূপভাবে নামার্থ মনে করিয়া রাম নাম পরায়ণ হউক। ইহাই উপদেশ। কদর্থ করাই সংসার প্রাপ্তির কারণ। শ্রীরাম নাম তৎপর জীবের নামের সদর্থ এবং তাৎপর্য বারম্বার বিচার করা কর্তব্য।

### নারায়ণ রহস্য

নারায়ণ রহস্বে শ্রীনারায়ণ বাক্যং নারদং প্রতি :—

যথৌষধং শ্রেষ্ঠতমং মহামুনে।

অজানতোপি আত্ম গুণং প্রকুবতে।

তথৈব শ্রীরাঘব নামতঃ জনাঃ ।

পরং পদং যাস্ত্যনয়াসতঃ খলু ॥

যথা দীপেন ধান্নস্ত তমস্তোম বিনাশনম্ ।

তথা শ্রীরাম নান্নস্ত অবিভা সন্নিবর্ততে ॥

যন্নাম কীর্তনাদোষাঃসর্বেনশস্তি তৎক্ষণাৎ ।

।বনির্দোষায়তে তস্মৈ শ্রীরামায়নমোনমঃ ॥

ত্য়জন্ কলেবরং রোগীমুচ্যতে সর্ব্ব কৰ্ম্মভিঃ ।

ভক্ত্যাবেশ মনোযশ্বিন্বাচাশ্রী নাম কীর্তনে ॥

যস্তারায়তি ভূতানি ত্রিলোকী সংভবানিচ ।

স্বনাম কীর্তনে নৈব তস্মৈনামাত্মনে নমঃ ॥

শ্রীরামেত্যুক্ত মাত্রেণ দৈহিকঃ ক্লেশ বন্ধনঃ ।

পাপৌঘো বিলয়ং যাতি দানমশ্রোত্রিয়ে যথা ॥

নারায়ণ রহস্যে শ্রীমৎ নারায়ণ নারদজীকে বলিতেছেন ।

যে রূপ কোন ঔষধি না জানিয়া খাইলেও তাহার গুণ প্রকাশ করে সেই রূপ অজ্ঞানী মুঢ়ও রাম নামের মহত্ত্ব না জানিয়াও যদি গ্রহণ করে সে অন্তকালে নাম প্রতাপে পরমপদ প্রাপ্ত হয় । যে রূপ অনন্ত কালের অন্ধকার, দীপ জালিবা মাত্রই ক্ষণ মাত্রেই শান্তিপ্রাপ্ত হয় সেইরূপ রাম নামের দ্বারা অনাদি অজ্ঞান নাশ হয় । যাঁহার নাম কীর্তনে সমস্ত দোষ ক্ষণমাত্রে বিনষ্ট হইয়া যায় সেই রামকে আমার নমস্কার । কলেবর ত্যাগ করিবার কালে রোগগ্রস্ত শরীরে রাম স্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে যিনি নামোচ্চারণ করেন তাহার পাপ সকল নষ্ট হইয়া যায় এবং তিনি পরম ধামে গমন করেন । যে রাম



নাম ত্রিলোকের জীবকে ত্রাণ করে সেই রাম নাম স্বরূপকে আমার পুনঃ পুনঃ নমস্কার। শ্রীরাম নাম উচ্চারণ করিবা মাত্রই সাংসারিক বন্ধন ঘুচিয়া যায় ও পাপ নিশ্চুল হয় ; যেক্রপ বেদহীন ব্রাহ্মণকে দান করিলে দানের ফল তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়।

### ব্রহ্ম রহস্য

নিয়তং রাম নামস্তু কীর্তনাৎ শ্রবণাৎ শিবে ।  
 মহাতোপ্যেনসঃ সত্যমুদ্বরেৎ রাঘবঃ বলী ॥  
 সত্যং ব্রবীমি দেবেশি শ্রুত্বৈদম্ অবধারণয় ।  
 নাম সংকীর্তনাৎ অশ্রো মোচকোত্র ন বিচ্যতে ।  
 সঙ্কুৎ উচ্চারয়েৎযস্তু রামনামেতি মঙ্গলম্ ।  
 হেলয়া শ্রদ্ধয়া বাপি সপুতঃ সর্বপাতকৈঃ ॥  
 সর্বাচার বিহীনোপি তাপক্লেশাদি সংযুতঃ ।  
 শ্রীরাম নাম সংকীর্ত্য যাতি ব্রহ্মসনাতনম্ ॥

ব্রহ্ম রহস্য :- হে পার্শ্বতী রাম নাম কীর্তন শ্রবণ সর্বদা করিলে শ্রীরাঘব বলী স্কুল সৃঙ্খল সমস্ত মহৎ পাপ বিনষ্ট করিয়া দেন। আমি তোমায় সত্য বলিতেছি শ্রবণ করিয়া ইহা মনে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। নাম সংকীর্তন ভিন্ন অশ্রু উদ্ধারকর্তা নাই। শ্রীরাম নাম মহা মঙ্গলপ্রদ। শ্রদ্ধা অথবা অনাদর পূর্বক একবার উচ্চারণ করিলে পাপ রহিত হওয়া যায়। সকল আচার রহিত তাপ ক্লেশাদি সংযুক্ত ব্যক্তিও শ্রীরাম নাম কীর্তন করিয়া সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়।

## বিষ্ণু রহস্য

যস্য নাম সততং জপন্তি যেহজ্ঞান কৰ্ম্মকৃৎ বন্ধনংক্ষণাৎ ।  
 সন্ত এব পরিমুচ্য তৎপদং যাতি কোটী রবি ভাস্করং শিবং ॥  
 সৰ্ব্বকালে শুচিৰ্ণাম মহা মোক্ষৈক কারণম্ ।  
 ইতি মত্বা জপেৎ যন্তু সতু সিদ্ধান্ত পারগ ॥  
 শ্রীরাম দিব্য নামাণি সৰ্ব্বদাপরি কীর্ত্তয়েৎ ।  
 যতঃ সৰ্ব্বাশ্বকং নাম পাবনানাং চপাবনম্ ॥

বিষ্ণু রহস্য :—যিনি শ্রীরাম নাম সতত জপ করেন  
 তাহার অজ্ঞানকৃত বন্ধন ক্ষণমাত্রে কাটিয়া যায় এবং কোটী  
 সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর শ্রীরাম ধাম প্রাপ্ত হন । শ্রীরাম নাম  
 সৰ্ব্বকালেই শুচি মহাপাবন ও মোক্ষের কারণ । অতএব ইহা  
 সৰ্ব্বদাই কীর্ত্তন করা করা উচিত কারণ সমস্ত পাবন বস্তু  
 অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ ।

## গণেশ রহস্য

সৰ্ব্বজ্ঞাতি বহিভূতো ভূজানঃ বা যতন্ততঃ ।  
 কদাচিন্মারকং দুঃখং নাম বস্তা নপশ্যতি ॥  
 স্মরণে রাম নামন্তু মানসংযস্য বৰ্ত্ততে ।  
 তস্য বৈবস্বতো রাজা করোতি লিপি মার্জ্জনম্ ॥  
 একস্মিননবতিক্রান্তে মুহূৰ্ত্তে নাম বর্জ্জিতে ।  
 দম্ভ্যভি মেৰ্ষিতস্তেন যুক্তমাক্রন্দিতং ভৃশং ॥

গণেশ রহস্য :—জাতি বহিষ্ঠৃত, যথা তথা ভোজনকারী যদি রাম নাম গ্রহণ করে তাহা হইলে সে কখনই নরক হুঃখ পাইবে না। শ্রীরাম নাম স্মরণে যাঁহার মন লাগিয়াছে, তাঁহার পুণ্য ও পাপের হিসাব ধর্মরাজ ধুইয়া দেন। এক পল যদি রাম নাম বিনা কাটে, তাহা হইলে বিচার করিবে যে পাপ রূপ চোর আমার সময় চুরি করিয়াছে, এবং তজ্জন্য বারম্বার রোদন করিবে।

### শক্তিরহস্য

রামেতি ক্রবতো নিশং ভুবি জনস্যেতাবতা সংক্ষয়ং ।  
পাপানামতি শোধকং খলু পুনর্গান্যৎ কৃতং চিন্তনম্ ।  
মার্ত্তণ্ডোদয়কাল এবতমসো নাস্তি ক্ষতিঃস্যাৎক্ষমং ।  
কিং কার্য্য পুরুষৈঃ প্রদীপ করণেচার্থানাভিজ্ঞৈ বৃথা ॥  
অহোমুর্খমহোমুর্খং অহোমুর্খং ইদং জগৎ ॥  
বিভ্রমাণোপি মৎস্বামী মূঢ়া মৈব রমন্তি চ ॥

শক্তি রহস্যে :—সর্বদা রাম নাম উচ্চারণ করিলে যাবৎ পাপ সংক্ষয় হয় এবং তাহার আর অন্য কোন কর্তব্য থাকে না। যেরূপ সূর্য্য প্রকাশ হইলে মহাতমোরাশি নাশ হয় অন্য কোন দীপাদির আবশ্যক থাকে না। আশ্চর্য্য এই সংসারে এইরূপ বস্তু থাকিতে জীবগণ অন্য সাধনে রমণ করিতে ইচ্ছা করে।

### সিদ্ধান্ত রহস্য

শ্রীরাম নাম রঘুবংশকুলাবতংস  
হ্রদ্রাম কীর্ত্তন পরাভবতীহবানী ।

নাশ্রং বরং রঘুবর ভ্রমতোপিযাচে ॥  
 তস্মান্ মুর্থতরঃ কোপিকোন্যস্তস্মাৎ অচেতনঃ ।  
 সত্যং বদাপি রঘুবীর দয়ানিধেহং ॥  
 যশ্চ নাম্নি পুরা প্রীতি নাস্তি সর্বৈশ্বরেশ্বরে ।  
 পরমানন্দ জলধোনাশ্রি সিদ্ধান্ত মৌলিনী ।  
 নাস্তি যশ্চ রতির্দ্বিত্যাসবিপ্রঃ স্বপচাধম ॥  
 অহো চিত্রং অহো চিত্র মহোচিত্র মিদং দ্বিজাঃ ।  
 রাম নাম পরিত্যজ্য সংসারে রুচিমুক্তমাম্ ॥  
 পাবনেন্দ্রিয়ে বৈক্লব্যং যাবৎ ব্যাধিন বাধতে ।  
 তাবৎ সংকীৰ্ত্তয়েৎ রামং সহজানন্দদায়কং ॥  
 মাতৃগর্ভাৎ যদা জীবো নিঃস্রান্তশ্চ তদৈবহি ।  
 মৃত্যুবক্ত্রাগতোবাঢ়ং তস্মাৎ রামং প্রকীৰ্ত্তয়েৎ ॥

সিদ্ধান্ত রহস্যে :—হে শ্রীরাম ভদ্র রঘুবংশাবতংস আমি  
 এই বর দান প্রার্থনা করি যে আপনার শ্রীরাম নাম আমার  
 রসনা নিরন্তর রটিতে থাকে । আমি অশ্রু কোন বর চাহি না ।  
 হে দয়ানিধি সত্যই বলিতেছি ( ইহা নারদের উক্তি ) । তাহার  
 অপেক্ষা মুর্থ অচেতন কে জড় আছে যাহার এই পরমানন্দ  
 সর্বৈশ্বর শ্রীরাম নামে প্রীতি বা রতি জন্মায় নাই ।  
 সে বিপ্র হইলেও স্বপচাধম । বড় আশ্চর্যের বিষয় হে  
 দ্বিজগণ মহানন্দ ধাম রাম নাম ছাড়িয়া হুঃখরূপ সংসারে রুচি  
 স্থাপন করিয়া জীবগণ ক্লেশ পাইতেছে । যতদিন ইন্দ্রিয়ে  
 শক্তি আছে এবং শরীর রুগ্ন ও ভগ্ন না হইয়া পড়িয়াছে

ততদিন উচিত সহজানন্দ দায়ক শ্রীরাম নাম স্মরণ করা।  
শিথিলতা করিয়া ফেলিয়া রাখিলে পশ্চাৎ পস্তাইতে হইবে।  
যখনই মাতৃগর্ভ হইতে জীব বহির্গত হয় ঠিক সেইরূপ হইতে  
সে মৃত্যুমুখে প্রবেশ করে। অতএব বিলম্ব না করিয়া "শ্রীরাম  
নামে আসক্ত হও।

### নারদ পঞ্চরাত্র

কদাহং বিজনেরণ্যে নিরন্তরং ইতস্ততঃ ।

প্রলপন্ রাম রামেতি গমিষ্ঠ্যামিচ বাসরান্ ॥

যন্মাম স্মরতাং পুংসাং সত্বোহরতি পাতকম্ ।

জায়তে চাক্ষুঃ পুণ্যং তং বন্দে জানকী পতিম্ ॥

শ্রীরাম নাম মণিকস্য চ যস্য কণ্ঠে সংরাজতে প্রতিদিনং

সতু মুক্তিরূপঃ ॥

জন্মাদিতুঃখ পরিপূর্ণ মহার্ণবস্য সাক্ষাৎ পরংপরতরং প্লবনং

পবিত্রং ॥

অয়ম সর্বেষু মন্ত্ৰেষু চুড়ামণি উদাহৃতঃ ।

মন্ত্ৰানাম্ সিদ্ধিদোমন্ত্ৰঃ শ্রীরামেত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥

সর্বার্থ সিদ্ধিযুক্তেষু নাম্নামেকার্থতাপতঃ ।

অতঃ শ্রীরামনামেদং ভজেন্দ্রাবৈকবল্লভম্ ॥

নারদ পঞ্চরাত্রে :—নারদ মুনি উৎকণ্ঠা করিতেছেন কবে  
একান্তে অরণ্য মধ্যে বাস করিয়া আমি খেদরহিত হইয়া প্রেম  
সহিত শ্রীরাম নাম করিতে করিতে দিবসকে ক্ষণের স্থায়  
কাটাইয়া দিব। শ্রীরাম নাম উচ্চারণের সমস্ত পাতক নষ্ট

হইয়া যায় এবং তিনি অক্ষয় পুণ্যের আলয়স্থল, এইরূপ জ্ঞানকৌ  
পতির নামকে বন্দনা করি। শ্রীরামনামরূপ মহামণি মালা  
যাহার কণ্ঠে বিরাজমান সেই প্রকৃত জীবন মুক্ত। জন্মাদিদুঃখ  
সাগর উত্তীর্ণ হইবার সাক্ষাৎ পরাংপর প্লব ( নোকা ) শ্রীরাম  
নাম। শ্রীরামনাম সর্বশাস্ত্রে সর্ব সম্মতিক্রমে সব মন্ত্ৰের চূড়ামণি  
সকল মন্ত্ৰের সিদ্ধিদাতা সর্বার্থ সিদ্ধিযুক্ত যত হরিনাম আছে  
তাহাদের সকলকে একত্র করিলে যে সিদ্ধিলাভ হয় তাহাই এই  
দুই অক্ষর রাম নামে স্থিত অতএব ভাব সহিত ভাব প্রিয় জীব  
শ্রীরাম নাম ভজন করহ।

# অথ যামলোক্ত বচনানি

ব্রহ্ম যামল

রকারঃ সৰ্বদেবানাং সাক্ষাৎকালানলঃ প্রভুঃ ।

রকারঃ সৰ্বজীবানাং সৰ্বপাপশ্চদাহকঃ ॥

রকারঃ সৰ্বভূতানাং জীবরূপী পরাৎপরঃ ।

রকারঃ সৰ্বদেবানাং তেজপুঞ্জঃ সনাতনঃ ॥

রকারঃ সৰ্বসৌখ্যানাং সিদ্ধদন্ত পুরাতনঃ ।

রকারঃ সৰ্ববিদ্যানাং বেদ্যঃ তত্ত্বং সনাতনঃ ॥

রকারঃ সৰ্বভূতানাং ব্যাপাবাপকমীশ্বরঃ ॥

রকারোৎপত্তিতে নিত্যংরকারেলীয়তে জগৎ ।

রকারো নিব্বিকল্পশ্চ শুদ্ধ বুদ্ধঃ সদাধয়ঃ ॥

রকার সৰ্বকামশ্চ পরিপূর্ণ মনোরথঃ ।

রকার সৰ্বদুষ্টানাং নাশকো রঘুনায়কঃ ॥

রকার সৰ্বসত্ত্বানাং মহা মোদময় স্বরাট্ ।

রকার সৰ্ব বেদানাং কারণঃ প্রকৃতেঃপরঃ ॥

ব্রহ্ম যামল :—“র”কার সাক্ষাৎ সৰ্ব দেবতার মধ্যে মহাকাল পাবক স্বরূপ । আর সমস্ত জীবের পাপ দাহক অগ্নি । “র”কার সকল ভূতের জীবাশ্মস্বরূপ এবং পরাৎপর । এবং সৰ্ব দেবতার তেজপুঞ্জ স্বরূপ । “র”কার পুরাতন সকল সিদ্ধি দাতা এবং সৰ্ব বিদ্যার বেদ্য তত্ত্ব ।

“র”কার অনন্তরূপধারী সর্বভূতের ঈশ্বর, সর্বত্র ব্যাপক এবং ব্যাপ্য হইয়া ঈশ্বররূপে স্থিত। সমগ্র বিশ্ব “র”কার হইতে উৎপত্তি পালন ও লয় প্রাপ্ত হইতেছে এবং “র”কারই শুদ্ধ সৎচিদানন্দ নির্বিকাররূপ অদ্বয় জ্ঞান স্বরূপ। “র”কারই সকল কামনা ও মনোরথ পূর্ণকারী। এবং “র”কারই সকল দুষ্টির শাসক ও নাশক স্বয়ং রঘুনাথক। “র”কারই সকল জীবের পরমানন্দপ্রদ এবং স্বতন্ত্র। সব বেদের কারণ প্রকৃতির পর।

তত্রৈব পার্শ্বতী বাক্যং শ্রীশিবঃ প্রতি :—

গুটিকা পাছুকা সিদ্ধি পরকায় প্রবেশনম্।

বাচাসিদ্ধিশ্চার্থ সিদ্ধি তুথা সিদ্ধিম'নোময়ী ॥

জ্ঞান বিজ্ঞান কৰ্ম্মানি নানা সিদ্ধি করানি চ।

লক্ষ্মী কুতুহলা সিদ্ধিবাঞ্ছা সিদ্ধিস্থখেচরী ॥

কেনেদং সর্বমাপ্নোতি দেব মেবদতত্ত্বতঃ।

সর্বতো নির্ণয়ং কুত্বা জ্ঞাহামামনুগামিনী ॥

ব্রহ্ম যামলে পার্শ্বতী মহাদেবকে বলিতেছেন :—

গুটিকা, পাছুকা, সিদ্ধি ( উড়িবার শক্তি ও জলে চলিবার ) এবং পরকায় প্রবেশাদি শক্তি, বাক্ সিদ্ধি, অর্থ সিদ্ধি, এবং মনের অভিলাষাদি সিদ্ধি, তথা, জ্ঞান বিজ্ঞান, নানা প্রকার কৰ্ম্ম ও অস্ত্রাস্ত্র সিদ্ধি, লক্ষ্মী কুতুহলা সিদ্ধি, বাঞ্ছা সিদ্ধি এবং খেচরী সিদ্ধি কাহার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় তত্ত্বতঃ আমায় বলুন আমি আপনার অনুগামিনী :—



শ্রীশিব উবাচ :—

সর্বৈশ্বর্য্য প্রদং সর্বসিদ্ধিদং পরমার্থদম্ ।  
মহামাঙ্গলিকং নিত্যং রাম নাম পরাংপরং ॥  
নাতঃ পরতরো পায়ঃ সুখার্থং বর্ত্ততে প্রিয়ে ।  
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং নাশ্রুথা বচনং মম ॥

শ্রীশিব বলিলেন :—হে প্রিয়ে সকল ঐশ্বর্য্যপ্রদ সকল  
সিদ্ধিপ্রদ পরমার্থ দাতা পরম মঙ্গলময় পরাংপর শ্রীরাম নাম ।  
সুখ লাভের ইহার তুল্য উপায় নাই । ইহা সত্য সত্য পুনঃ  
সত্য । আমার বচন কখন অশ্রুথা হয় না ।

তত্রৈব স্থানান্তরে :—

রাম নাম পরাবেদা রাম নাম পরাগতিঃ ।  
রাম নাম পরায়জ্ঞা রাম নাম পরাক্রিয়া ॥  
রাম নাম সদানন্দো রাম নাম সদাগতিঃ ।  
রাম নাম সদা তুষ্টো রাম নাম সদামলঃ ॥  
রাম নাম পরং জ্ঞানং রাম নাম পরো রসঃ ।  
রাম নাম পরো মন্ত্রো রাম নাম পরো জপঃ ॥  
রাম নাম পরং ধ্যানং সদা সর্বত্র পূর্ণকম্ ।  
রাম নাম সদা সেব্যং ঈশ্বর্যাণাং মম প্রিয়ে ॥  
রকারাদিনি নামানি শৃঙ্খতো মম পার্বতী ।  
মনঃ প্রসন্নতামেতি রাম নামাভিশংকয়া ॥

ঐ গ্রন্থে অশ্রু স্থানে রাম নাম :—বেদগণ রাম নাম পর ।  
পরাগতি রাম নামাধীন । যজ্ঞাদি ক্রিয়াদি রাম নাম নিমিস্ত ।

শ্রীরাম নাম সদানন্দময়। সদগতি দায়ক। সদা তুষ্ট ও  
নির্মল। শ্রীরাম নামই পরম জ্ঞান ও পরম রস। শ্রীরাম  
নামই পরম মন্ত্র ও পরম জপ। শ্রীরাম নামই পরম ধ্যান ও  
সদা সর্বত্র পরিপূর্ণ। রাম নাম সমস্ত ঈশ্বর গণের সদা সেব্য।  
যে শব্দের আদিতে “র”কার আছে তাহা শুনিবা মাত্রই আমি  
প্রসন্ন হই। আমার আশা হয় রাম নাম একবার উচ্চারণ  
করি।

### ক্লদ্রে যামল

শ্রীশিব বাক্য শিবাং প্রতি:—

মকার: সর্বসাধ্যানাং সর্ব সৌখ্যপ্রদস্তথা।  
মকার: সর্ব দেবানাং সিদ্ধিদন্তু সদা প্রিয়ে ॥  
মকার: সর্ব মূলানাং মূলং মোদময়: স্বরাট্।  
মকারশ্চ পরাশক্তি: উজ্জ্বলা সর্ব কামদা ॥  
মকার: সর্বজীবানাং পালকো জগদীশ্বর:।  
মকার: সর্ব সিদ্ধিনাং কারণং নাত্র সংশয়: ॥  
মকার: লোক লোকানাং মকার: সর্ব ব্যাপক:।  
মকারাদিন সিদ্ধি: স্যাৎ রকারাদি বিনা প্রিয়ে ॥  
তস্মাৎ বিবেকিভি: নিত্যং জপ্তব্যম্ উভয়াক্ষরং।  
সিদ্ধান্তং সর্ব বেদানাং রাম নাম পরাৎপরং ॥

ক্লদ্র যামলে শ্রীশিব পার্শ্বতীকে বলিলেন:—“ম”কার  
সকল প্রকার সাধ্য বস্তুর মধ্যে পরম সুখদায়ক। এবং সকল  
দেবতার সিদ্ধিপ্রদ। “ম”কার সব মূলের মহামূল। আনন্দময়

স্বতন্ত্র ভাবে শোভিত আছে। “ম”কার পরাশক্তি এবং অত্যন্ত উজ্জলরূপে সর্বকামপ্রদ। “ম”কার সর্ব জীবের পালক জগদীশ্বর এবং “ম”কারই সর্ব সিদ্ধির কারণ। লোকা-লোককে “ম” ব্যাপিয়া রহিয়াছে এবং সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে ইনি সকল প্রকার মুক্তি দান করিতে পারেন। পরন্তু “র”কার “ম”কার বিনা সিদ্ধ হয় না এবং “ম”কারও “র”কার বিনা সিদ্ধ নহে। এই কারণে বিবেকীগণ উভয়াক্ষরকে বেদের পরাংপর সিদ্ধান্ত জানিয়া নিত্য জপ করেন।

### সম্মোহন তন্ত্র

শ্রীশিব বাক্যং শিবাং প্রতি :—

যন্ময়োদিতং উল্লাসং মন্ত্রানাং ভুধরাঅজে ।  
 তৎ সর্বং রাম নাম্নাবৈ সিদ্ধিমাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥  
 রাম নাম প্রভাবেন পঞ্চতত্ত্বাশ্রকস্তুহুঃ ।  
 স ভবেৎ সচ্চিদানন্দঃ সত্যং সত্যং বচোমম ॥  
 চিত্তৈকাগ্রতয়া নিত্যং যে জপন্তি সদা প্রিয়ে ।  
 রাম নাম পরং ব্রহ্ম কিঞ্চিৎ তেষাম্ ন দুর্লভং ॥  
 সর্বেষাম্ সুপ্রয়োগানাং সিদ্ধিঃ অন্যত্র দুর্লভা ।  
 শ্রীরাম নাম স্মরণাৎ অনায়াসেন সিদ্ধ্যতি ॥  
 তস্মাৎ শ্রীরাম নাম্নস্তু কীর্তনং সর্বসিদ্ধিদম্ ।  
 কর্তব্যং নিয়তং দেবী ত্যক্তা অহ্যান্ মন্ত্র সঞ্চয়ান্ ॥  
 প্রাণাৎ প্রিয়তরং মহৎ রাম নাম সদা প্রিয়ে ।  
 ক্ষণং বিহাতুং শক্তোঽস্মিনৈব দেবী কদাচন ॥

সম্মোহন তন্ত্বে শ্রীশিবজী পার্শ্বতীকে বলিতেছেন হে প্রিয়ে যত মন্ত্র তন্ত্ৰ আমি নিরূপণ করিয়াছি তাহারা সকলেই রাম নাম হইতে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়ছে। শ্রীরাম নামের প্রভাবে এই ক্ষিতি আদি পঞ্চ তন্ত্ৰের নিশ্চিত শরীর নির্বিকার হইয়া যায়। যিনি চিন্তা একাগ্রি করিয়া সদা জপ করেন তাঁহার কোন পদার্থই দুর্লভ থাকে না। যতরূপ প্রয়োগ আছে সকলের সিদ্ধিদাতা রাম নাম। অল্প উপায়ে সিদ্ধি দুর্লভ। রাম নাম স্মরণের দ্বারায় অনায়াসে তাহারা সিদ্ধিলাভ করে। অল্প মন্ত্র সঞ্চয় ত্যাগ করিয়া নয়ত সর্ব সিদ্ধিপ্রদ শ্রীরাম নাম কীর্তন উচিত। হে প্রিয়ে এই রাম নাম সর্বদাই আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। ক্ষণমাত্র ইহা ত্যাগ করিয়া আমি থাকিতে পারি না।

### তন্ত্ৰসার

ইদমেব পরং সারং সর্বেষাম্ মন্ত্র সংঘতেঃ ।  
বেদানাং হৃদয়ং সৌম্যং রাম নাম সুধাম্পদং ॥  
যাবৎ শ্রীরাম নামস্ত পানং নাস্তি নৃনাং শিবে ।  
তাবন্মন্ত্ৰানি যন্ত্ৰানি রুচিঃ স্যাৎ হৃদয় স্থলে ॥  
দুর্লভং সর্ব জীবানাং ইমং মন্ত্ৰেশ্বরেশ্বরম ।  
কথং ভজন্তি পাপিষ্ঠাঃ সূকৃতৌঘংবিনা প্রিয়ে ॥

তন্ত্ৰ সারঃ—সব মন্ত্ৰের শিরোমণি সর্ব বেদের হৃদয় পরম সার শ্রীরাম নাম। শ্রীরাম নাম অমৃতের আম্পদ। যতক্ষণ না মনুষ্য সেই অমৃত আশ্বাদন করে ততক্ষণ তাহার মন্ত্রতন্ত্বে রুচি থাকে। সব মন্ত্ৰের ঈশ্বর শ্রীরাম নাম মহা

পূণ্যবানই প্রাপ্ত হয়। ইহা অতি ছল্‌ভ। পাপিষ্ঠগণ কিরূপে  
ভজিবে।

### মন্ত্র মহোদধি

অসার ভব সংসার সাগরোত্তার তারকম্ ।  
হারকং হুঃখ জ্বালানাং শ্রীরামেত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥  
শ্রীরাম নাম সর্বস্বং মন্ত্রানাম্ পরমং গুরুম্ ।  
যস্য সংকীৰ্ত্তনাং জন্তুৰ্যতি নিৰ্বানমুত্তমম্ ॥

মন্ত্র মহোদধিতেঃ—অসার সংসার সকলের তারক সকল  
হুঃখ জ্বালার হারক হুই বর্ণ শ্রীরাম নাম। শ্রীরাম নাম সর্ব  
মন্ত্রের পরম গুরু, ইহা কীৰ্ত্তন করিলে সামান্য জন্তুও উত্তম  
নিৰ্বাণপদ প্রাপ্ত হয় !

### মন্ত্র প্রকাশ

কৃতং সদগ্ৰন্থ শাস্ত্রাণাং নির্ণয়ং পরমং ময়া ।  
শ্রীরাম নাম স্মরণং সারমণ্যং নিরর্থকম্ ॥  
ঋগ্বেদোথযজুৰ্বেদঃ সামবেদস্তথর্বণঃ ।  
অধীতা স্তেন যেনোক্তং শ্রীরামেত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥  
শ্রীরাম নাম সংত্যাগ্য হৃদ্যশ্চিন যস্যসংক্ৰটিঃ ।  
সতুবধ্যতমোলোকে পুনরায়তি য়াতিচ ॥

মন্ত্র প্রকাশে :—শিব বাক্য, আমি সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত  
উত্তমরূপে নির্ণয় করিয়াছি। তাহার মধ্যে একটি সার বহির্গত

হইয়াছে, তাহা রাম নাম স্মরণ। চারি বেদ সংহিতাদি তিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন যিনি সযত্নে এই অক্ষর দ্বয় উচ্চারণ করিয়াছেন। শ্রীরাম নাম জপ ও স্মরণ ত্যাগ করিয়া যিনি অন্য বিষয়ে অত্যন্ত রুচিমান তিনি বধ্যতম এবং কদাপি জন্ম মরণাদি পাশ হইতে মুক্ত হইতে পারেন না।

## অথ নানাগ্রন্থোক্ত বচনানি

### শ্রীজানকী বিনোদবিলাস

সীতাং বিনা ভজেদ্রামং সীতারামং বিনা জজেৎ ।

কল্প কোটী সহস্রৈশ্চ লভতে ন প্রসন্নতাম্ ॥

সীতা রামাত্মকং ধ্যানং সীতারামাত্মকার্চনম্ ।

সীতারামাত্মকং নাম জপং পর তরাং পরং ॥

শ্রীজানকীবিনোদ বিলাসে :—যিনি সীতা বিনা রামভজন করেন এবং রাম বিনা সীতা ভজন করেন তিনি সহস্র কোটী কল্পেও ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করেন না। সীতা রামাত্মক-ধ্যান সীতারামাত্মক অর্চন, সীতারামাত্মক নাম পরতরাং পরজপ।

### শ্রীজানকী বিলাসোত্তম

সরাসো নভবেদ্যশ্চ সীতা যত্র ন বিদ্যতে ।

সীতা নৈব ভবেৎসাহি যত্র রামঃ ন বিদ্যতে ॥

সীতারামঃ বিনা নৈব রাম সীতাং বিনা নহি ।

শ্রীসীতারাময়োরেব সংবন্ধঃ শাশ্বতো মতঃ ॥

রামঃ সীতা জানকী রামচন্দ্রে। নানুভেদোহেতয়োরুস্তি

কিঞ্চিৎ ।

সন্তোমাঞ্চতা তত্ত্ব মেতদ্বিচিত্রং, পারংযাতাঃ সংসৃতে

মৃত্যুকালোৎ ॥

শ্রীজানকী বিলাসোত্তমে :—যথায় জানকীজী নাই তথায়  
শ্রীরাম নাই আর যথায় শ্রীরাম নাই তথায় শ্রীসীতাও নাই।  
শ্রীসীতা বিনা রাম রাম নহে শ্রীরাম বিনা শ্রীসীতা সীতা নহে  
ইহা পরস্পরের নিত্যসম্বন্ধ। ইহাদের মধ্যে অনুভেদও কিঞ্চিৎ  
নাই। এই রহস্য এবং বিচিত্রতত্ত্ব সমুগ্ধগণ জানিতে পারেন  
এবং মৃত্যু ও কালের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া সংসার  
পারে গমন করেন।

### রাম মন্ত্রার্থে

রকারার্থোরামঃ সগুণপরমৈশ্বর্য্য জলধি,

মকারার্থো জীবঃ সকল,বিধিকৈঙ্কর্য্য নিপুণঃ ।

তয়োমধ্যাকারো যুগলমথ সম্বন্ধঃ

অনয়োরন্তোর্থঃ সিদ্ধ স্মৃতি নিগমরূপোয়মতুলঃ ॥

‘র’ কারের অর্থ হইতেছে অনন্ত গুণধাম ঐশ্বর্য্য

শ্রীরাম মন্ত্রার্থে :—জলধিস্বরূপ সগুণ শ্রীভগবান রাম।

‘ম’কারের অর্থ হইতেছে সকল প্রকার ভগবৎ চিন্তারূপ নিপুণ

জীব ! এবং এই উভয়ের মধ্যে যে “আকার আছে তাহার অর্থ হইতেছে যে জীব ঈশ্বরের নিত্যশেষ ও শেষীকল্প নিত্য সহস্রক ।

### জানকী রত্নমাণিক্যে

সীতাং বিনা যে সখিকোটিকল্প  
সমাস্ত রামং জনকাত্মজাম্ ।  
ধ্যায়ন্তি নিন্দাশ্রয় ভাগিনস্তে  
রাম প্রসাদাৎ বিমুখাঃ ভবন্তি ॥  
রামস্তবশ্চো ভবতীহ সীতা  
প্রোচ্চরণা যেতু জপন্তি সীতাম্ ।  
ভূতানুগামী ভজতে জন স্তান্  
ব্রহ্মেশ শত্রুর্চারিত রাজপুত্রঃ ॥

জানকীরত্ন মাণিক্য :—হে সখি সীতা বিনা কোটী বর্ষ রামনাম করিলে রঘুনন্দন প্রসন্ন হন কিনা সন্দেহ । পরন্তু নিন্দা ও বিমুখতার ভাগী হইতে হয় । অতএব শ্রীসীতারাম যুগল উপাসনা করাষ্ট শ্রেষ্ঠ বিশেষতঃ শ্রীজানকীজী পরম আত্মাদিনী শক্তি শ্রীরামের প্রিয়তম প্রাণস্বরূপিনী । “সী” উচ্চারণ মাত্রে শ্রীরাম বশীভূত হন । এবং “সীতা” সম্পূর্ণ উচ্চারণ করিলে ব্রহ্মশত্রুাদি পূজিত রাজা রামচন্দ্র আপনি অনুগামী হন ।



## ভরদ্বাজ স্তোত্র

রাম রামেতি রামেতি বদন্তুং বিকলং ভবান্ ।  
 যমদূতৈরহুত্রাস্তুং বৎসুং গৌরিব ধাবতু ॥  
 স্বচ্ছন্দচারিণং দীনং রাম রামেতি বাদিনম্ ।  
 তাবদ্ব্যামহুনিয়ৈন যথা বারিবধাবতু ॥  
 রামস্বং হৃদয়ে যেসাম্ সুখ লভ্যং বনেপিতৈঃ  
 মণ্ডং চনবনীতং চ ক্ষীরসর্পিমধুদকম্ ॥  
 সীতাপতে রাম রঘুন্তমেতি, যো নান্নি জন্মেক্ষুধিতস্য  
 তৎক্ষণাৎ !

দিশংদ্রবন্ত্যেব যুযুংসবোপি, ভিয়ংদানো হৃদয়েষু শত্রবঃ ॥  
 প্রপন্নগীতয়াংলোমশ উবাচ, পুঙ্কর বাক্যং  
 রামান্নাস্তি পরোদেবো রামান্নাস্তি পরং ব্রতং ।  
 নহি রামাং পরোযোগো নহি রামাং পরোমখঃ ॥  
 যে কেচিদুস্তরং প্রাপ্য রঘুনাথং স্মরন্তিহি ।  
 তেষাম্ হুংখোদধিঃ শুকো ভবত্যপি ন সংশয়ঃ ॥  
 ঋতুপর্ণ উবাচ :—ভজ শ্রীরঘুনাথস্বং কৰ্ম্মনামনসাগিরা ।

নৈকাপট্যেন লোকেশংতোষয়স্ব

মহামতে ॥

ভরদ্বাজ স্তোত্রে :—হে রাম মৃত্যুকালে আমি অত্যন্ত বিকল  
 হইয়া যমদূতের আক্রমণে রাম রাম বলিতে পারিলে বৎসতরীর  
 পশ্চাৎ যেমন গোমাতা ধাবিতা হয়েন আপনিও আমার নিকট  
 সেইরূপ আইসেন । হে শ্রীরাম যাহার হৃদয়ে আপনি বিরাজ-

মান সে বনে বসিয়াও মণ্ডা, মাখম, তুষ্ক যুত মধু ও জল সহজেই প্রাপ্ত হয়। সীতাপতি, রাম, রঘুপতি, ইত্যাদি নাম যিনি যুদ্ধস্থলে উচ্চারণ করেন তাহার শত্রুকুল ভয়াকুল হইয়া দশ দিকে পলায়ন করিতে থাকে।

প্রপন্ন গীতায় পুঙ্করের বাক্য, লোমশ মুণি বলিতেছেন :—

যে ব্যক্তি কঠিন দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরঘুনাথকে স্মরণ করে তাহার কঠিন ক্লেশ নষ্ট হয়। শ্রীরাম হইতে পর দেবতা নাই। শ্রেষ্ঠ ব্রত যোগ যজ্ঞ নাই এবং শ্রীরাম সম্বন্ধ হইতে উত্তম সম্বন্ধ নাই।

ঐ গীতায় ঋতুপর্ণের বচন :—কাপট্য ত্যাগ করিয়া কন্দ্র মনও বাক্যের দ্বারা শ্রীরাম স্মরণ ভজন কর।

### বিশ্বামিত্র প্রাতঃ পঞ্চক

প্রাতর্বাদামি বচসা রঘুনাথ নাম বাক্‌দোষহারী সকলঃ

কলুষং নিহন্তি ।

যং পার্বতী স্বপতিনাসহ ভোক্তু কামা প্রীত্যা সহস্র

হরিনাম সমং জজ্ঞাপ ॥

বিশ্বামিত্র প্রাতঃ পঞ্চকে বলিতেছেন :—আমি প্রাতঃকালে রাম নাম বলি। ইহা সমস্ত বাক্যের দোষ হরণ করে এবং কলুষ নাশ করে। এই নাম পার্বতী স্বীয় পতি ভগবান শিবের সহিত ভোজন করিবার অভিলাষে সহস্র হরিনামের সমতুল্য ভাবে প্রীতিসহ সঙ্কল্পে উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

## সুযজ্ঞ সংহিতা

রাম নাম কথয়াম্যহমগ্ৰাণ্যপহায় ।

সীতা নাম যুতংযৎ স্বাহ সুধায় ॥

সুযজ্ঞ সংহিতায় :—আমি অগ্ৰ সাধনং ত্যাগ করিয়া রাম নাম উচ্চারণ করিয়া থাকি পরন্তু তাহাতে সীতা নাম সংযুত করিলে অতি স্বাহও সুধকর হয় ।

## বিরিঞ্চি সর্বস্ব

শ্রীরাম নাম স্মরতঃ প্রয়াতি সংসার পারং পুরিতৌঘযুক্ত ।

নরঃ সসত্যঃ কলিদোষজগ্ৰঃ পাপং নিহন্ত্যাশুকিমত্রচিত্রম্ ॥

বিরিঞ্চি সর্বস্বঃ :—সমস্ত পাপযুক্ত ব্যক্তি ও শ্রীরাম নাম স্মরণের দ্বারা সংসার পারে গমন করে । কলিকাল জনিত পাপ তাপ শ্রীরাম নাম জপে আশু নাশ হয় ইহাতে কি আশ্চর্য আছে ।

## শিব সর্বস্ব

যাবন্ন কীৰ্ত্ত্তে রামং কলিকল্পে নাশনম্ ।

তারতিষ্ঠতি দেহে হস্মিন ভয়ং সংসার দায়কম্ ॥

ঋতিশ্রুতিপুরানেষু রাম নাম সমীরিতং ।

যন্নাম কীৰ্ত্ত্তনেনৈব তাপত্রয় বিনাশনম্ ॥

সৰ্বেষামেব পাপানাং প্রায়শ্চিত্তমিদং শ্রুতম্ ।

নাতঃপরতরং পুণ্যং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ।

নাম সংকীৰ্ত্তনাদেব তারকং ব্রহ্ম দৃশ্যতে ।

সত্যং বদামি তে দেবী নামগুণা বচনং মম ॥

শিব সৰ্ব্বেশ্বৰ :—যতক্ষণ না জীব কলিকলুষহারী রাম নাম কীৰ্ত্তন করে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই দেহে সংস্মৃতিদায়ক ভয় উপস্থিত থাকে । স্মৃতি, শ্রুতি, পুরাণে শ্রীরাম নামেরই পরম বর্ণন করিয়াছে কারণ এই নাম কীৰ্ত্তনের দ্বারা তাপত্রয় বিনষ্ট হয় । রাম নাম সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবং ইহার স্মরণ হইতে ত্রিলোকে কিছু পুণ্যতর নাই । শ্রীরাম স্মরণ কীৰ্ত্তনের দ্বারা তারক ব্রহ্ম শ্রীরাম প্রত্যক্ষ হয়েন । হে পার্শ্বভী আমি সত্য বলিতেছি আমার বচন অগুণা হয় না ।

### বৈষ্ণব চিন্তামণি

কালোস্তি দানে যজ্ঞে বা স্নানে কালোস্তি সজ্জপে ।

শ্রীনাম কীৰ্ত্তনে কালো নাস্ত্যত্র পৃথিবীপতে ॥

রাম রামেতি যো নিত্যং মধুরং গায়তি ক্ষণম্ ।

স ব্রহ্মহাসুরাপীবা মুচ্যতে সৰ্ব্বপাতকৈঃ ॥

বৈষ্ণব চিন্তামণি :—দান, যজ্ঞ, স্নান, জপ ইত্যাদি সুকৃতির ফল নির্ণীত আছে । পরন্তু রাম নাম কীৰ্ত্তনের কোন সময় বা কল নাই । শ্রীরাম নাম মধুর ধ্বনি যিনি প্রেম সহিত কীৰ্ত্তন করেন তিনি যত বড়ই পাপী হউন কৃতার্থ হইয়া যান । এমন কি ব্রহ্মঘাতী ও সুরাপী হইলেও ।

## শিব সিদ্ধান্তে শঙ্কর বাক্যঃ

ব্রহ্মস্মৈ গুরুতরগোপি পুরুষঃ স্তেয়ী সুরাপীবা ।  
 মাতৃ ভ্রাতৃ বিহিংসকোপি সততং ভোগৈকবদ্ধ স্পৃহম্ ॥  
 নিত্যং রামং হিমং জপং রঘুপতিং ভক্ত্যা হৃদিস্থং তথা ।  
 ধ্যানমুক্তিমুপৈতি কিং পুনরসৌ স্বাচার যুক্তো বরঃ ॥  
 হিমবদ্ধিক্যয়োর্মধ্যে জনা ভাগবতাস্তুতে ।  
 উচ্চারয়ন্তি শ্রীরাম নাম প্রাণাং প্রিয়ং মম ॥  
 রাম নাম রতানাং বৈ সেবকানাং চ সেবয়া ।  
 মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো মহাপাতকবানপি ॥  
 শ্রীরামস্য কৃপা সিদ্ধোর্ণায়ঃ প্রোচ্চারণং পরম্ ।  
 ওষ্ঠ স্পন্দন মাত্রেণ কীর্তনং তু তপোধিকম্ ॥

শিব সিদ্ধান্তে :—ব্রহ্মহত্যাকারী, গুরুশব্যাভোগী চোর  
 সুরাপায়ী মাতাপিতা ভ্রাতা হিংসক কুৎসিত ভোগে রত জীব  
 নিত্য নিষ্ঠা পূর্বক রাম নাম উচ্চারণ করিয়া এবং স্নেহ সহিত  
 হৃদয়ে রঘুপতির ধ্যান করিলে মোক্ষ প্রাপ্ত হইতে পারে ।  
 শ্রেষ্ঠ ভক্তির কথা আর কি বলিব । হিমাচল ও বিদ্যাচলের  
 মধ্যে যে পরম ভাগবৎগণ বাস করেন তাহাদের শ্রীরাম নাম  
 পরম প্রিয় এবং আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তম । শ্রীরাম  
 নামে যাহার রতি হইয়াছে তাহার সেবককে সেবা করিলে  
 মহাপাপ দূর হয় । শ্রীরাম নাম কৃপাসিদ্ধ ভগবানের নাম  
 উচ্চারণ পরম উত্তম । কেবলমাত্র ওষ্ঠ স্পর্শের দ্বারা রাম নাম  
 করিলে তপস্যার অধিক ফল লাভ হয় ।

### বৃহৎ-গৌতম

কুষ্ঠ রোগী ভবে শ্লোকে বহুধাঃ ব্রহ্মহানরঃ ।

সকৃদুচ্চরিতং নাম শীঘ্রং তৎকর্য্যতাপি ॥

যং ফলং তুল্লভং সর্বসাধনৈঃ কল্প কোটিভিঃ ।

তং ফলং শীঘ্রমাপ্নোতি রামনামানু কীর্তনাং ॥

বৃহৎ গৌতমে :—কুষ্ঠ রোগী এবং ব্রহ্মহত্যাকারী যত জগতে আছে তাহারা স্নেহ সহিত শ্রীরাম নাম উচ্চারণ করিলে সেই সব কঠিন রোগ নাশ হয় । সাধনাদির দ্বারা কোটি কল্পে যে সকল ফল তুল্লভ সেই ফল শ্রীরাম নাম উচ্চারণের দ্বারা অল্প ভ্রমেই জীব লাভ করিতে পারে ।

### আশ্বলায়ন তন্ত্র

যে কীর্তয়ন্তি নামানি রামস্য পরমাত্মনঃ ।

সর্ব ধর্ম্ম বহিষ্ঠুতো স্তেপি যান্তি পরং পদং ॥

স্বপ্নেপি রাম নামস্ত স্মরণানুষ্টিমাপ্নুয়াৎ ।

প্রীত্যা সংকীর্তয়েৎ যন্ত ন জানে কিং ফলং লভেৎ ॥

আশ্বলায়ন তন্ত্রে :—পরমাত্মা শ্রীরামের নাম যিনি কীর্তন করেন তিনি ঋতি স্মৃতি অথবা ধর্ম্ম রহিত হইলেও শ্রীরাম নাম প্রত্যাপে পরমপদ মুক্তিলাভ করিবে । স্বপ্নে বা নিদ্রাবশে যে রাম নাম করে সেও মোক্ষাধিকারী হয় এবং যিনি প্রীতি পূর্ব্বক রামনাম করেন তিনি যে কি ফল লাভ করেন, তাহা মুখে বর্ণনা করা যায় না ।

## বিরিঞ্চি তন্ত্র

পূজয়স্ব রঘুত্তমঃ সৰ্ব্বতন্ত্ৰেষু গোপিতম্ ।

গুহ্যং গুহ্যতমং নাম কীর্তয়স্ব নিরন্তরং ॥

তক্তাশ্চ সাধনান্ সৰ্বান রাম নাম পরোভব ।

নাতঃ পরতরং যত্নঃ সুলভঃ সকলেষ্টদম্ ॥

বিরিঞ্চি তন্ত্রে :—সমস্ত তন্ত্রের গুপ্ততম রহস্য এই যে রঘুত্তমকে পূজন কর এবং সদা সাবধান হইয়া শ্রীরাম নাম কীর্তন কর । অন্য সাধনাদি ত্যাগ করিয়া রাম নাম পর হও । কারণ এরূপ সুলভ ও সৰ্ব্ব অভিষ্টদাতা আর কেহ নাই ।

নাম্না মুখ্যতমং নিত্যং রাম নাম প্রকীর্তিতম্ ।

নাতঃ পরতরং নাম ব্রহ্মাণ্ডেপি প্রদৃশ্যতে ॥

রাম নাম্নি সুখা ধাম্নি যস্য প্রীতিনিবিহতে ।

পাপীনাং অগ্রগণ্যসঃ ভূমেভারঃ মহন্তরঃ ॥

মেরু তন্ত্রে :—সমস্ত নাম মধ্যে মুখ্য নাম শ্রীরাম নাম ইহা সৰ্ব্বত্র প্রকীর্তিত হইয়াছে । ব্রহ্মাণ্ডে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন নাম দৃষ্ট হয় না । যাহার রাম নামে কিছুতেই প্রীতি আসে না সে পাপীগণের অগ্রতম এবং ভূমির মহন্তর ভার ।

## নারায়ণ তন্ত্র

যে গৃহুস্তি নিরন্তরং পরপদং রামেতি বর্গদয়ঃ, তে বৈভাগব

তোক্তমাঃ সুখময়াঃ পূজ্যা স্তেতুসৰ্ব্বথা ।

তেনিস্তীৰ্ঘ্যভবার্ণবং সূতকলত্রাদৈস্তনকৈর্যুতং তৃণাবারি

সুহৃন্তরং পরতরে সাম্ব্যমায়ান্তি বৈ ॥

যানি ধর্ম্মানি কৰ্ম্মানি মহোত্র ফল দানিবৈ ।

নিষ্ফলানিচ সৰ্ব্বানি রাম নাম রতাত্মনাম্ ।

শ্রীনारायण তন্ত্রে :—যিনি নিরন্তর পরম পদ রাম এই বর্ণ  
দ্বয় উচ্চারণ করেন তিনি ভাগবতোত্তম সুখময় এবং সর্বত্র  
পূজিত। এবং সূত দ্বারাদি গৃহ সহিত তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিগণকে  
অনায়াসে ভবসাগর হইতে উদ্ধীর্ণ করিয়াছেন। যত ধর্ম্ম কর্ম্মের  
মহামহাফল উক্ত হইয়াছে রামনাম রত মহাত্মার নিকট  
তাহারা নিষ্ফল।

### বামন তন্ত্র

পৃথিব্যাং কতিকো লোকান্ জাতাঃ কথিণো মৃতাঃ ।

মুক্তান্তেত্র ন সন্দেহো রাম নামান্নুকীর্ণনাৎ ॥

ব্রহ্মাণ্ডে সন্তি যাবন্তি মহোত্রাঃ পুণ্যসঞ্চয়াঃ ।

রাম নাম্নো জপস্যাপি কলাং নার্কন্তি ষোড়শীম্ ॥

বামন তন্ত্রে :—পৃথিবীতে কত লোক জন্মাইতেছে ও কত  
মরিতেছে তাহার মধ্যে যাহারা রাম নাম গ্রহণ করে তাহারা  
বাস্তবিকই ভাগ্যবান এবং মুক্ত। ব্রহ্মাণ্ডে যত পুণ্য সঞ্চয়  
আছে তাহা রাম নামের জপের ষোড়শ কলার এক কলার  
সমানও নহে।

### বশিষ্ঠ তন্ত্র

রামনাম পরা যে চ রামনামার্থ চিন্তকাঃ ।

ত্রেবাম পাদরজঃ স্পর্শাৎ পাবনং ভুবনত্রয়ম্ ॥



কৃষ্ণ নারায়ণাদিনি নামানি জপাতো নিশম্ ।  
 সহস্রৈ জন্মভিঃ রাম নাম্নি স্নেহোভবতু্যত ॥  
 রাম এবাভি জানাতি রাম নাম্ন ফলং হৃদি ।  
 প্রবক্তুং নৈব শক্নোতি ব্রহ্মদিনাস্তু কাকথা ॥

বশিষ্ঠ তত্ত্ব :—যাঁহারা রাম নাম করে এবং সদা ঐহার  
 অর্থ ধ্যানে রত সেই মহাত্মাগণের চরণ রক্ত স্পর্শে ত্রিলোক  
 পবিত্র হয় । শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণাদি নাম সদা স্নেহ সহিত সহস্র  
 জন্ম জপ করিলে পশ্চাৎ শ্রীরাম নামে প্রকৃত স্নেহ প্রকট হয় ।  
 শ্রীরাম নামের জপের ফল অকথ্য, শ্রীরাম ভগবান স্বয়ং  
 জানেন বটে কিন্তু প্রকাশ করিয়া বলিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই ।  
 ব্রহ্মাদি অশ্রু দেবতার কথা কি বলিব ।

পাতাল ভূতল ব্যোম চারিগচ্ছদ্বকায়িণং ।  
 ন দ্রষ্টুমপি শক্তাস্তে রক্ষিতং রাম নামভিঃ ॥  
 রামেতি রামচন্দ্রেতি রামভদ্রেতি বা স্মরণং ।  
 নরো ন লিপ্যতে পাপৈ মুক্তিং ভুক্তিং চ বিদতি ॥  
 জগজ্জৈত্রৈক মন্ত্ৰেন রামনাম্নৈব রাক্ষতম্ ।  
 য কঠে ধারয়েৎ তস্য করস্থাঃ সর্বসিদ্ধয়ঃ

শ্রীরাম রক্ষা :—

পাতাল ভূতল আকাশ ছদ্মবেশী যত জীব বিদ্বকারী আছে  
 তাহারা শ্রীরাম নাম জাপকের উপর কুদৃষ্টি করিতে পারে না ।  
 শ্রীরামচন্দ্র শ্রীরামভদ্র অথবা শ্রীরাম নাম যিনি স্মরণ করেন

সে মনুষ্যকে পাপস্পর্শ করে না। এবং ভুক্তি ও মুক্তি উভয় লাভ করে। যিনি শ্রীরাম নাম কণ্ঠে ধারণ করেন তাহার সমস্ত সিদ্ধিকরগত হয়। ইহা জগজ্জয়ী মন্ত্ৰ।

### স্বাস্থ্য তন্ত্র

বাঙমনো গোচরাতীতঃ সত্যলোকেশ ঈশ্বরঃ ।

তস্য নামাদিকং সর্বং রামনাম্না প্রকাশতে ॥

যস্য প্রসাদাদ্বেশি মম সামর্থ্যমীদৃশং ।

সংহারামি ক্ষণাদেব ত্রৈলোক্যংসচরাচম্ ॥

ধাতা সৃজতি ভূতানি বিষ্ণুধারয়তে জগৎ ।

তথা চেন্দ্রাদয়ঃ সর্বৈ রাম নাম্নাভি বর্দ্ধিতাঃ ॥

স্বাস্থ্য তন্ত্রে—বাক্য মনের অগোচর সত্য লোকের ঈশ্বর সকলের যে নাম আছে তাহা শ্রীরাম নামের দ্বারা প্রকাশিত হয়! হে দেবী দেখ আমি ক্ষণমাত্রেই সচরাচর ত্রৈলোক্য সংহার করিতে পারি। রাম নামের প্রসাদেই আমি ইদৃশ সামর্থ্য লাভ করিয়াছি এই রাম নামের বলে ব্রহ্মা উৎপত্তি করেন বিষ্ণু ধারণ করেন এবং ইন্দ্রাদি সকলেই ঈশ্বরময় হইয়া অভিবর্দ্ধিত হইয়াছেন।

### রহস্য সার

শ্রীনারায়ণ বাক্যং মুনীন প্রতি :—

রসনারাং বিশেষণ জপব্যং নাম সজ্জনৈঃ ।

কলৌ সংকীৰ্ত্তণং বিপ্রাঃ সর্বসিদ্ধান্ত সম্মতং ॥

প্রেম ভক্তিয়ুগা বাচা যে রমন্তি রটন্তিবৈ ।  
 নাম সর্বৈশ্বরাদারংতে কৃতার্থাঃ মহামুণে ॥  
 নাম প্রোচ্চারণং নিত্যং রসনায়াং প্রশস্যতে ।  
 ভক্তানাং যোগিনাং চৈব জ্ঞানীনাং কশ্মিনাং তথা ॥  
 যত্র সংগৃহ্যতে নাম প্রেমসম্পন্ন মানসৈঃ ।  
 তত্র তত্র পরাবাগী নাভিস্থা সর্বতঃ শুভাঃ ।  
 রাম নাম পরম্ ব্রহ্ম সর্বমোদৈক মন্দিরম্ ।  
 জীবনং দিব্য নিত্যানাং পরিকরাণাং মহামুখানাং ॥  
 যস্মৈ রাম রসে প্রীতি বর্ধতে ভক্তি সংযুতা  
 স এব কৃত কৃত্যশ্চ সর্ব শাস্ত্রার্থ কোবিদঃ ॥

রহস্য সারে :—শ্রীনারায়ণ বাক্য মুণিদিগের প্রতি :—

সজ্জনগণের উচিত বিশেষতঃ রসনার দ্বারায় জপ করা ।  
 কারণ কলিতে নাম কীর্তনই সর্ববাদী সম্মত সিদ্ধান্ত ,  
 কলিয়ুগে মানস জপ বা ধ্যানাদি কঠিন । প্রেমভক্তিয়ুক্ত  
 হইয়া যিনি রামে রমণ করেন এবং প্রেমভক্তি যুক্ত বাক্যে  
 রাম নাম রটেন সেই সর্বৈশ্বর আধার রাম নাম তাঁহাকে  
 অবশ্যই কৃতার্থ করেন । রসনাদ্বারা নাম প্রোচ্চারণ করাই  
 প্রশংসিত হইয়াছে । অতএব ভক্ত যোগী জ্ঞানী কশ্মি সকলেরই  
 তাহাই করা কর্তব্য । প্রেমসম্পন্ন মনে রাম নাম উচ্চারণ করিলে  
 নাভিস্থিতা পরাবাগী উচ্চারিত হয় । মহা আনন্দের মন্দির  
 পরিকরগণের জীবনস্বরূপ অপ্রাকৃত পরম দিব্য পরম ব্রহ্ম শ্রীরাম  
 নাম । শ্রীরাম নামে যাহার দীনতা সহিত প্রীতি স্নেহ বান্ধিত  
 হইয়াছে সেই কৃত কৃতার্থ এবং সেই সর্ব শাস্ত্রার্থ কোবিদ ।

# শ্রীরামায়ণোক্ত বচনানি

শ্রীমৎ বাল্মীকিয় রামায়ণ

রামঃ রামোরামইতি প্রজানাংসম মুৰ্দ্ধনি ।  
রামভূতমিদং বিশ্বংরামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥  
যশ্চ রামং ন পশ্যেত্তু যং চ রামো ন পশ্যতি ।  
নিন্দিতঃ সৰ্ব্বলোকেষু স্বাত্মাপ্যেনং বিগর্হতি ॥  
ক্ষণাৰ্দ্ধেনাপি যচ্চিন্তংত্বয়ি তিষ্ঠত্যচঞ্চলং ।  
তস্যাজ্ঞানমনার্থানাং মূলং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ ॥  
কুজস্তং রাম রামেতি মধুরং মধুরাক্ষরম্ ।  
আরুহ্যকবিতা শাখাং বন্দে বাল্মিকী কোকিলম্ ॥  
সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে ।  
অভয়ং সৰ্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতৎ ব্রতং মম ॥  
কথঞ্চিৎপুণ্য কারণে কৃতেনৈকেন তুষ্যতি !  
ন স্মরত্যপকারাণাংশতমপ্যাত্মবত্তয়া ॥

বাল্মীকি রামায়ণে :—রাম রাম রাম ইতি মঙ্গলময় ধ্বনি  
সকল প্রজার মস্তকোপরি দশদিকে বিরাজ করে। শ্রীরাম  
রাজ্যকালে সমস্ত সৃষ্টি শ্রীরামময়ী হইয়াছিল যাহাকে শ্রীরাম  
মহারাজ দেখেন নাই অথবা যিনি রঘুনাথকে দেখেন নাই তিনি  
কেবল সৰ্ব্বলোকনিন্দিত নহেন আপনার দ্বারা আপনি স্বগিত।  
অৰ্দ্ধক্ষণও যাহার চিন্তা অচলভাবে শ্রীরামে স্থাপিত হয় তাহার

সমস্ত অনর্থের মূল তৎক্ষণাৎ নাশ হয়। শ্রীরাম নাম মধুর অক্ষরদ্বয় উচ্চারণ করিতে করিতে কবিতাবৃক্ষের শাখায় শ্রীবান্ধবী মুণিরূপ বলিয়া নিয়ত এই মঙ্গলময় ধ্বনি কুজর করিতেছেন। ইহা অগস্ত্যের উক্তি। শ্রীরামচন্দ্র নিজের বলিয়াছেন যে জীব যদি একবার মাত্র আমার শরণ অন্তরের সহিত চাহে তাহাকে আমি অভয় দান করি। ইহা আমার জীবনের ব্রত। আমি জীবের একটা মাত্র উপকারেও নিজেকে উপকৃত বোধ করি ও পরম মাগ্ন্য করি। শরণ লইয়া যদি অপরাধও করে সে সকল অপরাধ আমি গণ্য করি না। সে অপরাধীকেও আমার প্রিয়জন বলিয়া সর্বদা ভাবি।

### ব্রহ্ম রামায়ণ

শ্রীরাম বাক্যঃ শ্রীজানকীং প্রতি :—

যে স্বাং স্বরন্তি সন্তুজ্য তেমে প্রিয় তমা প্রিয়ে ।

তেবাম্ ভাগ্যোদয়ং বজ্রুং নশক্তোহম্ কদাচন ॥

কচ্চিৎস্বাং মে স্বরন্ত্যতমর্ম পার্শ্বদতাং পরাম্ ।

কোটা জন্মার্জিতৈঃ পুন্যৈর্হর্লভামপিযাস্তিতে ॥

শ্রীসীতারাম নান্নৈস্তু সদৈক্যং নাস্তি সংশয়ম্ ।

ইতি জ্ঞাত্বা জপেৎ যেতু সধনোভাবিনাংবরঃ ॥

জ্ঞানং সীতানাং তুল্যং ন কিঞ্চিৎ ধ্যানং সীতানাং

তুল্যং ন কিঞ্চিৎ ।

তদ্বৎ সীতানাং তুল্যং ন কিঞ্চিৎ ভক্তিঃ সীতানাং

তুল্যং ন কিঞ্চিৎ ॥

একং শাস্ত্রং গীয়তে যত্র সীতা, কৰ্ম্মাপোকা পূজ্যতে  
যত্র সীতা ।

একালোকে দেবতাচাপি সীতা মত্শৈশ্চ কোপ্যন্তি  
সীতেতিনাম ॥

নাশ্চপস্থা বিত্ততেচাশ্চলকৌ নান্যোভাবো বিত্ততে চাপি  
লোকে ।

নাশ্চ জ্ঞানং বিত্ততে বেদেষেকং সীতানাম মাত্রং বিহায় ॥  
সীতেতি মঙ্গলং নাম সৰ্ব্বশ্রদ্ধা কৃপাকরঃ ।

শ্রীরামো জ্ঞানকী জানি বিশেষণ প্রসীদতি ॥

শ্রীসীতানাম মাহাত্ম্যং সুগোপ্যং সৰ্ব্বতঃ শুভম্ ।

রসিকা প্রেম সংমগ্না জানন্তি তদনুগ্রহাৎ ॥

ব্রহ্ম নারায়ণ :—রাম বলিতেছেন হে সীতে যে স্নেহ সহিত তোমাকে স্মরণ করে সে আমার পরম প্রিয়। তাহার যে কি পুণ্যোদয় হইয়াছে তাহা মুখে বলা যায় না আর যদি অন্তরের সহিত হৃদয় হইতে স্মরণ করে তাহা হইলে সে আমার পার্শ্বদতা প্রাপ্ত হয়। ইহা কোটা জন্ম স্মৃতি দ্বারাও হ্রলভ। শ্রীসীতা ও রাম নাম এ উভয় সদাসৰ্ব্বদা এক। ইহাদের মধ্যে কোন ভেদ নাই। ইহা বিনি ভাবনা করিতে পারেন তিনি ভাবুক শ্রোষ্ঠ। জ্ঞান সীতানামের তুল্য কিছু নাই ধ্যান সীতা নামের তুল্য কিছু নাই ভক্তি বা তত্ত্ব সীতা নামের তুল্য কিছু নাই। সেই পরম শাস্ত্র বাহাতে সীতানাম গীত হয় সেই পরম পূজ্য কৰ্ম্ম বাহাতে শ্রীসীতা পূজিত হয় সেই দেবতা পরম দেবতা বাহার শ্রীজ্ঞানকী পরম দেবতা এবং শ্রীসীতানামই মহা-

মন্ত্র, পরমাখ্যা লাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই এবং সীতানাথ ভিন্ন বেদে আর কোন জ্ঞান বা গতি নাই। শ্রীসীতা মহামঙ্গল-ময় নাম কৃপাসিদ্ধ শ্রীজানকীবল্লভ শ্রবণ করিলে বিশেষভাবে প্রসন্ন হন। শ্রীসীতা নামের মাহাত্ম্য অত্যন্ত গুপ্ত। ইহা কেবল প্রেম সংমগ্ন রসিক শ্রীসীতা কৃপায় জ্ঞানেন।

### অধ্যাত্ম রামায়ণ

যেষু যেষপি দেশেষু রাম নাম উপাসতে ।  
 দুঃভিক্ষা দৈন্য দোষাশ্চ ন ভবন্তি কদাচন ॥  
 রাম রামেতি যে নিত্যং পঠন্তি মনুজাভূবি ।  
 তেষাম্ মৃত্যু ভয়াদিনি ন ভবন্তি কদাচন ॥  
 রাম রামেতি সততং পঠনান্নভতে ফলম্ ।  
 বাচা সিদ্ধ্যাদিকং সর্বং স্বয়মেব ভবেৎ ধ্রুবম্ ॥  
 যন্নাম বিবশো গৃহ্নন ত্রিয়মাণঃ পরংপদং ।  
 যাতি সাক্ষাৎস্বমে বাসি মুমূর্ষো মে পুরাঙ্কিতম্ ॥  
 যশ্মিন রমন্তে মুনয়ো বিদ্যাগুণান বিদ্ববে ।  
 তংগুরুঃ প্রাহরামেতি রমণাদ্রামইত্যপি ॥  
 ইত্যুক্তা রাম তেনামব্যত্যাক্ষর পূর্বকম্ ।  
 একাগ্র মনসাঁচৈব মরেতিজপ সর্বদা ॥  
 তন্নামামৃতহীনানাং মোক্ষ স্বপ্নেপি নো ভবেৎ ।  
 তস্মাৎ শ্রীরাম নামস্তু সংকীৰ্ত্তনপরোভব ॥  
 নাথিতো বেদ শাস্ত্রোপি ন কৃতাত্মনঃ কৰ্ম্মকং ।  
 যো নাম বদতে নিত্যং তেন সর্বং কৃতং ভবেৎ ॥

অধ্যাত্ম রামায়ণে :—যে যে দেশে রাম নাম উচ্চারিত হয় তথায় দুর্ভিক্ষাদি দোষ সকল থাকে না। রাম নাম নিত্য যে মন্ত্রস্থ্য সর্বদা বলে তাহাব মৃত্যুভয় থাকে না। শ্রীরাম নাম সদা উচ্চারণের ফল অসংখ্য। বাক সিদ্ধি হইতে এমন কোন সিদ্ধি নাই যাহা ইহা দ্বারা প্রাপ্তি না হয়। মরণ কালে বিকাশ হইয়া যে রাম নাম উচ্চারণ করে সে পরম পদ নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হয়। ইহা বালী পরমপদপ্রাপ্তি সাক্ষাৎ করিতে করিতে বলিতেছেন। যাহাতে সমস্ত মুনিগণ রমণ করেন যে জ্ঞানে সমস্ত অজ্ঞান নাশ হয় এই শ্রীরাম আপন শক্তির দ্বারা সকলকে রমাইতেছেন। এই রমণ করাইতেছেন বলিয়াই তাঁহার নাম রাম বশিষ্ঠ রাখিয়াছিলেন। বাল্মিকী মুনি শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ কালে তাঁহার পূর্ব জন্মের দশ্য বৃত্তাদি বৃত্তান্ত বলিয়া বলিয়াছিলেন হে রাম সপ্তষিগণ আমাকে উল্টা করিয়া জপিতে বলিয়া যান। আপনার নামের মহিমা আমি কি বলিব। “মরা” “মরা” জপ করিয়া আমি ব্রহ্মর্ষিহ লাভ করিয়াছি। আপনার নামামৃতহীন জীবের মোক্ষ অতি দুর্লভ অতএব শ্রীরাম নাম সংকীৰ্ত্তন কর। যে বেদ পুরাণ পড়ে নাই বা যজ্ঞাদি কৰ্ম করে নাই সে যদি রসনায় শ্রীরাম নাম ধরে তাহা হইলে তাহার কোন কৃত্য বাকী থাকে না।

### মানস রসায়ণ

ব্রহ্মা স্তোমসমুদ্ভবঃ কলিমল প্রাণঃ সিনংচারয়ঃ ।

শ্রীমৎ শঙ্কু মুখেন্দু সুন্দর বরঃ সধনোক্তিতঃ সর্বদা ॥



সংসারাময় ভেষজং সুমধুরং শ্রীজানকী জীবনং ।

ধন্যাস্তে কৃতিনঃ পিবন্তি সততং শ্রীরাম নামামৃতম্ ॥

মানস রামায়ণে—বেদ সাগর হইতে প্রকটিত, কলিমল দূর করিতে নিত্যসিদ্ধ, শ্রীশঙ্কর মুখ চন্দ্রে সদা শোভিত, সংসার রোগহারী শ্রীজানকী জীবন স্বরূপ মধুর শ্রীরাম নাম যাঁহারা পান করেন তাঁহারা ই প্রকৃত কৃতী ও প্রকৃত ধন্য ।

প্রমোদ রামায়ণ

রাম নাম্নাং শতো জাতাঃ সুমন্ত্রাশ্চাপ্যনন্তকাঃ ।

অবুধানৈব জানন্তি নাম মাহাত্ম্যমুজ্জ্বলম্ ॥

প্রমোদ রামায়ণ :—শ্রীরাম নামের অংশ হইতে অনন্ত মন্ত্র উদ্ভব হইয়াছে । অজ্ঞানী রাম নামের পরত্ব ও উজ্জ্বল মাহাত্ম্য জানে না ।

ভূশুণ্ডি রামায়ণ

শ্রীরাম নাম দীপ্তাগ্নি দহতুর্জাতি কিম্বিধঃ ।

ঋপচোপি বুধৈঃ পূজ্যো বেদাধ্যোপি নাস্তিকঃ ॥

যন্তুস্বমনসাবাচান করোতি জপং পরম্ ॥

বেদ শাস্ত্র শতং বাপি তারয়ন্তি নতং নরম্ ।

রাম নাম বিহীনস্য জাতি শাস্ত্রং জপস্তপঃ ।

অপ্রাণ স্যৈব দেহস্য মণ্ডনস্ত বৃথা যথা ॥

যে গৃহন্তি হি ভক্ত্যা রাম নাম পরাংপরং ।

তেপি যাস্তি পরং ধাম কিং পুনর্জ্ঞাপকো জনঃ ॥

দ্বিজো বা ব্রাহ্মসো বাপি পাপী বা ধার্মিকো পিবা ।

রাম রামেতি যোবক্তি সমুক্তো ভব বন্ধনাং ॥

যত্র যত্র সমুচ্চারঃ দৃশ্যতে শ্রুতেপিবা ।

• রাম নামৈব নিত্যং তত্র তত্র ন সংশয়ঃ ॥

দিবা রাত্রৌ চযে দিব্যা নিত্যা রসময়া সদা ॥

ক্ষণাৎকং অপি চৈকান্তে স্থিহা যেষাম্ রতি পরে ।

রাম নামাত্মকে মন্ত্রে তেষাং জন্মাদিকং নহি ॥

প্রাপ্য যত্রাপি শ্রীরাম নামনৈব জপন্তি যে ।

নাশ্রুস্তং সদৃশোমুচ শচাণ্ডালঃ লোক গর্হিতঃ।

ভ্রমন্তে ভব চক্রেহস্মিন সর্বদা তস্য বৈ মতিঃ ॥

অসংখ্য কোটী লোকানাং উপাদান পরাংপরং !

তথৈব সর্ব বেদানাং কারণং নাম উচ্যতে ॥

স্বপ্নে তথা সংভ্রমতঃ প্রমাদাং চেৎজন্তু ঋণাং সংনাশ

ভাবাং ।

রামেতি নাম স্মরতঃ সৰ্বদৈনশ্রুতাসংখ্যধেহুদ্বিজ হত্যা ॥

প্রায়োনাশা বলদ্বেন সাহুভূতা প্রতীয়তাং ।

অগ্ন্যহেতদ্বিশেষেণ নামী প্রাপ্তির্হিনামতঃ ॥

ভূগুণ্ডি রামায়ণে—শ্রীরাম নাম উচ্চারণরূপ মহা অগ্নি  
কুজাতিরূপ মলীনতাকে জ্বালাইয়া দেয় এমন কি নাম আশ্রয়ী  
স্বপচও শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অপেক্ষা পূজনীয় আর নামহীন  
ব্রাহ্মণও নাস্তিক । যিনি মন বচন অথবা শরীর দ্বারা শ্রীরাম  
নামে কুচি লাভ করিতে পারেন না তাহাকে কোনরূপ সাধন  
বা বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র তারিতে পারেনা । শ্রীরাম নাম হীন  
ব্যক্তির শাস্ত্রপাঠ জপতপ যত ব্যক্তিকে শৃঙ্গার করার স্থায়

ব্যর্থ। ব্রাহ্মণ হউক পাপী হউক অথবা পুণ্যবান হউক “রাম” “রাম” উচ্চারণের দ্বারা সে ব্যক্তি অবশ্য ভাব বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেক। যথায় যথায় জীবের উচ্চারণ বা মুক্তির কথা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি বা পাইয়াছি তথায়, তথায় শ্রীরাম নামের শক্তিতে তাহা সংঘটিত হইয়াছে আমি সত্য বলিতেছি। রাম নামের সামর্থ্য বলে সব অবতার ত্রাণ করেন। যে জীব দিবারাত্র স্নেহ সহিত রাম নাম উচ্চারণ করেন তিনি সাক্ষাৎ শ্রীসীতারামের রসময় পরিকর মধ্যে গণ্য হন। স্ফলমাত্র একান্তে বসিয়া সাবধান হইয়া শ্রীরাম নাম মন্ত্রেণ কে যিনি ভজন করেন তাহার আর পুনরাবর্তন হয় না। আশ্চর্য্য যে এই মহাপুণ্যময় ভারতখণ্ডে মনুষ্য তনু পাইয়া যিনি শ্রীরাম নাম জপ করেন না তাহার সমান চণ্ডাল হত্যাকারী আর কে আছে। সে অনন্ত জন্ম সংসার চক্রে ভ্রমণ করে। অনন্ত কোটি লোকের ঋণতিগণের কারণ সর্বেশ্বর শ্রীরাম নাম। যাহা অভিলাষ হয় ইহার নিকট হইতে জানিয়া লও। স্বপ্নে ভ্রমবশে অথবা ভুলক্রমে প্রমাদে জন্তুনে পতন স্থলনকালে একাকী রামনাম উচ্চারণ করিলে অসংখ্য দ্বিজ ধেমু হত্যার পাপ নষ্ট হয়। প্রায়ই নাম অবলম্বনের দ্বারা দেখা গিয়াছে স্বাত্মানুভূতি দ্বারা জীব কৃতার্থ হইয়াছে। অতঃ ইহা বিশেষ করিয়া বুঝিতেছি যে নাম হইতেই নামী পুরুষোত্তম শ্রীরামকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শারদা রামায়ণ

শ্রীমতো জানকী জানেনাম নিত্যং জপয়ন্তিয়ে।

তে সর্বৈ ত্রিদশৈঃ পূজ্যঃ বন্দনীয়শ্চ সর্বদা ॥

চতুর্ভুগেযু শ্রীরাম নাম মহাত্ম্যং উচ্চলং ।

সর্বোংকুষ্টং ন সন্দেহো কলৌতত্রাপি সর্বদা ॥

শ্রীমদা রামায়ণে :—অনন্ত শোভা সম্পন্ন জানকী পতির নাম বাহারা নিত্য জপ করে তাহারা সর্বদা দেবগণের পূজ্য ও বন্দনীয় । শ্রীরাম নামের মহিমা চারি যুগেতেই উচ্চল ও সর্বোংকুষ্ট ইহাতে সন্দেহ নাই । কলিতে আর দ্বিতীয় উপায়ই নাই ।

### প্রেম রামায়ণ

শ্রীরাম নাম সংলাপ তৎপরং পুরুষংভজেৎ

মুক্তিঃ স্রাৎ সেবিতাং দেবি হুনায়াসেন সত্ত্বরম্ ॥

সম্মুখে রাম নামাস্তি সর্বদা প্রেমতঃ শিবে ।

দৃষ্টাতদ্বদনং পুণ্যংসুগমং শাস্ততম্ সুখম্ ॥

অহোহুভাগ্যং খলু পামরাগাং রামেতি নামামৃত শূণ্ড মাস্তম্ ।

জীবন্তীতে দেবী কথং মনুষ্যাঃ পাপাত্মকাঃ মৃততমাদিহান্তে ।

অসংখ্য কোটী নামানি নৈব সাম্যং প্রযাস্তি চ ।

খণ্ডোত্তরাশয়ো যাস্তি রবেঃ সাদৃশ্যতাং কথম্ ॥

যত্রাস্তি তিমিরং ঘোরং মহাভঃখৌঘ সঞ্চয়ম্ !

তন্মার্গে রামনাম্নস্ত প্রভাসদৃশ্যতে পরম্ ॥

যস্মিন্ দেশেন কোপাস্তি জনাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ।

তাদৃশে ক্লেশ সম্পন্নে নান্নৈকোহঃখ হারকঃ ॥

নিরালস্যং পরং নাম নির্বিবকল্পং নিরীহকম্ ।

যে রটন্তি সদা ভক্ত্যাতে কৃতার্থাঃ সুমুক্তিদাঃ ॥

প্রেম রামায়ণে :—শ্রীরাম নামে যিনি নিরন্তর তৎপর সেই ভাগ্যবান পুরুষকে সেবা পরম-ভজন। তাহার সত্বর অনায়াসে মুক্তি লাভ হয়। যাহার মুখে রাম নাম প্রেম সহিত বিরাজমান সেই পাবনাম্পদের মুখ দর্শন করিলে স্বাস্থ্যত সুকৃতি এবং সুখলাভ হয়। যাহার মুখ শ্রীরাম নাম শূন্য সে অভাগা পামর। হে দেবি (শিব পার্শ্বতিকে বলিতেছেন) সে যুগ্ধ বুদ্ধি পাপাত্মা জীব কি রূপে জীবন ধারণ করে? পরমেশ্বরের অনন্ত নাম আছে তাহাদের সকলকে একত্র করিলেও রাম নামের সমতা প্রাপ্ত হয় না। যেক্রপ অসংখ্য খণ্ডোৎ একত্র করিলে সূর্য্যের সমান সাদৃশ্য লাভ করে না। যেখানে মহা অঙ্ককার ছঃখের আধার সেই (যমপুরী) রাম নামের প্রভা উজ্জ্বল মহা সুখ প্রাপ্ত করায়। যে যমপুরীতে কোন সম্বন্ধাসম্বন্ধ জ্ঞান থাকে না সেই পুরে ক্লেশ বিনাশ করিতে এক মাত্র পারে শ্রীরাম নাম! শ্রীরাম নাম নিরালস্য অর্থাৎ কোন সাধন বা হেতুর অপেক্ষা করেনা। নির্বিকল্প এবং চেষ্টা-রহিত। যাহারা ভাগ্যবান ও কৃতকৃত্য তাহারাই এই সুমুক্তিদ নাম স্নেহ সহিত রটে।

### বশিষ্ঠ রামায়ণ

নানাতর্ক বিবাদ গর্ভ কুহরে পাতাশচযে জাস্তব, স্তেষাম এক  
মশংস্বংসুশরণং শ্রীরামনামাত্মকং ।

মন্ত্ৰং নাস্তি যতঃ পরং সুললিতং প্রেমাম্পদং পানগং,  
স্বল্লায়াস ফল প্রদান পরমং প্রোৎকর্ষ সৌখ্য প্রদম্ ॥

নব দ্বারানি সংখ্যম্য যে রমন্তি সমাদরাৎ ।

রাম নাম্নি পরে মন্ত্রে ধন্যা ভাগবতোক্তমা ॥

বর্শিষ্ঠ রামায়ণে:—যাহারা নানা প্রকার কুতর্করূপ অন্ধকার  
গর্ভে পড়িয়াছে তাহাদের রক্ষক এক মাত্র রাম নাম । অন্নায়াসেই  
ফলপ্রদ এবং উৎকৃষ্ট সৌখ্যপ্রদ, যিনি নব দ্বার রুদ্ধ করিয়া সাদর  
প্রীতি পূর্বক রাম নাম করেন তিনি ভাগবতোক্তম ।

ভগদ্বাক্যং ।

যদি বাতাদি দোষণে মন্ত্ৰক্লেমাং চন স্মরেৎ ।

অহং স্মরামি তং ভক্তং নয়ামি পরমং গতিং ॥

মগ্ন্যমোচ্চারকং সাধুং সাদরং পূজয়ন্তি যে ।

তেষামহং সমুদ্বর্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ ॥

যে স্মরন্তি সদাস্নেহাৎ মম নাম সুধাসরঃ ।

তেহতিধন্যাঃ প্রিয়াস্মাকং সত্যং সত্যং ব্রবীম্যহম ॥

এতদেব পরং তত্ত্বং সৎ প্রসন্নায় নিশ্চিতম্ ।

মনসাবচসানিত্যং ভজেৎ মন্নাম মঙ্গলং ॥

মদ্বাক্যমাদরেচ্ছস্ত সমে প্রিয়তমোনরঃ ।

তস্মার্থঃ সর্ববস্ত্তানি সৃজামি বসুধাতলে ॥

মন্নাম সংস্মরেৎ যস্ত সত্যং নিয়তেঙ্গিয়ঃ ।

তস্মাৎ প্রিয়তমঃ কশ্চিন্নাস্তি ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলে ॥

ভগদ্বাক্যে শ্রীভগবান বলিতেছেন :—অন্যকালে কক্ষ  
বাতাদি মগ্ন হইয়া যদি আমার ভক্ত আমার নাম উচ্চারণ  
করিতে না পারে তাহা হইলে আমি তাহাকে স্মরণ করিতে

থাকি এবং পরম গতি প্রাপ্তি করাই। আমার নাম জাপক সমস্ত সাধুকে যিনি সাদরে পূজা করেন তিনি জপ তপ না করিলেও আমি তাহাকে মৃত্যু সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করি। আর যিনি স্নেহ সমেত স্তুতি সাগর শ্রীরাম নাম জপ করেন তিনি আমার পরম প্রিয়। এবং তিনি যাহা আমাকে প্রসন্ন করিবার পরম তত্ত্ব এই, যে আমার মঙ্গল-ময় রাম নাম মন ও বাক্যে মিলাইয়া নিত্য ভজন করা। আমার বচনকে যিনি সম্মান করেন তিনি আমার পরম প্রিয়। তাঁহার নিমিত্ত বস্তুধা তলে সর্ব বস্তু সৃজন করি। ইন্দ্রিয় গণকে জয় করিয়া যিনি সতত আমার নাম স্মরণ করেন ব্রহ্মাও মণ্ডলে তাঁহার সমান আমার প্রিয় কেহ নাই।

আদি রামায়ণ

শ্রীমুখ বাক্যং নারদং প্রতি :—

যাবন্তো ব্রহ্মণো বক্ত্রান্নির্গতা বেদরাশয়ঃ ।

তেচ সর্বৈপ্যধীতাঃ স্ত্যনান্মি নারায়ণাত্মকে ॥

নারায়ণস্য যাবন্তি পুরাণেশ্বাগমেষুচ ।

দিব্য নাম্নাং সহস্রানি কীর্তনে যৎ ফলং লভেৎ ॥

ততঃ কোটীশুগং পুণ্যং ফলং দিব্যং মদাত্মকং ।

লভতে সহসা ব্রহ্মণ্ সঙ্কট্রামেতি কীর্তনাৎ ॥

মন্মাম কীর্তনে হৃষ্টো নরঃ পুন্যবতাংবর ।

তস্য পাদ রজে নাপি শুদ্ধ্যতি ক্রিতিমণ্ডলং ॥

তত্রৈব স্থানান্তরে :—

অসংখ্যৈঃ পুন্যানিচয়ৈঃ কোটি জন্মার্জিতৈরপি ।

পঞ্চমোপাসনাভিষ্ট রাম নান্নিরতির্ভবেৎ ॥

যা বন্ন রাম ভক্তানাং সততঃ পাদসেবনম্ ।

রাম নান্নি পরেতাবৎপ্রীতিঃসজ্জায়তে কথম্ ॥

রাকারেণাঘসংনাশো মকারমুক্তিরুত্তমা ।

পূর্ণেন বশ্যতাংযাতি রামোরামেতিশঙ্কিতঃ ॥

আদি রামায়ণে নারদকে শ্রীরামচন্দ্র বলিতেছেন :—ব্রহ্মার মুখ হইতে যে সকল বেদ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার পাঠের ফল একবার “নারায়ণ” নামে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর বেদ পুরাণ তন্ত্রাদিতে নারায়ণের যত নাম আছে তাহা উচ্চারণ করিলে যে ফল লাভ হয় তাহার কোটী গুণ অধিক ফল একবার “রাম” নাম উচ্চারণ করিলে প্রাপ্ত হয়। আমার নাম কীৰ্ত্তন করিলে যাঁহার আনন্দ অনুভব হয় তিনি সুকৃতীশালীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহার পাদরঞ্জে ক্ষিতি মণ্ডল পবিত্র হয়।

ঐ গ্রন্থে স্থানান্তরে :—কোটি জন্মের অসংখ্য পুণ্যফলে বিষ্ণু আদি পঞ্চদেবতার যখন যথার্থ উপাসনা সিদ্ধ হয় তখন শ্রীরাম নামে জীবের শুদ্ধরতি উৎপন্ন হয়। এবং যতদিন পর্য্যন্ত না অকিঞ্চণ শ্রীরাম ভক্তের চরণ রঞ্জের সেবা জীব প্রাপ্ত হয় ততদিন পর্য্যন্ত শ্রীরাম নামে প্রীতি ও প্রতীতি হ্রাসিত। পাপী, অধর্মি বেদ বিরুদ্ধাচারী নীচগণের মুখে “রাম” নাম কেমন করিয়া উচ্চারিত হইবে অর্থাৎ তাহাদের রাম নাম উচ্চারণ করিবার ইচ্ছার উদ্ভেদ হয় না। ‘রা’কার উচ্চারণ মাত্রে পাপ সমস্ত বিনষ্ট



হয় আর 'ম'কার উচ্চারণে মোক্ষ প্রাপ্তি হয় এবং বর্ণদ্বয় একত্রে উচ্চারণ করিলে শ্রীরাম বশীভূত হন ।

### শ্রীব্রহ্মোবাচ

এতদ্বক্ষুমতা প্রোক্তং রাম নাম<sup>১</sup> রহস্যকম ।

ঋত্বানন্দপ্লবংগেশস্ত থৈ বহি চকারসঃ ॥

লিখিত্বাদৃষদংমধ্যে নাম সীতাপতে মুনুঃ ।

নিচিক্ষেপ পয়োরামশৌ বহুহুচ্চাবচান্ গিরিন্ ॥

সন্তুরস্তিস্ম গিরয়ো রামনামাংকিতাজলে ।

তদৃষ্ট্বা বানরা সর্বৈ বভূবুর্বিস্মিতাঃ তদা ॥

ইদং সুগোপ্যং ভবতে বদামিপ্রসঙ্গতঃ সেতুনিবন্ধনেন্মিন !

নবাচ্য মেতদ্ভবতাপরস্মৈ, ভক্তৌপ্রসন্নায়তু বাচ্যমেব ॥

রামেতি মন্ত্রং কবয়ো বদন্তি, যদ্ব্যাক্ষরং নাম রঘুদ্বহস্য ।

অশ্বৎপ্রভোরস্য মহামহিম্নো, মনুষ্য লিঙ্গস্য পরস্য পুংসঃ ॥

তদেবসম্যগ্ বিলিখোরু বুদ্ধে প্রত্যঙ্গিপ্রাষণ শিলাশূতাং ।

ভবানুধিং যেন জনাস্তুরস্তি কিঃ তারণং ছঃকরমস্য তেবাম্ ॥

গ্রাবাঙ্গণেভ্যোপিজনস্য পাপশ্রুতীবসারেন সমাকুলানি ।

লঘু ক্রিয়ন্তে মনুজা যদেতৈভ্ৰুং বিলুপ্তৈরিহতন্নচিত্রং

ব্রহ্মা বলিতেছেন :—রাম নামের এই রহস্য মহাবীর হুম্মান জীউ শ্রীনল নাম বানরকে উপদেশ করিয়াছিলেন ( সেতু বন্ধন কালে ) প্রস্তরের উপর শ্রীরাম নাম লিখিত করিয়া সেই প্রস্তর সমুদ্র সলিলে ভাসাইয়াছিলেন । শ্রীরাম নামাঙ্কিত বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর রাশি রাশি কাষ্ঠের জ্বায় যখন

ভাসিতে লাগিল তখন বানরগণ দেখিয়া বড় আশ্চর্য্যবিত  
হইয়াছিল। মহাবীর বলিলেন যে, রাম নামের এই রহস্য  
মহাগোপ্য সেতু বন্ধনের নিমিত্ত আমি বলিয়াছি। যাহাকে  
তাহাকে এ কথা বলা উচিত নয়। তবে বাহার স্নেহ প্রজ্ঞা  
আছে তাহাকে বলা যায়। “রাম” নাম যে মহামন্ত্র তাহা  
কবিগণ বলিয়া গিয়াছেন। মনুষ্যরূপ ধারী শ্রীরাম আমার  
সর্ব্বেশ্বরস্বামী তাঁহার নামে অনন্ত শক্তি। হে শ্রেষ্ঠমতি বানর  
প্রতি প্রস্তুরে “রাম” নাম লিখিয়া সমুদ্র মধ্যে নিক্ষেপ  
কর। আপনি সেতু বন্ধ হইয়া যাইবে। যাহার নামে প্রত্যেক  
জীব অপার ভব সাগর পার হয় পাথর তরিয়া যাইবে ইহাতে  
কি আশ্চর্য্য। পাবাণ সমূহ হইতে জীবের পাপ অধিকতর  
ভারী এবং তাহার ভারে জীব কূল অত্যন্ত ব্যাকুল। এত  
প্রবল ভারও রাম নাম উচ্চারণে তুচ্ছ হইয়া যায়। অতএব  
পাথর ভাসিল ইহাতে কি আশ্চর্য্য আছে।

নলো বাচ

সাধু ভোসাধু হনুমন্ ভবান্ যছপদিষ্ট বান্ ।  
জপন্ সন্তারণং নাম রামশ্চ করুণাণিধেঃ ॥  
শ্রীরামং সত্য সঙ্কল্পং নরাকরং নরোত্তমম ।  
বিনা ভবন্তুকো বেত্তি রাম নাম পরায়ণা ॥  
ভূয় স্তাংপরিপৃচ্ছামি কৃপা তেময়ি মারুতে ।  
কমলতপস্বিত্যন্ত্যং বহুধা মৃত চেতসঃ ॥  
ভবন্ত্যাংভো-নিধেশ্চাপিহয়া পারং প্রদর্শিতঃ ॥

বিস্তরেণ পুনরুহি রাম নামস্ত বৈভবম্ ॥

নতুপ্যামি মরুৎ সুনো কথয়ন্ত ততোমম ॥

শৃণু স্মরন প্রভোর্ণাম মাহাত্ম্যইদমদ্ভুতম্

তখন নল বলিলেন । হে সাধু শিরোমণি হনুমানজী যে মহাগুপ্ত আপনি যে রহস্ত শুনাইয়া দিলেন তাহাতে বুঝিলাম যে করুণা সাগরের রাম নাম যিনি জপ করেন তিনি শীঘ্রই কৃতার্থ হন । শ্রীরাম চন্দ্র নরাকার পর ব্রহ্ম পুরুষোত্তম । আপনি ভিন্ন ইহা কে জানিতে পারে । এবং রাম নাম পরায়ণ কে হইতে পারে । আর কিছু প্রশ্ন আপনাকে করিতে চাহি আমি মহামুঢ় অপরাধ ক্ষমা করিয়া অক্ষমপ্রতি কৃপা দৃষ্টি করুন । সংসার পারে যাইবার পথ আপনি বিস্তার পূর্বক দেখাইয়াছেন । এখন রাম নাম পরহ শুনিতে আমার তীব্র উৎকর্ষা জন্মিয়াছে । আপনি এক্ষণে বিস্তার পূর্বক রাম নাম বৈভব আমাকে বলুন । আমি এই অদ্ভুৎ মাহাত্ম্য ময় রাম নাম শুনিয়া ও স্মরণ করিয়া তৃপ্ত হইতেছি না ।

শ্রীহনুমান উবাচ

শ্রুত্যাং সাবধানেন রাম নাম বলং স্বয়া ।

যৎশ্রুত্বা সর্ব পাপেভ্যামুচাতে নাত্র সংশয় ॥

একতঃ সকলান্ মন্তান্ একতো জ্ঞান কোটয়ঃ

একতঃ রাম নামস্তাং তদপি স্তাং নবৈসম্ ॥

দেশকাল ক্রিয়া জ্ঞানাং অনপেক্ষাং স্বরূপতঃ

অনন্ত কোটী ফলদং নাম মন্তং জগৎপতেঃ ॥

গঙ্গা স্নান সহস্রেন যজ্ঞাস্ত স্নান কোটিভিঃ ।  
 পান শুদ্ধি ভবে জ্ঞাতু সারামেতি প্রকীৰ্ত্তনাৎ ॥  
 ভৃগুদেব ফলংজ্ঞানে শ্রবণে চান্দ্ৰদেবতঃ ।  
 কীর্ত্তনে চান্দ্ৰ দেবস্য হৃদ্যদা বৰ্ত্ততে ফলং ।  
 যে জানন্তি জনাস্তস্বঃ রাম নাম্নো মহাযশঃ ।  
 নতে ছঃস্কৃত সন্দোহৈর্ লিপ্যন্তে জন্ম কোটিভিঃ ॥  
 শিব এবাস্য জানাতি সরহস্যং স্বরূপকম্ ॥  
 উপদিশ্য সকৃজ্জীবন্ যস্তারয়তি মোহতঃ ॥  
 অহুদারাদন শতৈ মৰ্দ্দ্বং ফলতি নাথবা ।  
 গৃহীত মাত্র ফলদং রাম নামস্য রূপতঃ ॥  
 নশৌচনিয়মাভ্যত্র ন সিদ্ধারি বিচারণম্ ।  
 কল্প বৃক্ষস্বরূপহাজ্জনানাং রামনামকম্ ॥  
 সকৃজ্জপ্তং ধুনোত্যাশু পাপমাজন্ম সম্ভবম্ ।  
 দ্বিরাবৃত্ত্যা পুনর্জপ্তং কোটি যজ্ঞ ফল প্রদা ॥  
 ত্রিরাবৃত্ত্যাপুন জপ্তং স্বরূপস্থং করোত্যয়ং ॥  
 চতুরাবৃত্তি জপ্ত্বাৎ ঋণী ভবতি রাঘবঃ  
 চিন্তামণিঃ কল্পতরুঃ কামধেনুশ্চবৈ নৃণাং  
 অনন্য ফল সন্দোহ ভবনং রাম নাম বৈ ॥  
 নাস্ত রূপং বিজানন্তি ব্রহ্মহ্মা দেবতা অপি ।  
 বাগ্‌বল্লীবীজমেতদ্বৈ রাম নাম জগৎপতেঃ ॥  
 অমৃতস্যাকরং বিছা-দেতদেব মহোৰ্জিতম্ ।  
 সর্বলোক মহাগোহ তিমিরৌঘ নিবারণম্ ॥  
 অনন্ত কোটি সূর্য্যেন্দু বহ্নিদীপ্তি দীপ্তি মৎ ।

বাহ্যাস্তর সংহর তমো-বৃন্দ নিরাসকম্ ॥  
 জ্ঞান ধারামৃত রসৈ রাশ্বনঃ স্পন স্কুটম্ ।  
 দ্ব্যত্থ ভবনে নিত্যং দীপ্তি কৃদীপকোপমম্ ॥  
 সর্ব বেদাস্ত বিজ্ঞানাং সারমেতদ্বদীরিতম্  
 রামনামাখিলাজ্ঞান রজনীহর ভাস্করীম্ ॥  
 পুরা কৃত যুগে কেচিজ্জনাঃ স্মৃতিনোলল ।  
 সরহস্তঃ রাম নাম সৰুদাস্থাশ্রু সদ্গুরুম্ ॥  
 ভিষ্মাজ্ঞান তমোরাশিঃ কৃতা স্বাত্ম প্রকাশনম্ ।  
 পরে ব্রহ্মণি সংলীনাঃ সিদ্ধিঃ প্রাপ্তা বিনাশ্রমম্ ॥  
 অপরং সাধনানীহ বভূবুঃ কোটীশো নৃণাম্ ।  
 মুনীনাং মতভেদেন যেষাম্মাসোমহান্ ভবেৎ ॥  
 ধ্যানতো রামচন্দ্রস্য রামচন্দ্রস্য ভজিতঃ ।  
 রামচন্দ্রস্য যজনান্নান্না রামস্য মুচ্যতে ॥

রামৈবযস্য বহিরন্তর পাপ কোটিনির্বাসনৈক করণং শরণং  
 জনাণাং ।

কস্তস্য কোশলপুরাধীপরাজসুনোর রমাবতারনিবহস্তলনে  
 প্রয়াতু ॥

যাবন্তি নামানি রঘুন্তমস্য তেষামিদং মুখ্যতমং প্রদীষ্টম্ ।  
 যজ্ঞজ্ঞান মাত্রেণ বিমুক্ত বন্ধঃ, স্বরূপ নির্ঠাংলভতেহধমোপি ॥  
 অজ্ঞানেন্ধন নির্দাহো জ্ঞানদীপ প্রদীপনম্ !  
 এতদেব মতং নাম্নি রামেতি দ্ব্যক্ষরাঙ্কে ॥  
 জিহ্বাগ্রে यस্য লিখিতং রামেতি দ্ব্যক্ষরদ্বয়ম্ ।  
 কথং স্পৃশন্তি তং দূতাঃ যমস্য ক্রোধভীষণাঃ ॥

রামনামাক্ষিতা মুক্তা প্রত্যঙ্গ বেন বৈধ্বতাঃ ।  
 আবদ্ধং তেন কবচং মোহ শত্রু চমুজ্জয়ে ॥  
 জ্ঞাৎস্তিষ্ঠন্ স্বপন্ ক্রীড়ন্ বিহরন্নাহরন্মপি ।  
 উন্মত্তমিমিষং শৈচব রাম রাম সদা জপেৎ ॥  
 পাপং কৃৎস্নং বিধুয়াশু মুক্ত ভারঃ সমানুযঃ ।  
 অনায়াসেন মোহাখ্যং সিদ্ধুং তরতি হস্তরম্ ॥  
 প্রারন্ধ কৰ্ম্মাপহৃতি প্রবীণং রামেতি নার্মৈববুধৈর্নিরক্তম্ ॥  
 যদজ্ঞান মাত্রাদধমঃকিরাতি মুনীন্দ্র বৃন্দৈরভবন্নমস্যা ॥  
 কস্তেন তুল্যশ্চ বিশোক মোহো-যো নাম রামেতিজপেদ  
 জশ্রম্ ॥

এতন্ময়া সংপরি পৃচ্ছাতে তে, ভূয়ঃ প্রদীষ্টং পরমং রহস্যম্ ।  
 হৃদাবধারয়স্ব স্বয়মেব বিদ্ধি, বাচ্যং ভজিত্বাসতিনো পরশ্চিন্ ॥  
 শ্রীহনুমানজী বলিয়াছেন :— সাবধান হইয়া রাম নামের  
 প্রবল শক্তি শ্রবণ কর। শ্রবণ করিলে সমস্ত পাপ হইতে  
 অশংসয় মুক্তি লাভ করিবে। একদিকে সমস্ত মন্ত্র এবং কোটী  
 জ্ঞান ধ্যান জপ একদিকে রাম নাম তোল করিলে মন্ত্র ধ্যান বা  
 জ্ঞান কোন প্রকারেই রাম নামের সমান নহে। রাম নাম  
 দেশ কাল ক্রিয়া অনুষ্ঠানাদির অপেক্ষা রাখেনা। কেবল  
 উচ্চারণ মাত্রেই অনন্ত কোটী ফল দিতে থাকেন। কোটীকোটী  
 গঙ্গান্নান কোটী কোটী যজ্ঞাস্তন্মান তথা অনন্ত পুণ্য সঞ্চয়ের  
 দ্বারা যে সিদ্ধি ছল্ভ শ্রীরাম নাম উচ্চারণের দ্বারা তাহা সহজে  
 প্রাপ্ত হওয়া যায়। অবশ্য জ্ঞান ধ্যান সং শাস্ত্র শ্রবণাদির ফল

আছে এবং সং কৰ্মাচরণেরও উত্তম ফল আছে। কিন্তু রাম নাম ভিন্নবস্তু, কারণ ইহা মহা ফল দাতা। ইহার জপের দ্বারা পরম পুরুষ বশীভূত হন। অন্য উপায়ে মোক্ষ সিদ্ধি পর্য্যন্ত হইতে পারে মাত্র। যিনি রাম নাম মহাযশঃসিদ্ধুরতত্ত্ব জানেন অনন্ত জন্মেও তাহাদিগকে পাপ, তাপ, স্পর্শ করেনা। শ্রীরাম নামের যথার্থ প্রতাপ একমাত্র শিব জানেন। এবং সেই নাম একবার মাত্র শুনাইয়া মহা মোহগ্রস্ত জীবকে কাশীনগরীতে মুক্তি দিয়া থাকেন অন্যান্য মন্ত্র অনেক প্রকার অনুষ্ঠান করিলে তবে ফল দান করে কিন্তু শ্রীরাম নাম গ্রহণ মাত্রেই ফলদাতা। শ্রীরাম নামের কোন শৌচাদি নিয়মাদি কোন বিচার নাই। তদ্ব্যক্ত সিদ্ধ ভাব বা অবি ভাব ইহাতে বিকশিত হয় না। কল্পতরুর ত্রায় সর্ব জীবের পরমানন্দ দায়ক। একবার উচ্চারণে জন্মকৃত সমস্ত পাপ নাশ, ২ বার উচ্চারণে কোটি যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি, ৩ বার উচ্চারণে স্বরূপ বিবৃতি এবং ৪ বার উচ্চারণে স্বয়ং রঘুনাত্ত্ব ঋণী হন। চিন্তামণি কামধেনু বৃক্ষ ইহাতে অনন্ত গুণ অধিক ফলপ্রদ। সমস্ত সুখময় ভবন শ্রীরাম নাম। শ্রীরাম নাম মন্ত্রের যথার্থ স্বরূপ ব্রহ্মাদিও জানেন না। সমস্ত শব্দ ব্রহ্মের বীজ স্বরূপ জগৎপতি রাম নাম। ইহা মহা অমৃতের খনি, অত্যন্ত উজ্জ্বল, সমস্ত লোকের মোহান্ধকার নাশ করিতে সক্ষম। অসংখ্য সূর্য্য, চন্দ্র অগ্নিতে যে প্রকাশ আছে তাহা ইহাতে অনন্তগুণ প্রকাশময়; কারণ ইহা শুধু বাহিরের নয় অন্তরেরও তম নাশ করে জ্ঞানধারা অমৃতের দ্বারা জীবাত্মাকে সিদ্ধিত করে এবং হৃদয়রূপ

ভবনে নিত্য মহাদীপ সম প্রকাশিত থাকে। সমস্ত বেদান্ত বিচার সার এই সমস্ত অজ্ঞানের হরণকারী এই মহা প্রকাশ মান শ্রীরাম নাম। পূর্বে সত্যযুগে কেহ স্মৃতিশালী সজ্জন শিরোমণি সদ্গুরুর নিকট হইতে সরহস্ত শ্রীরাম নাম আশ্বাদ করিয়াছিলেন। অগম হইতে অগম, অজ্ঞানরূপ মোহান্ধকারকে নাশ করিয়া আত্মাকে প্রকাশ করাইয়া পরব্রহ্মে লীন করাইয়া বিনা শ্রমে শ্রীসীতারাম নাম সমস্ত সিদ্ধি দান করে। মুণি-গণের মত ভেদ অনুসারে অনেক কোটী প্রকার সাধন আছে। কিন্তু তাহা বহু কঠিন আয়াস সাধ্য। শ্রীসীতারাম ধ্যান সেবা পূজা করিলে জীব বিনাশ্রমে পরম পদ প্রাপ্ত হয় এবং তাহার সমস্ত সংসৃতি কাটিয়া যায়। যিনি অন্তরে বাহিরে রাম নাম স্মরণ করেন তিনি সমস্ত পাপ তাপ নাশ করিয়া বাসনা হইতে মুক্ত হইয়া যান। এইরূপ সর্বোপরি যাহার নাম তাঁহাকে কোন অবতারের সহিত তুলনা করা উচিত নহে। শ্রীরামচন্দ্রের যত নাম আছে তাহার মধ্যে “রাম” নাম মুখ্যতম বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। কারণ অত্যন্ত পতিত অধম জীবকে এই নাম বিমুক্ত-বন্ধন করিয়া যথার্থ স্বরূপে স্থিত করে। অজ্ঞানরূপ ইন্ধন নাশক, জ্ঞান রূপ অগ্নি প্রদীপক এই দুই বর্ণে—শ্রীরাম নামে—এই শক্তি আছে। যাহার জিহ্বাতে এই দুই অক্ষর লিখিত আছে তাহার দিকে যম দূতের তাকাইয়া চাহিবার ক্ষমতা নাই স্পর্শ ত দূরের কথা। এই নামের ছাপ যিনি কোন অঙ্গে ধারণ করিয়াছেন তিনি মোহ রিপু জয় করিবার প্রবল কবচ ধারণ



করিয়াছেন। জাগ্রতে, শয়নে, চলনে, উপবেশনে, বিহার করণে, নেত্র উন্মীলন নিমীলনে এবং অস্থান্য ব্যবহার কালে যিনি রাম নাম জপিতেছেন তিনি ধন্য। তিনি সমস্ত পাপ তাপ হইতে ধৌত হইয়া সমস্ত দ্বার মুক্ত হইয়া অতি হস্তুর মোহ সিদ্ধুর পারে যান। প্রারব্ধ কর্মের নাশ হয় না বটে পরন্তু “রাম” নাম উচ্চারণের দ্বারা উহাও নাশ হয়। দেখ কিরাত রমণী (সারবী) মুণীন্দ্রবৃন্দের সমতুল্য হইয়াছিলেন। ইহ সংসারে তাহার তুল্য কেহ স্নকুতীশালী নাই, তাহার তুল্য জ্ঞানী কেহ নাই, তাহার তুল্য বিশোক এবং বিমোহ কোন ব্যক্তি নাই যিনি অজস্র ধারে “রাম” নাম জপ করেন। এই আমার রহস্য, অর্থাৎ রমাপতি যে পরম রহস্য উপদেশ করিলেন তাহা আমি ধারণ করিয়াছি। অধিকারী ভিন্ন ইহা অপর কাহাকেও বলিবে না। এবং ইহাকে পরম তত্ত্ব জানিয়া আপনার আজ্ঞানুসারে সদা গোপন করিবার চেষ্টা করিবে (ইহা নলের উত্তর)।

আনন্দ সংহিতা :—জপন্তি যং বিধুতশিব স্বয়ম্ভুবো

লক্ষ্ম্যাদি বৈকুণ্ঠ চরাশ্চ নিত্য।

তদেব তত্ত্বং চ মুণীন্দ্র যোগীনাম্ ।

শ্রীরাম নামামৃতমাশ্রয়ং মে ॥

অস্যার্থ :—যে রাম নাম ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব চতুর্দশ মনু লক্ষ্মী আদি শক্তি বৈকুণ্ঠের নিত্যপার্ষদ মুণী ও যোগীন্দ্রগণ জপ করেন তাহাই তত্ত্ব বস্তু এবং সেই শ্রীরাম নামামৃতই আমার আশ্রয়।

মহা রামায়ণে শিব পার্বতী সংবাদে রাম নামের যে অর্থ  
চিস্তিত হইয়াছে তাহা গুহ্যতম এবং সর্ব সাধারণের তাহাতে  
অধিকার না থাকায় তাহা সন্নিবেশিত হইল না । শুভমস্তু ।

নমঃ শ্রীরামায় ॥

— সমাপ্ত —

## শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধি
২	৮	এই দুই	এই দুই বর্ণ
৫	৬	পাপ্যানং	পাপ্যানং
৬	১১	স্বরূপ আনন্দ	স্বরূপ ও আনন্দ
৭	৪	বৈরাগ্য	বৈরাগ্যং
১৪	৩	চিস্তায়েৎ	চিস্তায়েৎ
১৭	১৩	প্রভাবনে	প্রভাবনে
ঐ	১৩	পরেশ্বরম্	পরেশ্বরম্
১৯	৯	অশ্রদ্ধাধানেহপ্যমুখেপ্য	অশ্রদ্ধাধানেবিমুখেভা
২৪	১৭	পঠতিমো	পঠতি যো
২৪	২০	ইত্যেক্ষর	ইত্যেক্ষর
২৯	১	মিবৃত্ত	নিবৃত্ত
২৯	১২	মহাঅ্যমভূতম্	মহাঅ্যমভূতম্
৩০	৮	রাজন	রাজন্
৩৩	১৫	বিনিন্দিকা	বিনিন্দকাঃ
৩৪	১১	পূবাণে	পুরাণে
৩৬	১০	যাবচ্ছী	যাবচ্ছী
৩৭	১৩	প্রযত্নতঃতথা	প্রযত্নতস্তথা
৪৭	২	পরীক্ষিতং	পরীক্ষিতং
ঐ	৪	সাত্তো	সত্তো
৪০	১০	পরম	পরং
ঐ	১৬	দৌষৈক	দৌষৈক
৪১	১০	কি	কিং
৪২	৮	বৈনতেয়	বৈনতেয়ং
৪৩	৫	দুর্কাসা	দুর্কাসা
৪৩	১৭	গচ্ছন	গচ্ছন্
৪৩	২০	যাত	যাতি
৪৩	২০	নাস্থানু	নামানু

পৃষ্ঠা	পংক্ত	অন্ত	শুদ্ধ
৪৪	৩	প্রীতং	প্রীতং
৪৪	১৩	ঘোরি	ঘোর
৪৫	৯	শয়ন	শয়ন
৪৫	১২	পর্ব	সর্ব
৪৫	১৭	পৃণু	শৃণু
৪৬	২	সন্তো	সন্তো
৪৬	৭	কৃত্যং বৈ	কৃত্যং বৈ
৪৬	১৭	মসা	সয়া
৪৮	১৪	বিবিকারঃ	নিবিকারং
৫০	১	নামদ্বকং	নামদ্বকং
৫১	৬	মুক্তিমায়াতি	মুক্তিমায়াতি
৫১	৮	পুণ্ডরীকাক্ষং	পুণ্ডরীকাক্ষং
৫২	৩	পরম	পরং
৫২	৭	নিষ্ঠানাম্	নিষ্ঠানাম্
৫২	৭	মহাঘবান	মহাঘবান্
৫৩	৬	রামস্পদং	রামাস্পদং
৫৭	২	দ্বাদৃক	তাদৃক্
৫১	১৪	শ্রীমদ	শ্রীমদ
৬০	১৮	পরম	পরম্
৬০	১৯	তমুখ	তমুখং
৬১	৩	নরানাচা	নরানীপ
৬৫	১০	মুক্তিবীজং	মুক্তিবীজং
৬৮	৩	মহাঙ্গন	মহাঙ্গান
৬৯	১২	ক্লেশ	ভক্তি
৬৯	১	প্রভাবে	প্রভাব
৭২	১৫	তত্রৈব	তত্রৈব
৭৩	১০	ত্যক্ত	ত্যক্ত
৭৩	১৪	অঙ্গীরস	আঙ্গীরস
৭৩	২০	প্রতি	প্রীতি

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অঙ্ক	শব্দ
৭৪	১৮	তত্রৈব	তত্রৈব
৭৪	১৬	হীননাং	হীনানাং
৭৫	১২	গতিম্	গতিম্
৭৬	৫	পরিকরাণাম্	পরিকরাণাম্
৭৬	৯	পুরাণে	পুরাণ
৭৯	৬	অহর্নিশঃ	অহর্নিশ
৭৯	১১	অুধামায়	অুধাময়
৮১	৩	লজ্জনৈঃ	সজ্জনৈঃ
৮১	১৮	নরকান	নরকান্
৮২	৭	নিরয়াবহম্	নিরয়াবহম্
৮২	১৮	অত্যাশ্ত	অত্যাশ্ত
৮৪	২০	সংকীর্ত্য	সংকীর্ত্য
৮৫	২০	দ্রোহ	দ্রোহ
৮৭	১৬	পরাত্মানি	পরাত্মনি
৮৮	৮	সমস্তা	সমস্ত
৮৮	১৮	জান	জান
৮৯	১২	স্মরণ	স্মরণ
৯০	২	পরম	পরম্
৯০	৩	সপ্তকস্তুওদা	সপ্তকস্তুতদা
৯০	১৪	নাথৌ	নাথৌ
৯০	১৭	স্মরণের	স্মরণের
৯১	১৬	রান	নাম
৯২	২	না যাতি	ন যাতি
৯২	১০	নস্মরন্তি	ন স্মরন্তি
৯৩	২০	শোষণোপি	শোষণোপি
৯৪	৩	বাক্যং	বাক্য
৯৫	১০	তাহা	তাহার
৯৬	৩	যেনোক্ত	যেনোক্তং
৯৭	১৬	স্তুতিভিঃ	স্তুতিভিঃ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৮	১০	ভাবুকা	ভাবুকা:
৯৮	১৪	নাস্তি	নাস্তি
৯৯	২	ধার্যতে	ধার্যতে
৯৯	১৫	স্তাগো	স্ত্যাগো
১০০	১১	ত্যাঙ্গা	ত্যক্তা
১০০	১৩	ত্যাঙ্গা	ত্যক্তা
১০২	১	পরমা	পরমা
১০২	৬	জগেদ	জগদ
১০৩	১	নাগনি	নামানি
১০৩	১	নরা	নরা:
১০৩	৩	নরাধম	নরাধমা:
১০৩	১১	জানান	জ্ঞানান্
১০৪	৪	সংস্থতিম	সংস্থতিন্
১০৪	১২	মায়য়চ	ময়ায়চ
১০৪	১৩	মাহাত্ম্যং	মাহাত্ম্যং
১০৯	১২	বেদেয়	বেদের
১১০	১৯	সাদরম্	সাদরম্
১১০	২২	মহান বং	মহান ব
১১১	১	ল স্বেদরোপি	লস্বেদরোপি
১১১	৭	পরতরং	পরেতরো
১১১	৯	মুনীশ্বরগণ	মুনীশ্বরগণ
১১১	১১	অবিনাসী	অবিনাশী
১১১	১২		
১১১	১৫	মার্কশ্বেয়	মার্কশ্বেয়
১১১	১৮	হইবে	হইয়া
১১১	২০	নারদেয়	নারদের
১১১	২৩	গন্ধবাদি	গন্ধবাদি
১১২	৭	সন্দাঙ্গা	সন্দাঙ্গা

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১২	১০	সর্কোপারস্যং	সর্কোপাস্যং
১১২	১১	সর্কেষ্যম্	সর্কেষাম্
১১২	১১	মেকাং	মেকং
১১১	২০	শ্রীরামনাম	শ্রীরাম নাম ।
১১২	২১	( আবশ্যক নাই )	
১১৩	৩	তস্যোৎ	তৎ স্যাৎ
১১৪	২	কণ্ঠিত	কীণ্ঠিত
১১৪	৭	ছত্রের	ছত্রেয়া
১১৪	১০	জৈমিনে	জৈমিণী
১১৯	১৬	হইবে	হইতে
১২০	১৭	স্তৎক্ষণাৎ	তৎক্ষণাৎ
১২১	১৪	নিপীড়িতাংগম্	নিপীড়িতাংগম্
১২২	২	কলীগ্রস্ত	কলিগ্রস্ত
১২২	১৭	ভবহেতুনিতাশ্চের	ভবহেতুনিতাশ্চৈব
১২৩	২১	সাক্ষাৎ	সাক্ষাৎ
১২৪	৬	অনস্ত	অনস্ত
১২৪	১০	সন্মদ্র	সন্মদ্র
১২৬	১	পাতকম্	পাতকম্
১২৬	৫	রামতি	রামেতি
১২৬	১৪	নারায়নের	নারায়ণের
১২৮	৯	গোবধাভূপপাপনিহ	গোবধাভূপপাপানিহ
১৩১	২১	আত্মাৎ	তত্মাৎ
১৩৩	১৫	দেশেং	দেশে
১৪২	৩	কারন্ত	কারান্ত
১৪৬	১	প্রদানোপি	প্রদানেপি
১৪৬	২০	ধর্মত	ধর্ম ও
১৪৭	৪	রাম নাম	রাম নামা
১৪৮	২০	নিরুপিত	নিরূপিত
১৫০	১	মকার	“নমঃ” কার

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অঙ্ক	উদ্ধ
১৬০	২৩ পর	“দৃঢ় অভ্যাস পূর্বক শাস্তিচিত্ত হইয়া যিনি শ্রীরাম নামে রমণ করেন শ্রীজানকীপতি তঁাহার অভয় দাতা।” এই অংশ ছাড় হইয়াছে।	
১৬৩	২০	“কণ” শব্দ থাকিবে না	
১৬৪	১	মোক্ষরূপী	মোক্ষরূপী
১৬৫	১৪	“সদা” শব্দ দোকর আছে	
১৬৫	১০	পাত্রং	পাত্রং
১৬৬	৮	সর্বো	সর্ব
১৬৭	১১	নামাখ্যং	নামাখ্য
১৬৯	১৬	সোল্ল্য	সোল্ল
১৬৯	১৮	রামনামাক্যং	রামনামাখ্যঃ
১৭০	১৬	অবস্থা	অবস্থায়
১৭২	১১	কোম	কোন
১৭৫	৬	হত	হতং
১৭৫	৭	বুধা	বুধাঃ
১৭৬	৩	যগ্নাত্ৰা	যগ্নাত্ৰা
১৭৯	১৮	তস্মাতাংপর্য্য	তস্মাত্তাংপর্য্য
১৮০	৮	মহাতো	মহতো
১৮২	১২	কার্য্য	কার্য্যং
১৮৩	৩	বদাপি	বদামি
১৮৪	১৫	অয়ম্	অয়ম্
১৮৫	৮	ভাব	ভাব
১৯৩	৮	ভজ্জেং	
১৯৪	৮	যথায়	যথায়
১৯৮	১৬	তাবতিষ্ঠতি	তাবতিষ্ঠতি
২০৩	২১	তেষাম্	তেষাম্
২০২	২১	কলত্রাদে	কলত্রাত্তে
২০৪	৪	ব্রহ্ম	ব্রহ্মা
১০২	২২	সার্ব্য	সার্ব্জ্য



পৃষ্ঠা	পংক্তি	অঙ্ক	শ্লোক
২০৪	৫	ঐহার	ঐহার
২০৪	১৯	আকাশ	আকাশে
২০৮	৩	মুগিরূপ	মুগিরূপ বিজয়
২০৯	১২	নারায়ণ	নারায়ণ
২১৮	২৩	অসংখ্যে:	অসংখ্যে:
২১৯	২	সতত:	সততঃ
২১৯	৪	মকার	মকারা
২২০	৬	মুহ:	মুহ:
২২১	১৮	নরাকরং	নরাকারং
২২১	১৮	নরোত্তম	নরোত্তমঃ
২২২	৪	মে	দোকর আছে হইবে না
২২৩	১০	নামস্ত	নামস্বরূপত:
২২৩	১৯	ব্রহ্মণা	ব্রহ্মণা
২২৪	১৬	রাজসুনোর	রাজসুনো
২২৪	৬	স্বকৃতিনোল	স্বকৃতিনোল





